সিরাজদ্দৌলা

ঐতিহাসিক নাটক

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · · কলিকাতা ৬

দুই টাকা

পঞ্চদশ সংস্করণ

উৎসর্গ

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট,

বাণীবিনোদ **নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী**

প্রীতিভাজনেষু—

নিভৃতে নিরালায় বসে সাদা কাগজের ওপর কালির আঁচড় টেনে আমরা নাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরী করি। গানের স্বরলিপি যেমন গান নয়, তেমন নাটকের পাণ্ডুলিপিও নাটক নয়। আমাদের ভাষা কণ্ঠে নিয়ে, আমাদের কল্পনার অসম্পূর্ণ ছবিকে রূপে রসে সঞ্জীবিত করে, নাটকের পূর্ণরূপ দেখিয়ে নাটকের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে অভিনেতারাই আমাদের প্রয়াসকে সফল করে তোলেন। তাই অভিনেতাদের সহযোগিতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

শক্তিমান নট তুমি। আমার নাটক তোমার শক্তির পরশ পেয়ে সুন্দর রূপ নিয়ে মঞ্চে ফুটে উঠেছে। 'রক্ত কমল', 'ঝড়ের রাতে', 'গৈরিক পতাকা' আর আজকার এই 'সিরাজদ্দৌলা' সজ্জন সমাদৃত হয়েছে তোমার এবং তোমারই পরিচালিত অভিনেতৃ-কুলের অভিনয় নৈপুণ্যে। তোমার 'শিবাজী' ছিল তুলনা বিহীন, তোমার 'সিরাজ'ও হয়েছে অনুপম।

ঋণ স্বীকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় যদি আর কখনও না পাই, তাই স্বীকৃতির নিদর্শন স্বরূপ 'সিরাজদ্দৌলা' তোমারই নামে উৎসর্গ করে রাখলাম। তোমার সম্মতিও আমার সম্পদ হয়ে রইল।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৫

নাট্যনিকেতন

কলিকাতা

তোমার গুণমুগ্ধ

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নিবেদন

ইতিহাস ঘটনা-পঞ্জি। নাটক তা নয়। ঐতিহাসিক লোকের ঘটনাবহুল জীবনের মাত্র একটি ঘটনা অবলম্বন করেও একাধিক নাটক রচনা করা যায়। যায় এই জন্যই যে ঘটনা নয়, ঘটনাটি ঘটবার কারণই নাটককারের বিষয়-বস্তু।

সিরাজদ্দৌলার জীবনের ঘটনা ঐতিহাসিকরা লিখে গিয়েছেন। যাঁরা স্বার্থের খাতিরে সিরাজ-চরিত্রে নানা কলঙ্ক আরোপ করে গেছেন, তাদের কুকীর্ত্তি আজ ধরা পড়েচে সত্যাশ্রয়ী ঐতিহাসিকদের সত্যানুসন্ধানের ফলে। সিরাজদ্দৌলা নাটকে আমি শেষোক্ত ঐতিহাসিকদের নির্দ্দেশ মত সিরাজকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েচি।

রাজনীতিক যে পরিস্থিতিতে সিরাজ বিব্রত ও বিপন্ন হয়েছিলেন, বহু দেশের বহু নরপতিকে সেইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েচে। কেউ তা অতিক্রম করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেচেন, কেউ তা পারেন নি। সিরাজও পারেন নি। কেন পারেন নি? এইখানেই তাঁর স্বভাবের, তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা এসে পড়েছে। এইখানেই রয়েচে নাট্যকারের কাজ। আমি এই চরিত্র বিশ্লেষণ করেই দেখাতে চেয়েচি সিরাজের মত উদার স্বভাবের লোকের পক্ষে, তাঁর মত তেজস্বী, নির্ভীক, সত্যাশ্রয়ী তরুণের পক্ষে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়। বয়েস যদি তাঁর পরিণত হোতো, কুটনীতিতে তিনি যদি পারদর্শী হতেন,তাহলে মানুষ হিসেবে ছোট হয়েও শাসক হিসেবে তিনি হয়ত বড় হতে পারতেন। সিরাজের অসহায়তা, সিরাজের পারদর্শিতা, সিরাজের অন্তরের দয়া দাক্ষিণ্যই তাঁকে তাঁর জীবনের শোচনীয় পরিণতির পথে ঠেলে দিয়েছিল— তাঁর অক্ষমতাও নয়, অযোগ্যতাও নয়। অধিকাংশ বাঙালী চরিত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য। সিরাজ ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তাই তাঁর পরাজয়ে বাংলার পরাজয়-হলো। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী হোলো পতিত।

জাতির পক্ষে যা চরম ট্রাজেডি, তাই আমি সিরাজ-চরিত্র অবলম্বন করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েচি। দর্শকরা এবং রসিক সমালোচকরা যেভাবে নাটকখানি গ্রহণ করেচেন, তাতে আমার মনে হয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমি অনেকটা সাফল্য অর্জ্জন করেচি।

সিরাজদ্দৌলা যখন অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন সকলেরই সংশয় ছিল, এ নাটক

অদৌ অভিনীত হবে কি না—শাসকেরা এ নাটক অভিনয় করতে দেবেন কি না। কিন্তু শাসন-সংস্কারের ফলে এ দেশের শাসকমণ্ডলীর Angle of Vision যে অনেকটা বদলে গেছে, প্রযোজক প্রবোধচন্দ্র গুহ তা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বাঙ্গালা সরকারের অনুমতি সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন না। আর বলা বাহুল্য যে অনুমতি তিনি পেয়েছেন।

নানা শিল্পী তাঁদের সহযোগিতা দিয়ে এই নাটককে সফল করে তুলেছেন। স্নেহাস্পদ নজরুল গান ও সুর দিয়ে, সোদরোপম সতু সেন তাঁর পরিচালনা দিয়ে, আরো বহু রকমে বহু বন্ধু অযাচিত সাহায্য দানে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধে রেখেছেন। সকলের কাছেই আমি ঋণী রইলাম। ইতি—

৭ই শ্রাবণ ১৩৪৫
৮৪।১।২, গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বিনয়াবনত
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

চতুর্দ্দশ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

মুদ্রিত সিরাজদ্দৌলা নাটকের চতুর্দ্দশ সংস্করণে একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হোলো। পরিবর্ত্তনটি বিষয়-বস্তুতে নহে, নামে। নাটকে ফাদার লঙ চরিত্রটি কল্পনা-প্রসূত। সাম্রাজ্য বিস্তারে সাধারণত সাম্রাজ্যবাদীরা যে-ভাবে ধর্ম্ম প্রচারকদের নিয়োগ করত, তাই বোঝাবার জন্য চরিত্রটির অবতারণা করা হয়েচে। পরবর্ত্তীকালে ফাদার লঙ নামে এ-দেশে এক প্রাতঃস্মরণীয় ভারত-হিতৈষীর আবির্ভাব ঘটে। আমি যখন সিরাজদ্দৌলায় ফাদার লঙ নামটি ব্যবহার করি তখন আমার মনেই হয়নি যে, ভারত-হিতৈষী ফাদার লঙকে নিয়ে একটা প্রমাদ ঘটতে পারে। তাই ঘটেচে। অনেকে আমাকে পত্র লিখে জানতে চেয়েচেন যে, একজন ভারত-হিতৈষীকে আমি ভারতের অনিষ্টকারী বলে কেন প্রতিপন্ন করিচি। আমি যে তা করিনি তা আমার নাটকের এবং ভারত-হিতৈষী ফাদার লঙয়ের সময়ের ব্যবধান থেকেই বোঝা যায়; কল্পনায় ওই নামটি হঠাৎ এসে পড়েছিল। যা-হোক্, সংশয় যাতে না আর উপস্থিত হয়, তার জন্যে ফাদার লঙ নামটি বদলে ফাদার ট্রং করলাম। তাতে নাটকের কোন ক্ষতি হবে না। সিরাজদ্দৌলা নামটিও নাকি সিরাজুদ্দৌলা হওয়া উচিত। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন করলাম না। ইতি—

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নাট্যনিকেতন লিমিটেড্‌

প্রথম রজনী—২৯শে জুন ১৯৩৮

—গান ও সুর—
কাজী নজরুল

—নৃত্য—
নীহারবালা

প্রযোজক— শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ

পরিচালক— { শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীসতু সেন }

স্মারক— { পাঁচকড়ি সান্যাল, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য }

—মঞ্চাধ্যক্ষ—
শ্রীমাণিকলাল দে

—সঙ্গীতশিক্ষক—
শ্রীচারুচন্দ্র শীল

—সঙ্গত—

হারমোনিয়াম—শ্রীচারুচন্দ্র শীল
পিয়ানো—শ্রীরতনচন্দ্র দাস
সঙ্গীত—শ্রীবনবিহারী পান
বেহালা—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দে
বাঁশী—বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
চেলো—কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

—আলোকশিল্পী—
শ্রীসুধীর সুর
শ্রীশৈলেন

—আবহ সঙ্গীত—
শ্রীমধুসূদন আঢ্য
শ্রীমদনমোহন আঢ্য

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

সিরাজ—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
গোলামহোসেন—শ্রীরবি রায়
রাজা রাজবল্লভ—শ্রীমণি ঘোষ
রায়দুর্ল্লভ—শ্রীধীরেন চট্টোপাধ্যায়
আমীরচাঁদ—শ্রীযুগল দত্ত
মীরজাফর—শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
জগৎশেঠ—শ্রীকুঞ্জলাল সেন
মীরমদন—শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়
মীরণ—শ্রীনরেন চক্রবর্ত্তী
ইরিচ খাঁ শ্রীশরৎচন্দ্র সুর
মহম্মদী বেগ—শ্রীদেবীতোষ রায়চৌধুরী
ওয়াটস্—শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী
ডাঃ ফোর্থ—শ্রীদামোদর ভট্টাচার্য্য
ফাদার ইং—শ্রীনরেন চক্রবর্ত্তী
ম'সিয়ে লা—আদিত্য ঘোষ
সিনফ্রে—শ্রীপুণ্য সেন
ক্লাইভ—মিঃ জে গাঙ্গুলী

মুন্সী—শ্রীকালী গোস্বামী
নকীব—শ্রীধীরেন চট্টোপাধ্যায়
কারাধ্যক্ষ—শ্রীগিরিজাভূষণ মিত্র
জনতা—শ্রীশরৎচন্দ্র সুর, শ্রীহরিদাস ঘোষ, শ্রীরতন দাস, শ্রীসূর্য্য সেন, শ্রীকালী গোস্বামী, শ্রীনকুল দত্ত, শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।
রক্ষিগণ—বৈদ্যনাথ বাবু, গুপিনাথ বাবু, সুধীর ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য, মদন রায়, মদন দত্ত, কমল দাস, ক্ষেত্র মুখার্জ্জী, সতীশ দে ইত্যাদি।
আলেয়া—শ্রীমতী নীহারবালা
লুৎফা—শ্রীমতী সরযূবালা
ঘসেটী বেগম—শ্রীমতী নিরুপমা
ললিতা—শ্রীমতী সত্যবালা
মশালধারিণী—শ্রীমতী রাধারাণী

ইংরেজ নর্ত্তকীগণ :—ম্যাদাম ম্যাকনামারা
" বার্ণার ডো
" বিড্ডো
মিস্ জিলা
" হ্যারিসন
" ম্যারো স্মিথ

সিরাজদ্দৌলা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ হিরাঝিল প্রাসাদের দরবার কক্ষ। কক্ষটির ডাইনে, বাঁয়ে এবং পিছন দিকেও মোগলাই খিলানের বড় বড় দরজা। পিছন দিকে একটি মঞ্চ। সেই মঞ্চের উপরে সিংহাসন। মঞ্চ হইতে পিছনের দরজা দিয়া একটি প্রশস্ত বারান্দায় নামিয়া যাওয়া যায়। বারান্দায় বড় বড় থাম। দরবার কক্ষটি অন্ধকার। কিন্তু দরবার কক্ষের পিছনের দরজাগুলি দিয়া প্রাসাদের দ্বিতলের একটা অংশের বারান্দা দেখা যায়। সেই অংশটি আলোকাভাসিত। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে প্রহরীরা পাহারা দিতেছে। তাতার রমণী-প্রহরিণীরা হারেম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে আবার ফিরিয়া যাইতেছে। বাদ্য ও সঙ্গীতের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। সহসা একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। বাদ্য ও সঙ্গীত বন্ধ হইল। প্রহরীরা যেখানে ছিল সেইখান হইতেই কাহাকে যেন কুর্ণিশ করিল। বারান্দায় বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা দেখা দিলেন। ডাইনে, বাঁয়ে না চাহিয়া সোজা তিনি বারান্দার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন। সোজা আসিয়া অন্ধকার দরবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। Spot light দ্বারা তাঁহার গতিবিধি দেখাইতে হইবে। একটা করুণ কান্নার সুরে বাদ্য বাজিবে। সিরাজ সিংহাসনের পাশে স্থির হইয়া আছেন। মন্ত্রমুগ্ধবৎ কথা কহিতেছেন:

সিরাজ। বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান্ অধিপতি। তোমার শেষ উপদেশ আমি ভুলিনি, জনাব। ইউরোপীয় বণিকদের উদ্ধত ব্যবহার আমি সহ্য করব না। তোমার রাজ্যে আমি তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতেও দেব না। তুমি বলেছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের কিছুতেই প্রশ্রয় দিয়ো না। তুমি বলেছিলে সুযোগ পেলেই তারা এ-দেশ কেড়ে নেবে। আমি তাদের প্রশ্রয় দেব না। আমি বেঁচে থাকতে তোমার রাজ্যে তারা দুর্গ তৈরি করতে পারবে না, সৈন্য সমাবেশে সক্ষম হবে না।

আমার জন্যে, বাঙলার জন্যে, দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে তুমি চলে গেছ। রোগ-জীর্ণ দেহ ত্যাগ করেও তুমি আজ শান্তি পাও নি। তাই বুঝি তোমার এই নিশীথ-আহ্বান, তাই বুঝি উৎসবমুখর এ রাজপ্রাসাদের সকল আনন্দ তলিয়ে দিয়ে ভেসে আসে তোমার বুকের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস।

তোমার অন্তিম সময়ে তোমার সিংহাসন স্পর্শ করে যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম, আমরণ আমি তা পালন করব। তুমি শান্ত হও, প্রসন্ন হও!

ধীরে ধীরে হাঁটু গাড়িয়া সেখানে বসিলেন। একটা হাসির ধ্বনি শোনা গেল।

দাদুসাহেব! নবাব আলিবর্দ্দি! বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান্ অধিপতি!

সিংহাসনের উপর মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। Spot light অপসৃত হইল। করুণ বাদ্য বাজিতে লাগিল। তাহারই ভিতর শ্রুত হইল নূপুরগুঞ্জন। Spot light অন্যত্র পড়িল। দেখা গেল খোলা দরজা দিয়া একটি অবগুণ্ঠনবতী নারী প্রবেশ করিল। ভিন্ন সুরে ভিন্ন তালে বাজনা বাজিল। নৃত্যভঙ্গী সহকারে অবগুণ্ঠনবতী সিরাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সিরাজ তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রমণী আরও দূরে সরিয়া গেল। সিরাজ তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া গেলেন। রমণী তাহার নিকট হইতে দূরে যাইবার ছল করিয়া ধরা দিবার জন্য কাছে সরিয়া আসিল। কুর্ণিশ করিবার ভঙ্গী করিয়া দেহলতা যখন বাঁকাইল, তখনই সিরাজ বাহুপাশে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। উত্তেজনার অস্ফুট কণ্ঠস্বরে তিনি কহিলেন :

তুমি কে! কে তুমি!

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া গোলামহোসেন কহিল :

গোলামহোসেন। সিংহাসন থেকে কত দূরে সরে পড়েছেন, দেখুন জনাব!

সিরাজ চমকাইয়া মাথা ঘুরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন গোলামহোসেন কুর্ণিশ করিতেছে। যেমন উৎকট তাহার চেহারা, তেমনই উদ্ভট পোষাক। এক পায়ে প্যাণ্ট আর বুট, আর এক পায়ে মোগলাই পাজামা আর নাগরা। দেহের এক অর্দ্ধে ইংলিশ কোট আর এক অর্দ্ধে নামাবলির মেরজাই। গলায় কণ্ঠি, নাকে তিলক, মাথায় অর্দ্ধেক টপ-হ্যাট আর

অর্দ্ধেক ফেজ। গোঁফ কামানো আর চাপ দাড়ী। প্রকাণ্ড এক গোছা টিকি। গোলাম-হোসেনকে দেখিয়া রমণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সিরাজ তাহার চোখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন :

সিরাজ। বড় মিষ্টি তোমার হাসি।

গোলামহোসেন। হাঁ, আলিবর্দ্দীর দীর্ঘশ্বাসের মত মর্ম্মভেদী নয়!

সিরাজ তাহার দিকে মাথা ঘুরাইয়া কহিলেন :

সিরাজ। চুপ রও নফর।

গোলামহোসেন। (কুর্ণিশ করিয়া) জো হুকুম জাঁহাপনা!

সিরাজ। তোমার নাম? তোমার পরিচয়?

আলেয়া। নাম আর পরিচয় কলঙ্কের কালিমায় ঢাকা পড়ে রয়েছে।

গোলামহোসেন। সবই ঢাকা পড়েছে, পড়ে নি শুধু মনের আগুন। তাতেই জলচে আবার জ্বালিয়েও তুলচে।

সিরাজ। কি বলে তোমায় ডাকব?

আলেয়া। আলেয়া বলে ডাকবেন জাঁহাপনা।

সিরাজ। হারেমে তুমি কতদিন এসেছ?

আলেয়া। হারেমে ত আমার ঠাঁই নয়।

সিরাজ। তবে তুমি এখানে এলে কি করে?

আলেয়া। ওই দোর দিয়ে।

সিরাজ। প্রাসাদে প্রবেশ করলে কেমন করে?

সিরাজ ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে চাহিলেন

আলেয়া। তা বলে দিলে আমারই ক্ষতি হবে। আমি তা বলব না।

সিরাজ। তোমার সাহস ত বড় কম নয়!

আলেয়া। বুঝতে বড় বেশি দেরি হ'লো, জনাব।

সিরাজ। গোলামহোসেন!

গোলামহোসন ছুটিয়া সিরাজ আর রমণীর মধ্যবর্ত্তী জায়গায় গিয়া দাঁড়াইয়া কুর্ণিশ করিল :

গোলামহোসেন। জনাব!

সিরাজ। হারেমের হাবসী-প্রতিহারিণী!

গোলামহোসেন। তার সামে আমি যেতে পারব না হুজুর! ভয়ে আমার পীলে চমকে ওঠে!

সিরাজ। সেই প্রতিহারিণী একে হারেমের কারাগারে বন্দিনী করে রাখবে, চাবকে এর পিঠের ছাল তুলে নেবে! পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক এই নারী নিশ্চিত আমার কোন শত্রুর গুপ্তচর।

গোলামহোসেন। পরিচিত প্রকাশ্য শত্রু-চরদের সাজা দিতে পারচেন না বলেই কি এই নারী-নিগ্রহ করতে চান, জনাব?

সিরাজ। নফর!

গোলামহোসেন। আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কথা বলচি নে জনাব, আমি বলচি মীরজাফর-রাজবল্লভ কোম্পানীর কথা।

রমণী আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সিরাজ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তারপর দ্রুত তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন

সিরাজ। এমন মিষ্টি হাসি তুমি কেমন করে হাস?

আলেয়া। হারেমে এমন হাসি কখনো কি শোনেন নি, জনাব?

সিরাজ। না।

আলেয়া। কোন নর্ত্তকীর? কোন বেগমের?

সিরাজ কঠোর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন

মার্জ্জনা করবেন জাঁহাপনা, বেগমদের সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে আমি অপরাধ করিচি।

সিরাজ। না। তুমি কোন অপরাধ কর নি। বেগমেরা হাসতে জানে না, হারেমের নর্ত্তকীরাও না। তোমার হাসি শোনবার আগে আমি মনে করতাম মুর্শিদাবাদে, শুধু মুর্শিদাবাদে কেন, সারা বাংলা দেশে কেউ হাসতে জানে না। বাঙালী জানে শুধু কাঁদতে। দিক থেকে

দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয় শুধু রোদনধ্বনি ! আমি আর তা শুনতে পারি না, আমি আর তা সইতে পারি না !

সিরাজ চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন

আলেয়া। দেশব্যাপী এই কান্নার কারণ কি জাঁহাপনা ?

সিরাজ। কি কারণ ? আমার অত্যাচার ? আমার অবিচার ?

আলেয়া। আমি ত তা বলি নি, জাঁহাপনা।

সিরাজ। লোকে বলে ?

আলেয়া। তা অস্বীকার করতে পারি না।

সিরাজ। মিথ্যা লোকাপবাদ যদি বাংলার সুখশান্তি নাশের কারণ হয়ে ওঠে, তার জন্যে ত আমি দায়ী নই সুন্দরী। আজ বর্গীর আক্রমণ প্রতিহত, দেশে শান্তি বিরাজিত, প্রজাদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই। তবু কেন তারা কাঁদবে ? কি তাদের দুঃখ ? কি তাদের অভিযোগ ?

গোলামহোসেন। (ছুটিয়া আসিয়া) জনাব, জাঁহাপনা, বেগম-সাহেবা এই দিকেই আসচেন।

চারজন মশালধারিণী এবং সহচরীদের লইয়া বেগম লুৎফাউন্নিসা দরবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আলেয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিল

সিরাজ। তুমি ! এসময়ে, এখানে ?

লুৎফা। হারেম থেকে আপনি বেরিয়ে এলেন আর ফিরলেন না, তাই···

সিরাজ। তাই ভয় হ'লো আর হয় ত ফিরব না ? একদিন আসবে যেদিন হারেম ছেড়ে, তোমাকে ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে সেইখানেই চলে যেতে হবে—যেখান থেকে মানুষ আর ফেরে না। সেদিন আসতে হয় ত দেরি আছে লুৎফা !

লুৎফা। নবাব !

বেগমের চোখে জল ভরিয়া উঠিল। নবাব কহিলেন :

সিরাজ। সেদিন দূরে জেনেও তুমি কাঁদচ ?

লুৎফা। হারেমে চলুন জাঁহাপনা।

সিরাজ। হারেম থেকে কেন বেরিয়ে এলাম, জান?

লুৎফা। আমরা নবাবকে শান্তি দিতে পারি না বলে।

সিরাজ। হারেমের নর্ত্তকীদের নীরস গান শুনে, কুৎসিত নাচ দেখে আমি ঝিমিয়ে পড়েছিলাম! হঠাৎ যেন শুন্তে পেলাম দাদুর কণ্ঠস্বর। ছুটে এলাম এইখানে। আমি যেন দেখতে পেলাম সিংহাসনে তিনি বসে রয়েচেন, তাঁর চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। আমি তাঁকে বোঝাতে চাইলাম, আমি কর্ত্তব্য-বিমুখ হব না। কে যেন হেসে উঠল। চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দাদু নেই, সিংহাসন শূন্য!

লুৎফা। আপনার শরীর আজ সুস্থ নেই জাঁহাপনা।

সিরাজ। শুধু আজই এমনটি হ'লো না, লুৎফা। আগে তুমি জান্তে পার নি। রাতের পর রাত আমাকে এম্নি করে ছুটে আসতে হয়েচে, এম্নি করেই শোনাতে হয়েচে আমার সঙ্কল্পের কথা। কিন্তু লুৎফা, তবুও সেই আকুল আহ্বানের বিরাম নেই; নিশির-ডাকের মতোই আমায় টেনে আনে এই দরবারে, ওই সিংহাসনের পাশে।

আলেয়া। (অন্ধকার হইতে) শুধু মুখের কথাতে কাজের দাবী পূর্ণ হয় না জাঁহাপনা! তাই ওই আহ্বানের বিরাম নেই।

লুৎফা। কে! কে কথা কইছে নবাব? আলো! আলো!

মশালধারিণী অগ্রসর হইল

দরবারের সব আলো জ্বেলে দাও।

আলেয়া। (আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়া কুর্ণিশ করিয়া) আমায় অনুমতি দিন বেগেমসাহেবা।

অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মশালধারিণীর হাত হইতে একটি মশাল লইয়া দেয়ালগিরির দিকে অগ্রসর হইল

সিরাজ। শোন।

আলেয়া ফিরাইয়া দাঁড়াইল

লুৎফা। কে জাঁহাপনা?

গোলামহোসেন। কোন নারীকেই কোন পুরুষ কখনো চেনে না বেগমসাহেবা—নবাবও চেনেন নি।

আলেয়া সিরাজের সামে আসিয়া দাঁড়াইল

আলেয়া। কোন আদেশ আছে জাঁহাপনা?

সিরাজ। দরবারের আলো জ্বালাতে চাও তুমি কোন্ অধিকারে?

আলেয়া। অধিকার? কিছুই নেই। তবু নিজে বেছে নিয়েচি এই কাজ। আঁধার দেখলেই আলো জ্বালব, হাসি দিয়ে দুশ্চিন্তা দূর করব, চঞ্চল চরণে ছন্দ টেনে এনে জড়তা ঘুচিয়ে দোব।

নাচের ভঙ্গিতে কুর্ণিশ করিয়া সে আলো জ্বালিতে গেল। এক একটি করিয়া আলো জ্বালে আর আলোর গান গায়

আমি আলোর শিখা
ফুটাই আঁধার ভবনে দীপ-কলিকা।
নিশ্চল পথে আমি আনন্দ-ছন্দ,
অন্ধ-আকাশে জ্বালি রবি তারা চন্দ্র,
আমি ম্লান মুখে হাসির যুঁই-কণিকা॥

লুৎফা। এটি কি নবাবের নতুন আমদানি?

সিরাজ। দয়া করে নিজেই এসেচেন—আমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেন নি।

লুৎফা। দরবার কক্ষে নৃত্যবিলাস এই-ই প্রথম জাঁহাপনা।

সিরাজ। নিশীথ-রাতে দরবারে বেগমের আবির্ভাবও এই-ই প্রথম বেগমসাহেবা।

লুৎফা। বেগমের ব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় নি!

সিরাজ। পেলেও বিস্মিত হতাম না। এই দরবারে, ওই সিংহাসনে বসে, অনেক উদ্ধত রাজপুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা দিনের পর দিন আমি সহ্য করিচি। মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, ইংরেজ ওয়াটস্...

উত্তেজনা দমন করিয়া কহিলেন :

থাক্ সে-সব কথা। ওই নর্ত্তকী শুধু আলো জ্বালবার অনুমতি চেয়েচে ; শৃঙ্খলা-ভঙ্গ করে নি।

লুৎফা। হারেমের প্রতিহারিণীকে ডেকে পাঠাব ?

সিরাজ। কেন ?

লুৎফা। ওই নর্ত্তকীর জন্য একটি কক্ষ দেখে দেবে।

সিরাজ। বেগমসাহেবার অশেষ দয়া। কিন্তু হারেমে ওর স্থান নয়।

লুৎফা। তবে কি বেগম-মহল ?

সিরাজ। তাও নয়।

লুৎফা। তা হলে কি এই দরবারের শোভা হয়েই উনি থাকবেন ?

সিরাজ। ওর কথা শুনে মনে হয় দরবারে আসন পাবার যোগ্যতাও ওর আছে।

লুৎফা। শুনিচি এ দরবার বীর মীরজাফরের, বিচক্ষণ রাজবল্লভের, ধনকুবের জগৎশেঠের আসন টলে উঠেচে। নবাব কি এখন থেকে ওই নর্ত্তকীর মতো নারীদের নিয়েই দরবার বসাবেন।

সিরাজ। বেগমসাহেবা দেখচি রাজনীতির সকল খবরই রাখেন !

লুৎফা। নবাব মনে করেন বাঁদী আমরা, বাঁদীর মতোই পড়ে থাকি !

সিরাজ। হাঁ, বেগমসাহেবা রাজনীতির সকল খবরই রাখেন—শুধু এই খবর রাখেন না যে, এ রাজ্যের বীর সেনাপতিরা, বিচক্ষণ মন্ত্রীরা, দিন রাত ষড়যন্ত্র করচেন নবাবকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে পথের ভিখারী করে ছেড়ে দিতে !

লুৎফা। না, না !

সিরাজ। রাজনীতির এতবড় খবরটা বেগমসাহেবা আজও সংগ্রহ করিতে পারেন নি ?

লুৎফা। তবে যে ওরা বলে···

সিরাজ। বলে সকলেই আমার পরম হিতৈষী···শুধু অত্যাচারী, অনাচারী আমিই সকলের সব উপদেশ উপেক্ষা করে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েচি ?

লুৎফা। তাই ত ওরা বলে···

সিরাজ। ওরা যা বলে, বেগমসাহেবা তাই সরল মনে বিশ্বাস করেন ; দুষ্ক্রিয়ায় রত নবাবের, তাঁর অযোগ্য স্বামীর, কোনো কথায় কর্ণপাতও করেন না। ·এই ভাগ্য নিয়েই আমি বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা হয়েচি !

লুৎফা। নবাব ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন ! কিছু না জেনে, না বুঝে ও সব কথা বলে আমি নবাবকে ব্যথা দিয়েচি।

সিরাজ তাহাকে কাছে টানিয়া তাহার দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন :

সিরাজ। চারিদিকে শত্রু লুৎফা। হারেমে, প্রাসাদে, নগরে, পল্লীতে সিরাজের শত্রুর শেষ নাই। আমাকে আত্মরক্ষার জন্ম সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। এ-সময়ে তুমি যদি আমার উপর বিশ্বাস হারাও, তুমি যদি মনে কর তোমার স্বামী অক্ষম, রাজ্য রক্ষায় অসমর্থ, :তা হলে সান্ত্বনার ঠাঁই আমি কোথায় পাই !

লুৎফা। আমি আর কারু কোন কথা শুনব না।

সিরাজ। হাঁ, শুনো না ! শুধু আমারই ওপর আস্থা রেখো। কেমন ?

লুৎফা। নবাব, আমাকে হারেমে যেতে অনুমতি দিন।

সিরাজ আলেয়ার দিকে ফিরিয়া কহিলেন :

সিরাজ। তুমি একটুকাল অপেক্ষা কর। এস লুৎফা।

বেগমকে ধরিয়া লইয়া সিরাজ দরবার কক্ষের পিছন দিকে গেলেন। আলেয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিল। গোলামহোসেন সাম্নে দাঁড়াইল

গোলামহোসেন। কেমন দেখলে ?

আলেয়া। কাকে ?

গোলামহোসেন। বেগমকে ?

আলেয়া। বেগমরা যেমন হয়ে থাকে। মোমে গড়া পুতুল। একটু তাপ লাগলেই গলে যায়।

গোলামহোসেন। ঘসেটি বেগমকে দেখেচ ?

আলেয়া। না।

গোলামহোসেন। দেখো। বেগম সম্বন্ধে তোমার মত বদলে যাবে।

আলেয়া। বেগম সম্বন্ধে বিচার করতে আমি এখানে আসি নি।

গোলামহোসেন। যাঁর জন্যে এসেচ, তাঁকে কেমন লাগল ?

আলেয়া। তাঁকে ত আজ নূতন দেখলাম না পুরন্দর।

গোলামহোসেন। চুপ! ও নাম উচ্চারণ ক'রো না। কেউ জানে না। জানলে কোতল করবে। সবাই জানে আমি গোলামহোসেন, পাগল। তাই জেনে তারা নিশ্চিন্ত থাকে।

আলেয়া। তোমার এই অদ্ভুত পোষাক দেখে তারা কি বলে ?

গোলামহোসেন। নির্ব্বোধরা কিছুই বোঝে না, শুধু হাসে। ফরাসী, ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ-ওলন্দাজ, হিন্দু-মুসলমান, সবাই মিলে বাঙালীর যে হাস্যকর রূপ ফুটিয়ে তুলচে, তা দেখিয়ে দিয়েও তাদের বোঝাতে পারি না। তারা ভাবে পাগলের খেয়াল, বোঝে না যে আজকার বাঙালীর সত্যিকারের রূপই এই।

আলেয়া। সকলের পরিহাস, অযোগ্যের আস্ফালন, সয়েও তুমি এখানে এই ভাবে পড়ে রয়েচ কেন ? নবাবকে তুমি কি এত ভালবাস ?

গোলামহোসেন। নবাবকে ভালবাসি বলেই কি ?

আলেয়া। তবে ?

গোলামহোসেন। ভালবাসি আমার বাংলাকে।

আলেয়া। বাংলাকে যদি ভালবাসো, তা হলে এখানে এমন করে পড়ে রয়েচ কেন ?

গোলামহোসেন। সারা বাংলা ঘুরে এসেচি ভাই। পুণ্যবান লোক দেখিচি, দয়ালু দাতা দেখিচি, শক্তিমান বীরও দেখিচি ; কিন্তু দেশ-প্রেমিক একটিও দেখি নি।

আলেয়া। একটিও না ?

গোলামহোসেন। একটিও না। পুণ্যবতী রাণী ভবানীকে দূর থেকে প্রণাম করলাম, নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোতিঃ চোখ ভরে দেখে এলাম, পাটনার জানকীরামের প্রভুভক্তির পরিচয় পেয়ে প্রীত হলাম। কিন্তু দেশভক্ত একটিও দেখলাম না।

আলেয়া। তাই হতাশ হয়ে এই জীবন বরণ করে নিলে ?

গোলামহোসেন। ঘুরতে ঘুরতে রাজধানীতে এলাম। টাকা নেই যে, তার জোরে প্রাসাদে ঠাঁই করে নোব ; শক্তি নেই যে, তারই দাপট দেখিয়ে দরবারে আসন গ্রহণ করবো। তাই এই ভাঁড়ের ভেক নিলাম। কীল, চড়, লাথি, নিত্য দু'দশ গণ্ডা হজম করতে হয় সত্য কিন্তু গতি আমার সর্ব্বত্রই অবাধ।

আলেয়া। এখানে এসে কি দেখলে ?

গোলামহোসেন। দেখলাম বড় বড় সেনাপতি, রাজা, উজীর সবাই স্বার্থের সন্ধানে উন্মাদ। শুধু একটি লোক, স্বার্থেরই খাতিরে, বাংলার স্বাধীনতা, বাংলার মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করচে। সে হচ্ছে বাংলার এই হতভাগ্য নবাব। বাংলার জন্যেই বাংলার নবাবের প্রেমে পড়লাম, ব্যক্তিটির জন্যে নয়।

আলেয়া। আর আমি ?

গোলামহোসেন। তুমি ব্যক্তিটির রূপেই মজেছ। তুমি মরেচ।

আলেয়া। এ মরণেও সুখ আছে।

গোলামহোসেন। ভুল করলে ভাই। মরণে সুখও নেই, দুঃখও নেই ; মরণ নির্ব্বাণ। নিরঞ্জন স্বামীকে মনে আছে।

আলেয়া। না। সে সব স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেছি।

গোলামহোসেন। মোহনলাল আর আমি তাঁরই কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম। আজ মোহনলাল আমাকে চিনতে পারে না।

আলেয়া। আমাকেও না।

গোলামহোসেন। চুপ, ওই নবাব আসছেন।

দূরে সিরাজকে দেখা গেল।

সিরাজ। (দূর হইতে) নফর!

গোলামহোসেন। (দৌড়াইয়া কাছে গিয়া) জনাব!

সিরাজ। ঔরৎ কভি নেহি দেখা? (কান ধরিয়া নাড়া দিলেন)

গোলামহোসেন। জনাব, এইসী ঔরৎ কভী নেহি দেখা।

সিরাজ। উধার ঠারো উল্লু।

গোলামহোসেন বারান্দায় চলিয়া গেল। সিরাজ আলেয়ার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন :

সিরাজ। তার পর সুন্দরী!

আলেয়া। আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছি।

সিরাজ। আমার আদেশে তুমি আনীত হও নি, স্বেচ্ছায় এসেচ।

আলেয়া। এসেচি আমার অন্তরের আদেশে।

সিরাজ। নবাব সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে তুমি কি একেবারে অজ্ঞ?

আলেয়া। কেন জাঁহাপনা?

সিরাজ। তোমার অসঙ্কোচ ব্যবহার দেখে এই প্রশ্নই বার বার আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে।

আলেয়া। সঙ্কোচ, সংশয়, ভয়, সব কাটিয়েই ত এখানে এসেচি।

সিরাজ। তোমার কোন ভয় নাই?

আলেয়া। না।

সিরাজ। কেন! তুমি কি শোন নি, নবাব সিরাজদ্দৌলা নারীর সম্ভ্রমের কোন মর্য্যাদাই দেয় না?

আলেয়া। শুনিচি।

সিরাজ। তুমি কি শোন নি, নারীত্বের চরম লাঞ্ছনায় নারী যখন ডুক্‌রে কাঁদে, সিরাজ তখন আনন্দে হাসে?

আলেয়া। তাও শুনিচি।

সিরাজ। তুমি কি শোন নি, সিরাজের ছায়া যেখানে পড়ে সেখানকার ঘাস পুড়ে যায়, জল শুকিয়ে যায়, মাটি তেতে ওঠে?

আলেয়া। অতটা শুনি নি জাঁহাপনা।

সিরাজ। আমি তাও শুনেচি। তুমি সব শুনেও আমার সাম্নে আসতে সাহস পেলে? বিচিত্রা বালিকা তুমি!

আলেয়া। আমি সে-সব কথা বিশ্বাস করি নি।

সিরাজ। বিশ্বাস কর নি!

আলেয়া। না জাঁহাপনা।

সিরাজ। কেন?

আলেয়া। ও-সব শত্রুর রটনা আমি জানি।

সিরাজ। তুমি জান?

আলেয়া। জানি জাঁহাপনা। ওই সিংহাসনের ওপর লোভ রয়েচে অনেকের। কিন্তু শক্তির পরিচয় দিয়ে সিংহাসন অধিকার করবার সাহস যাদের নেই, তারাই প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্যে এই কুৎসা রটায়।

সিরাজ। আমার এমন একটি সুহৃৎ আছে তা ত জান্তাম না।

আলেয়া। আরো আছে জাঁহাপনা।

সিরাজ। আছে! তারা বিশ্বাস করে, যত কালি আমার গায়ে মাথা, তার সবটাই আমার অঙ্গ ফুটে বেরোয় নি, কিছু বাহির থেকেও ঢেলে দেওয়া হয়েচে?

আলেয়া। বিশ্বাস করে।

সিরাজ। তুমি বল, তুমি কে? বল, কেন এখানে এসেচ?

আলেয়া। আমি কে, তা আর একদিন বলব জনাব। কেন এসেছি তাই শুনুন।

সিরাজ। বেশ। তাই বল।

আলেয়া। কাশিমবাজারের কুঠীর কোন খবর রাখেন জনাব?

সিরাজ। কাশিমবাজারের কুঠী! তুমি সেখানকার খবর পেলে কেমন করে?

আলেয়া। আমার যে সেখানে নিমন্ত্রণ রয়েচে।

সিরাজ। কাশিমবাজার কুঠীতে তোমার নিমন্ত্রণ!

আলেয়া। হাঁ, জল্‌সায়। সেখানে আমাকে নাচতে হবে, গাইতে হবে।

সিরাজ। আমার নিমন্ত্রণ হলে আমি খুসি হতাম। তোমার নাচ দেখতাম, গান শুনতাম। কিন্তু আমার ত নিমন্ত্রণ হয় নি।

আলেয়া। মীরজাফরের হয়েচে!

সিরাজ। সিপাহসালার ভাগ্যবান!

আলেয়া। রাজবল্লভেরও হয়েচে।

সিরাজ। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলার কোন জলসাই জমে না।

আলেয়া। জগৎশেঠও নিমন্ত্রিত।

সিরাজ। ধনকুবেরের প্রীতি সকলেই কামনা করে সুন্দরী।

আলেয়া। কলকাতা থেকে আমিরচাঁদও এসেচে।

সিরাজ। সেই পাঞ্জাবীকে ইংরেজরা বরাবরই স্নেহের চোখে দেখে। আদর করে উমিরচাঁদ বলে ডাকে।

আলেয়া। ম'সিয়ে লা উপস্থিত থাকতে পারেন!

সিরাজ। হুঁ। ওয়াটস্ দেখ্‌ছি খুব বড় জাল ফেলেচে!

আলেয়া। এ জাল যে গুটিয়ে তুলতে পারবে···

সিরাজ চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন:

সিরাজ। সে-ই জয়ী হবে? কেমন?

আলেয়া কোন জবাব দিল না। শুধু নবাবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুকাল দুজনেই নীরব। তারপর নবাব হাসিয়া কহিলেন:

নিমন্ত্রণ আমারও হয়েচে, সুন্দরি! কাসিমবাজার জলসায় তোমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে।

আলেয়া। আরো একটা খবর আছে জনাব।

সিরাজ। আলেয়া!

আলেয়া। জাঁহাপনা।

সিরাজ। বাংলার নবাব শুধু বিলাস-ব্যসনেই দিন কাটায়, একথা দেখচি তুমিও বিশ্বাস কর।

আলেয়া। না, জাঁহাপনা।

সিরাজ। নইলে কেমন করে বিশ্বাস কর যে, তুমি যে খবর রাখ বাংলার নবাবের তা রাখবার অবসর নেই?

আলেয়া। আমি ভেবেছিলাম নবাবের শত্রুপক্ষ এ সব সংবাদ সযত্নে গোপন রাখবে।

সিরাজ। চেষ্টা করলেই কি সব কথা গোপন রাখা যায়? এই যে তুমি তোমার পরিচয় গোপন রাখবার এত চেষ্টা করলে। পারলে?

আলেয়া। আমার পরিচয়ও কি আপনি পেয়েচেন!

সিরাজ। পেয়েচি বৈকি! অস্বীকার করতে পার তুমি গুপ্তচর?

আলেয়া। নবাব!

সিরাজ। যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, তারা ভেবেচে, নারীর মুখ দেখে

আমি গলে যাব। তাদের গতি-বিধি সম্বন্ধে কতটুকু খবর রাখি, কৌশলে তাই জেনে নিয়ে তুমি তাদের সব বলে দেবে। আমাকে তারা ভাল করে জানে বলেই বিলকুল ভুল করে নি। তোমার মুখ দেখে আমি একেবারে গলে না গেলেও মুগ্ধ হয়েচি। তাই তোমাকে ত আমি ছেড়ে দেব না। আমার হারেমেই রেখে দোব। খবর নিয়ে তাদের কাছে তুমি আর ফিরে যেতে পারবে না।

আলেয়া। নবাব!

সিরাজ। সঙ্কোচ, সংশয়, ভয়, সব কাটিয়েই নাকি তুমি এখানে এসেচ!

আলেয়া। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার শত্রুপক্ষের গুপ্তচর নই।

সিরাজ। তা হলে মিত্রপক্ষে থাকতে এত ভয় কেন?

আলেয়া। বাইরে আমার অনেক কাজ রয়েছে জাঁহাপনা!

সিরাজ। আজ থেকে তোমার কাজের সব ভার নবাব নিজে নিলেন।

আলেয়া নবাবের পায়ের কাছে পড়িয়া করজোড়ে কহিল :

আলেয়া। মিথ্যা সন্দেহে আমার প্রতি অবিচার করবেন না জাঁহাপনা! জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা, আমাকে সইতে হয়েচে; কলঙ্ক কালিমায় নাম পরিচয় সবই ঢাকা পড়েচে। বেঁচে থাকবার একটু গৌরব-বোধ এখনও অবশিষ্ট রয়েচে। গুপ্তচরের কলঙ্ক দিয়ে তাও নষ্ট করে দেবেন না জাঁহাপনা! শুধু এইটুকু দয়া আপনি করুন।

সিরাজ কিছুকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন :

সিরাজ। ওঠ।

আলেয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

তুমি অত্যন্ত গুরুতর সব খবরের সন্ধান রাখ। আমার শত্রুরা মনে করে এ সব খবর আমি রাখি না। তোমাকে বাইরে যেতে দিলে তুমি তাদের

বলে দেবে যে নবাবের অজানা কিছুই নেই! এমন অবস্থায় তোমাকে কি আর আমি প্রাসাদের বাইরে যেতে দিতে পারি?

আলেয়া কি বলিবে কি করিবে স্থির করিতে পারিল না

বল, পারি আমি?

আলেয়া। আপনার সন্দেহ না দূর হ'লে আপনি তা পারেন না।

সিরাজ। তবে?

আলেয়া। কিন্তু আমি বাইরে যেতে না পারলে আপনারই ক্ষতি হবে, জনাব।

সিরাজ। বল কি ক্ষতি?

আলেয়া। প্রাসাদের বাইরে একদল লোককে সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হয় নবাবের শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করতে।

সিরাজ। তুমি বলতে চাও, তুমি তাদেরই একজন।

আলেয়া। তাই যদি বলি?

সিরাজ। প্রমাণ চাইব।

আলেয়া হতাশ হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল

প্রমাণ দিতে না পারলে বুঝব, তুমি বাচালতা করে আমায় ভোলাতে চাইছ। আর আমি যে নিরেট নির্ব্বোধ নই, তাই বুঝিয়ে দেবার জন্যে তোমার শাস্তিরও ব্যবস্থা করব।

আলেয়া। প্রমাণ আমি দিতে পারি। কিন্তু সে প্রমাণ আমার মৃত্যু-তুল্য হবে জাঁহাপনা।

সিরাজ। প্রমাণ না দিলে গুপ্তচরের শাস্তি যে মৃত্যু, তাই আমি তোমায় দেব।

আলেয়া। (হাসিয়া) মৃত্যু!

সিরাজ। হাঁ প্রগল্‌ভে, বাংলার নবাব পরিহাসের পাত্র নয়!

দ্রুত পায়চারী করিতে লাগিলেন

আলেয়া। আমি প্রমাণ দেব। মন্ত্রী মোহনলাল আমার পরিচয় জানেন।

সিরাজ। মোহনলাল!

ছুটিয়া আলেয়ার কাছে আসিলেন

আলেয়া। হাঁ।

সিরাজ। গোলামহোসেন!

গোলামহোসেন ছুটিয়া আসিল

গোলামহোসেন। জনাব!

সিরাজ। মোহনলাল।

গোলামহোসেন চলিয়া গেল

সিরাজ। মোহনলালের সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়।

আলেয়া মুখ ঘুরাইয়া নতমুখে দাঁড়াইল

কি জবাব দেবে তাই ভাবছ? এখনও ছলনার প্রয়াস!

আলেয়া। ছলনায় আমি অভ্যস্ত নই, জাঁহাপনা।

সিরাজ। তবে বল, মোহনলালের সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

আলেয়া। সে কথা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন জাঁহাপনা।

সিরাজ। তোমার নিজের মুখেই তা বলতে হবে।

আলেয়া। আমার কোন কথা ত আপনি বিশ্বাস করেন না।

সিরাজ। তার কারণ আমি জানি নারী ছলনাময়ী।

আলেয়া। নবাব অনেক কিছু জানেন যা সত্য নয়।

সিরাজ। তোমার কথা যদি সত্য না হয়, তা হলে স্থির জেনো তোমার মৃত্যু মোহনলালও রোধ করতে পারবে না।

আলেয়া। মৃত্যুর ভয়ে আমি ভীত নই, জাঁহাপনা।

সিরাজ। তা হলে মৃত্যুদণ্ড দোব শুনেই প্রমাণ দিতে সম্মত হলে কেন?

আলেয়া। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন, তা সইতে পারব না বলে।

সিরাজ। আমি তোমাকে ভুল বুঝলে তোমার কি এসে যায়?

আলেয়া। আপনি আমাকে শাস্তি দিন; আর প্রশ্ন করবেন না।

মোহনলাল আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল

সিরাজ। এই যে মোহনলাল! এই বালিকাকে চেন?

আলেয়া মুখ নীচু করিল

ভাল করে চেয়ে দেখ। তোমার জবাবের ওপর এর বাঁচা-মরা নির্ভর করে। মুখ তুলে মোহনলালের দিকে চাও।

আলেয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তস্বরে কহিল:

আলেয়া। আমি পারব না, পারব না। আমায় আপনি শাস্তি দিন।

মোহনলাল কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া কঠোর হইয়া কহিল:

মোহনলাল। আমি একে চিনি না জাঁহাপনা।

আলেয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল

সিরাজ। মোহনলালের কথা শুনে কেঁদে উঠলে কেন? মৃত্যু ভয়ে তুমি নাকি ভীতা নও?...গোলামহোসেন!

গোলামহোসেন। জনাব!

সিরাজ। প্রতিহারী।

গোলামহোসেন চলিয়া গেল

দুঃসাহস এই বালিকার মোহনলাল যে, গোপনে প্রাসাদে প্রবেশ করে রূপের মোহ বিছিয়ে ও আমার কাছ থেকে গোপন-সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে চায়। তুমি আমার বিশ্বাসী জেনেও তোমাকে আমার সন্দেহ-ভাজন করতে চায়। অসঙ্কোচে ও বল্লে মোহনলাল, যে তুমি ওকে চেন, ওর পরিচয় জান।

প্রতিহারী প্রবেশ করিল

নিয়ে যাও একে। আজকের রাতটা কারাগারে রেখে দাও। কাল ভোরে প্রকাশ্যে রাজপথে গুলি করে মারবে। ঘোষণা করে দেবে নবাবের আদেশে গুপ্তচরকে সাজা দেওয়া হয়েচে। যাও।

নবাব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। প্রতিহারীর ইঙ্গিতে দুইজন দেহরক্ষী সৈনিক আলেয়ার দুইধারে দাঁড়াইল। আলেয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। একবার সিরাজের দিকে আর একবার মোহনলালের দিকে চাহিল। তারপর কহিল :

আলেয়া। চল, কোথায় যেতে হবে।

রক্ষীদের অনুগমন করিল। গোলামহোসেন তাদের পথ রোধ করিল

গোলামহোসেন। দাঁড়াও বাবা-সব, একটুখানি দাঁড়াও। নবাবের নিমকের দক্ আছে তা জানি, কিন্তু কাজের এই উৎসাহ আগে ত কখনো দেখি নি।

সিরাজ। গোলামহোসেন!

গোলামহোসেন। জনাব, মোহনলাল ওকে চেনেন!

সিরাজ। মোহনলাল!

মোহনলাল। আমি মিথ্যা বলেছিলাম জাঁহাপনা।

সিরাজ। আমার কাছে মিথ্যা বলেছিলে! তোমারও স্পর্দ্ধা কম নয় মোহনলাল!

গোলামহোসেন। জনাব, মোহনলাল সত্য কথা বলবেন। আগে ওই রক্ষীদের যেতে বলুন।

সিরাজ। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এ সবই কি স্বপ্ন?

গোলামহোসেন। আগে ওদের যেতে আদেশ দিন জনাব।

সিরাজ তাহাদের দিকে ফিরিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন

গোলামহোসেন। এইবার সত্য কথা বল মোহনলাল।

মোহনলাল। জনাব, আমি ওকে চিনি! ও আমার ভগ্নী।

সিরাজ। তোমার ভগ্নী, নর্ত্তকী!

মোহনলাল। পর্ত্তুগীজ এক দস্যু ওকে অপহরণ করে। নিজের বুদ্ধির বলে ও পালিয়ে আসে। কিন্তু সমাজে ঠাঁই পায় না।

সিরাজ। তাই কি পেটের দায়ে ও গুপ্তচরের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে?

মোহনলাল। গুপ্তচর ও নয় জাঁহাপনা। প্রাসাদের বাইরে নবাবের

হিতৈষী যে সামান্য কটি নরনারী আছে, ও তাদেরই একজন। শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ও আমাদের জানায়। ওর সব গেছে জাঁহাপনা, কিন্তু দেশপ্রেম যায় নি।

সিরাজ একবার আলেয়ার আর একবার মোহনলালের দিকে চাহিলেন

সিরাজ। তবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়েছিলে কেন?

মোহনলাল। লজ্জায়।

সিরাজ। আশ্চর্য্য লজ্জাবোধ তোমার মোহনলাল! তোমার ভগ্নী, নিজের দোষে নয়, দুর্ব্বৃত্তের হাতে পড়ে, আজ গৃহহারা, সর্ব্বহারা; আর তুমি দরবারের একজন পদস্থ ব্যক্তি, সেই ভগ্নীকে আশ্রয়ও দাও নি—তার সঙ্গে তোমার যে রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে তাও অস্বীকার করতে চাও। তোমাদের নীতিবোধ দুর্ব্বোধ্য!

মোহনলাল মাথা নীচু করিয়া নীরব রহিল। গোলামহোসেন আলেয়াকে ধরিয়া নবাবের সামে আসিল

গোলামহোসেন। আর চেয়ে দেখুন ত জনাব, এই আগুনের শিখা, এ কি কলঙ্কের পরশে কালো হতে পারে?

সিরাজ। তোমাদের নবাবকে ক্ষমা করো সুন্দরি! চল, আমি নিজে তোমাকে প্রাসাদের বাইরে রেখে আসি।

সিরাজ আলেয়াকে সাদরে ধরিয়া কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন। গোলামহোসেন আর মোহনলাল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

মতিঝিল প্রাসাদের একটি কক্ষ। কক্ষ, বিলিতি কায়দায়, বিলিতি আসবাব-পত্রে, সজ্জিত। দেয়ালে বড় আয়না। অষ্টাদশ শতকের চেয়ার, টেবিল, কৌচ প্রভৃতি। দরজায় পর্দা, দেয়ালের ছবি ফুলদানী কোন কিছুই দেশী নয়। উজ্জ্বল আলোয় কক্ষটি আলোকিত। একটি প্রহরীর সহিত পাঠানবেশধারী রাজবল্লভ প্রবেশ করিলেন। প্রহরী চলিয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। পাঠানের পোষাক, কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ সব খুলিয়া রাখিলেন। রাজা রাজবল্লভ ঘরের মাঝে ঘুরিয়া ফিরিয়া

চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। পর্দা সরাইয়া ঘসেটি বেগম প্রবেশ করিলেন। রাজার অবস্থা দেখিয়া হাসিলেন

ঘসেটি বেগম। রাজা রাজবল্লভ!

রাজা দ্রুত ফিরিয়া কুর্নিশ করিলেন

রাজবল্লভ। বেগমসাহেবা!

ঘসেটি। কেমন দেখচেন?

রাজবল্লভ। চমৎকার।

ঘসেটি। এই ঘর, না আমার বেশ?

রাজবল্লভ। দুই-ই।

ঘসেটি। ঘরটি বিবি ওয়াট্‌স সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। আর নিজে আমি সেজেছি আপনি আসবেন বলে।

রাজবল্লভ। আমি ধন্য বেগমসাহেবা।

ঘসেটি। আপনি বসুন রাজা।

রাজবল্লভ করজোড়ে কহিলেন

রাজবল্লভ। আমি বিচারপ্রার্থী। বসবার অধিকার ত আমার নেই। বিচারকের আসনের শোভা আপনিই বৃদ্ধি করুন।

ঘসেটি বেগম বসিলেন

ঘসেটি। আপনার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, দীর্ঘকাল আপনি আমাদের বিচারালয়ে অনুপস্থিত।

রাজবল্লভ। অপরাধ স্বীকার করচি।

ঘসেটি। তার কৈফিয়ৎ?

রাজবল্লভ। নবাবের অনুচরেরা চারিদিকে সজাগ পাহারা দেয়।

ঘসেটি। তাদের চোখে ধুলো দেবার কৌশল কি রাজা রাজবল্লভের জানা নেই?

রাজবল্লভ। আছে। কিন্তু তা বিপজ্জনক।

ঘসেটি। ঘসেটিবেগমের অনুগ্রহ তাহলে আপনি বিনামূল্যেই পেতে চান?

রাজবল্লভ। ভিখারী হাত পেতে বসে থাকে, দাতা নিজের খেয়ালেই তার হাত দানে ভরে দেন। ভিখারীকে ত মূল্য দিতে হয় না।

ঘসেটি। অযাচিত দান পেলে ভিখারীর লোভও বেড়ে যায় রাজা।

রাজবল্লভ। সেই লোভ থাকে বলেই সে বেঁচে থাকে। নির্লোভ ভিখারীকে অনাহারেই মরতে হয়। তাই লোভ তার পক্ষে পাপ নয় বেগমসাহেবা।

ঘসেটি। বাক্‌পটুতায় রাজবল্লভ বাংলায় বিখ্যাত।

রাজবল্লভ। আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যেই এ-অধমকে ও-বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয়েছে।

ঘসেটি। এইবার আপনি বসুন রাজা।

রাজবল্লভ। আপনার আরো অভিযোগ রয়েছে।

ঘসেটি। আমার দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, রাজা নিজের ধন-রত্ন নিরাপদ রাখবার জন্যে পুত্র কৃষ্ণবল্লভ মারফত সবই কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ঘসেটি বেগমের এই গরীবখানায় যৎসামান্য মণি মুক্তা হীরা জহরৎ যা রয়েচে, তা যে দস্যু যে-কোন মুহূর্ত্তে লুটে নিতে পারে, তা একবারও ভেবে দেখেন নি।

রাজবল্লভ। ভেবেদেখেচি বেগমসাহেবা। কিন্তু কোন উপায় স্থির করতে পারিনি। মুর্শিদাবাদ থেকে একগাছা তৃণও বাইরে পাঠাবার উপায় নেই।

ঘসেটি। কারণ ?

রাজবল্লভ। নবাবের চর সর্ব্বদা সজাগ পাহারা দেয়।

ঘসেটি। তাহলে বলুন, সিরাজ রাজ্য পরিচালনায় অক্ষম নয়।

রাজবল্লভ। নবাবের শক্তির পরিচয় পেয়ে সত্যিই আমরা বিস্মিত।

ঘসেটি। আমি বিস্মিত আপনাদের শোচনীয় পরাজয় লক্ষ্য করে !

রাজবল্লভ। জয়-পরাজয় নির্ণয়ের সময় এখনও আসেনি বেগমসাহেবা।

ঘসেটি। আমার তৃতীয় অভিযোগ, সিংহাসনের ওপর আমারও যে দাবী রয়েচে, তা আপনারা ভুলে গেছেন।

রাজবল্লভ। ও-সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত আজও স্থির হয় নি। শুধু এই কথাই বিশ্বাস করবেন যে, রাজবল্লভের স্বার্থ আর আপনার স্বার্থ ভিন্ন নয়। রাজবল্লভ সিংহাসন চায় না। সিংহাসনের চেয়েও আপনার অনুগ্রহকে সে অনেক বেশী মূল্যবান মনে করে।

ঘসেটি। স্তুতি আর তোষামোদ এক জিনিষ নয় রাজা। প্রথমটা আমি উপভোগ করি, আর শেষেরটা আমি ঘৃণা করি!

পরিচারিকারা আসিয়া পান আর তামাক রাখিয়া গেল। ঘসেটি উঠিয়া রাজার কাছে গেলেন। কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন:

রাজার কি রাগ হ'লো?

রাজবল্লভ। বেগমসাহেবার করুণাই আমার মনের সকল ক্ষোভ দূর করে দেয়।

ঘসেটি। আপনি আগে বসুন রাজা।

রাজবল্লভ গম্ভীর হইয়া বসিলেন

রাজা!

রাজবল্লভ। আদেশ করুন বেগমসাহেবা।

ঘসেটি। আমার স্বামী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সকল ব্যাপারেই আপনার উপর নির্ভর করতেন।

রাজবল্লভ। তার জন্য তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় নি।

ঘসেটি। তা হয় নি বলেই ত আমিও আপনাকেই একমাত্র ভরসার পাত্র বলে জেনেচি। আপনি ত জানেন আমি একেবারেই অসহায়। সিরাজ আমার সর্ব্বনাশে বদ্ধপরিকর জেনেও প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা আমি করতে পারচি না। বিপদ যে আসন্ন, তারও আভাস আমি পেয়েচি। সেই জন্যই আপনাকে আজ আমি ডেকে পাঠিয়েচি। আপনি প্রতিশ্রুতি দিন বিপদে আপনি আমাকে রক্ষা করবেন?

ঘসেটি রাজবল্লভের হাত চাপিয়া ধরিলেন। রাজবল্লভ কিছুক্ষণ নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন :

রাজবল্লভ। প্রতিশ্রুতি দেবার দায়িত্ব কতখানি, তা কি বেগমসাহেবা অনুমান করেচেন ?

ঘসেটি। বুঝেচি, সে দায়িত্ব নিতে আপনি অনিচ্ছুক।

বেগম দ্রুত উঠিয়া এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলেন। অভিমানে ক্ষোভে তাহার বক্ষ ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে। রাজবল্লভ উঠিয়া গেলেন। তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া কহিলেন :

রাজবল্লভ। আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন বেগমসাহেবা। দায়িত্ব নিতে আমি অনিচ্ছুক নই। শুধু পরিণাম ভেবে শিউরে উঠি।

ঘাড় ঘুরাইয়া ঘসেটি বলিলেন :

ঘসেটি। রাজা রাজবল্লভ কি এতই দুর্ব্বল ?

রাজবল্লভ। একা রাজবল্লভ হোসেনকুলীর চেয়ে বলবান নয়।

ঘসেটি। রাজা!

দ্রুত ঘুরিয়া রাজার মুখোমুখি দাঁড়াইলেন। রাজা চুপি চুপি কহিলেন :

রাজবল্লভ। যে-কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে রাজবল্লভের সেই একই পরিণাম হতে পারে!

ঘসেটি। তা হলে কি আমার কোন আশাই নেই রাজা ?

রাজবল্লভ। হতাশ হবেন না বেগমসাহেবা।

ঘসেটি বিরক্ত হইয়া মুখ ঘুরাইয়া লইয়া কহিলেন :

ঘসেটি। শুধু শূন্যগর্ভ আশ্বাস বাক্য!

রাজবল্লভ। বীজ বপন করেই ফলের প্রত্যাশায় হাত বাড়িয়ে লাভ কি বেগমসাহেবা ?

ঘসেটি। আপনার মিষ্টি কথায় তুষ্ট হয়ে আর কতকাল আমাকে থাকতে হবে বলতে পারেন ?

রাজবল্লভ। বলবার কোন উপায় নাই।

ঘসেটি। উঃ! আপনার কথায় বিশ্বাস করে কি নির্ব্বোধের মতোই কাজ আমি করিচি। সিংহাসনে সিরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে জানলে আমি আপনাদের দলে যোগ দিতাম না। সিরাজের প্রতি স্নেহ দেখিয়ে আমি সহজেই সিরাজের বিশ্বাসের পাত্রী হতে পারতাম। আপনাদের শক্তির ভরসায়, আপনাদের প্ররোচনায়, সে পথেও কাঁটা দিয়ে রেখেচি।

রাজবল্লভ। আপনি অকারণে বিচলিত হবেন না। আমরা কেউ নিশ্চিন্ত নেই। আমরা শুধু ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধির অপেক্ষায় আছি।

ঘসেটি। ইংরেজের শক্তিবৃদ্ধি! ইংরেজ শক্তিলাভ করলে সিংহাসন তারাই অধিকার করবে।

রাজবল্লভ। সিংহাসন তারা চায় না।

ঘসেটি। কাকে দেবে?

রাজবল্লভ। যাকেই দিক্ না কেন, সিরাজের ত পতন হবে। আর সিরাজের পতন হলেই আমাদের লাভ। আপনি শুধু আমাকে বলুন, আপনার হয়ে আমি ইংরেজদের কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারি কি না।

ঘসেটি। আপনি ত আমার মনোভাব জানেন রাজা।

রাজবল্লভ। কাশিমবাজার কুঠিতে কাল আমাদের এক বৈঠক বসবে। সেই বৈঠকে আমরা যদি সকলে একমত হতে পারি, তা হলে সিরাজের নবাবী অবিলম্বে শেষ হবে।

ঘসেটি। প্রজারা যদি সিরাজের পক্ষ অবলম্বন করে?

রাজবল্লভ। আমরা সকলে চেষ্টা করে প্রজাদের মন বিষিয়ে তুলেচি। রাণী ভবানীর কন্যার প্রতি আসক্তির কথা এমন কৌশলে প্রচার করেচি যে, বাংলার সমগ্র হিন্দু জমিদাররা, হিন্দু প্রজারা, সমস্ত মন দিয়ে সিরাজের ধ্বংস কামনা করচে।

ঘসেটি। ঢাকার রাজস্বের যে অংশের ওপর আমার দাবী রয়েচে, তার হিসেব কি রাজা সঙ্গে এনেচেন?

রাজবল্লভ। কেন? আপনার কি বিশ্বাস যে, হিসেব পেলেই নবাব আপনার প্রাপ্য চুকিয়ে দেবেন?

ঘসেটি। দিতে পারে। আমি সিরাজের মাসী, কিন্তু আপনাদের কেউ নই।

ঘসেটি রাজবল্লভের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন

রাজবল্লভ। এমন আশাও কি আপনার মনে কখনো ঠাঁই পায়?

ঘসেটি। রক্তের দাগ কি জলের আল্পনার চেয়ে স্থায়ী হয় না, রাজা?

রাজবল্লভ জবাব দিলেন না। উঠিয়া কিছুক্ষণ পায়চারি করিলেন

রাজা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেচেন।

রাজবল্লভ দূর হইতে কহিলেন :

রাজবল্লভ। বেগমসাহেবা দেখছি আমাকে বিশ্বাস করেন না।

ঘসেটি উচ্চহাস্য করিয়া সরিয়া গেলেন। রাজবল্লভ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘসেটি ঘাড় ঘুরাইয়া রাজাকে দেখিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন :

ঘসেটি। আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না রাজা।

রাজবল্লভ কোন কথা কহিলেন না। যেমন ছিলেন তেমনই দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘসেটি আগাইয়া আসিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন :

শাঠ্য, প্রবঞ্চনা, ছলনা, ষড়যন্ত্র, এতদিন এক সঙ্গেই আমরা করে এসেচি। প্রত্যেকেই আমরা জানি প্রতিটি লোকের পূর্ণ পরিচয়। এমন অবস্থায় কে কাকে বিশ্বাস করে বলুন?

রাজবল্লভ। বেগমসাহেবা তা হলে আমাদের দলে থাকতে নারাজ?

ঘসেটি। এতদূর এক সঙ্গে এগিয়েচি যে, আজ ফেরবারও উপায় নেই, ভিন্ন পথে চলবারও শক্তি নেই। পথ আমাদের এক সঙ্গেই চলতে হবে। কিন্তু সহযাত্রীর গতি-বিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে না আদর করে বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, আমিরচাঁদ, ওয়াট্‌স্, এক সঙ্গে যাত্রা স্বরু করেচে বলেই যে একই ফল পেয়ে তুষ্ট হবে তা কে বলতে পারে রাজা?

রাজবল্লভ কোন কথা কহিলেন না। ঘসেটি খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তারপর রাজার কাছে ফিরিয়া আসিলেন

নবাব আলিবর্দ্দীর তিন কন্যা আমরা। কিন্তু আমিনা আজ নবাব-জননী; আর আমরা সে সৌভাগ্যের অধিকারিণী নই। আমিনার পুত্র হুকুম করে, আর আমাদের সেই হুকুম পালন করতে হয়; আমিনা নিশ্চিন্ত আরামে আমার পিতার প্রাসাদের সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে, আর আমাকে আমিনা-পুত্রের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে ধন-সম্পত্তি নিরাপদ রাখবার জন্য বিনিদ্র রজনী দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করতে হয়। অথচ জানেন ত আমিনা আর আমরা দুই বোন এক সঙ্গেই জীবনের যাত্রা সুরু করেছিলাম।

একজন রক্ষী প্রবেশ করিল

বান্দা!

রক্ষী। বেগমসাহেবা, নবাব-সৈন্য।

রাজবল্লভ। নবাব-সৈন্য!

ঘসেটি। কোথায়?

রক্ষী। প্রাসাদের বাইরে।

ঘসেটি। তোরণদ্বার বন্ধ করে দিতে বল!

রক্ষী। বন্ধই রয়েচে বেগমসাহেবা।

ঘসেটি। আমার হুকুম না পেলে কেউ যেন খুলে না দেয়।

রক্ষী প্রস্থান করিল

কিছু অনুমান করতে পারেন রাজা? নিশীথে এই সৈন্যসমাবেশ আমার জন্যে, না আপনার জন্যে?

রাজবল্লভ। আমাকে এ অবস্থায় পেলে প্রাণে মারবে!

ঘসেটি। আপনার ছদ্মবেশ কোথায়?

দেখিতে পাইয়া নিজেই লইয়া রাজবল্লভের হাতে দিতে লাগিলেন

আত্ম-গোপন করে এইখানেই অপেক্ষা করুন।

রাজবল্লভের সাহায্য করিতে লাগিলেন

যে করেই হোক আপনাকে আমি রক্ষা করব রাজা!

রাজবল্লভ। এ সৈন্যসমাবেশ আমার জন্যে নয়।

ঘসেটি। তবে কি আমারই জন্যে? সিরাজের কি অর্থের খুবই অভাব হয়েচে?

রাজবল্লভ। আজ সন্ধ্যার সংবাদ যে নবাব নিশ্চিন্তে রয়েছেন নর্ত্তকীদের নিয়ে।

ঘসেটি। রাজা! শুনেচি সৈন্যপরিচালনায় আপনি দক্ষ!

রাজবল্লভ। কখনো কখনো সে-কাজ করতে হয়েচে বৈ কি।

ঘসেটি। আমার রক্ষীদের নিয়ে আপনি নবাব-সৈন্যকে বাধা দেবেন?

রাজবল্লভ। তা হয় না বেগমসাহেবা।

ঘসেটি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন

ঘসেটি। সত্য বলেচেন, তা হয় না! আচ্ছা, আপনি আমাকে কি করতে বলেন?

রাজবল্লভ চুপ করিয়া রহিলেন

অমন চুপ করে থাকবেন না রাজা! বলুন আমি এখন কি করব?

রাজবল্লভ। আমার নিজের কথা ভাববার অবসর দেবেন না?

ঘসেটি। আপনি আমার অতিথি। আপনাকে বাঁচাবার জন্যে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দোব।

আর একজন রক্ষী প্রবেশ করিল

রক্ষী। বেগমসাহেবা, নবাবের বেগম নিজে এসেচেন।

ঘসেটি। সে কি! তোরণ কে খুলে দিলে?

রক্ষী। বাইরে থেকে ওরা বল্লে নবাবের বেগম বাইরে অপেক্ষা করচেন। শিবিকাও একখানা দেখা গেল। তাই কেউ সাহস পেল না বাধা দিতে।

ঘসেটি। এরা আমায় রক্ষা করবে! অপদার্থের দল!

আর একজন রক্ষী প্রবেশ করিল

২য় রক্ষী। বেগম সাহেবা এই দিকেই আসচেন।

ঘসেটি। এ প্রাসাদের বেগম একটিই। আর তিনি তোরই সামে দাঁড়িয়ে বেকুব!

লুৎফা প্রবেশ করিল

লুৎফা। ও বেকুব জানে না, যে এসেছে সে মহামান্যা ঘসেটি বেগমের পুত্রবধূ।

ঘসেটি। তুমি!

লুৎফা। মায়ের কাছে কি আস্‌তে নেই মা?

লুৎফা রাজবল্লভের দিকে চাহিলেন

ঘসেটি। আমার খোজা দেহরক্ষী। কালা আর বোবা।

রাজবল্লভের কাছে গিয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া বুঝাইলেন যে কুর্ণিশ করিতে হইবে। রাজবল্লভ কুর্ণিশ করিলেন। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিলেন না

লুৎফা। রক্ষী কালা আর বোবা হওয়াই ভাল। ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। নবাব নিত্য বলেন, হারেমের সব খবর কি করে বাইরে যায়। আমিও ভেবে পাই না কি করে তা যায়। এইবার তাঁকে বলব কালা আর বোবা রক্ষী রাখতে।

ঘসেটি। তাই ব'লো মা!

লুৎফা। কিন্তু অত কালা-বোবা কোথায় পাওয়া যাবে?

ঘসেটি। সিরাজকে ব'লো রক্ষীদের কানে সীসে গলিয়ে ঢেলে দেবে, আর জিভ্‌গুলো কেটে দেবে। দেখবে নিজের হাতেই সে তা করবে।

লুৎফা। হাঁ, তা আবার তিনি করবেন, একটা মশা পর্য্যন্ত মারতে পারেন না।

ঘসেটি। কিন্তু ইংরেজ মারতে কামান দাগতে চান!

লুৎফা। আপনার এই আসনগুলি ত বেশ।

ঘসেটি। ইংরেজরা দিয়েচে।

লুৎফা। ইংরেজদের জিনিষগুলি বেশ। নবাবকে কত কি দিতে চায়, কিন্তু নবাব তা নেন না। বলেন, তাদের কাছ থেকে কিছু নেওয়া পাপ।

ঘসেটি। সিরাজেরও তা হলে পরিবর্ত্তন হয়েচে ?

লুৎফা। ওরে বাবা! সে মূর্ত্তি দেখলেও ভয় হয়। সব সময়েই মুখ ভার। সরাব নেই, সখ-সাধ কিছুই নেই। একেবারে নতুন মানুষ। গেলেই দেখতে পাবেন এখন।

ঘসেটি। একদিন যাব সময় করে।

লুৎফা। একদিন কি বলচেন! আজই, এখুনি যেতে হবে। আমাকে তিনিই পাঠালেন যে।

ঘসেটি। তিনিই তোমাকে পাঠালেন!

লুৎফা। আর কাউকে পাঠালে যদি আপনি না যান ?

ঘসেটি। তোমার সঙ্গে যদি না যাই।

লুৎফা। আমি ছাড়ব কিনা!

ঘসেটি। হাঁ। সঙ্গে সৈন্য রয়েছে।

লুৎফা। তাই বুঝি! আপনাকে না নিয়ে আমি উঠ্‌বই না। সারা-রাত কাঁদব! না গিয়ে পারবেন তখন ?

ঘসেটি। শুধু সিরাজের নয়, তোমারও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে দেখচি।

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিলেন না

লুৎফা। আপনার মুখ ভারি হয়ে উঠল কেন ?

ঘসেটি। আলমগীর বাদশার নাম শুনেচ ?

লুৎফা। তাঁর নাম কে আবার শোনে নি।

ঘসেটি। আলমগীর বাদশা হবার আগে তাঁর ভাইদের হত্যা করেছিলেন, বাপকেও বন্দী করেছিলেন—নিজে। কিন্তু বেগমদের কাউকে

দিয়ে তা করান নি। সিরাজ তাঁর বেগমকে পাঠিয়েচে মাসীকে ধরে নিয়ে যেতে। লোকে জানবে না, বলতেও পারবে না যে, ঘসেটি বেগমকে বন্দিনী করা হয়েচে। রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি তবুও বলেন—নবাব নির্ব্বোধ!

রাজবল্লভ মুখ ঘুরাইলেন

লুৎফা। (উঠিয়া) আমাদের বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে বেগমসাহেবা।

ঘসেটি। আমি যেতে না চাইলে নবাব কি করতে বলে দিয়েচেন?

লুৎফা। নবাব বলেচেন, ছেলের কাছে মায়ের যেতে অমত হবার কোন কারণ নেই।

ঘসেটি। লুৎফা!

লুৎফা। কি মা!

ঘসেটি। নারী হয়ে নারীর সর্ব্বনাশ করতে কেন এসেচ?

লুৎফা। আপনার কথা আমি বুঝতে পারচি না।

ঘসেটি। নবাবের প্রয়োজন হয়েছে আমাকে বন্দিনী রাখতে, তিনি তার ব্যবস্থা করতেন। তুমি কেন এলে এই হীন কাজ করতে? এর আগে কোন বেগম কখনো এমন কাজ করেন নি।

লুৎফা। আমি সত্যি বল্‌চি, আমি এত বুঝি নি। আমায় তিনি বল্লেন। ভাবলাম ভালই হ'লো। প্রাসাদের বাইরে আসবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

রক্ষীর প্রবেশ

ঘসেটি। আবার কি চাই?

রক্ষী। সেনাপতি রায়দুর্ল্লভ জান্তে চাইলেন আপনাদের যেতে আর কত দেরী হবে?

ঘসেটি। তাঁকে বল, নবাবমহিষী যাবার জন্য প্রস্তুত। আর ঘসেটি বেগম যাবেন না।

রাজা রাজবল্লভ চমকাইয়া উঠিলেন। রক্ষীও চলিয়া গেল

সেনাপতি রায়দুর্লভকেও সঙ্গে এনেছ? তবু বলচ, তুমি কিছুই জান না!

লুৎফা। কে সেনাপতি, কে সঙ্গে এসেচেন, কিছুই আমি জানি না মা!

ঘসেটি। সরলতার ভান করতে তুমি দেখচি অদ্বিতীয়া।

লুৎফার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। রক্ষী আবার প্রবেশ করিল

রক্ষী। সেনাপতি বল্লেন, নবাবের হুকুমেই তিনি এসেচেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

প্রস্থান

লুৎফা। আমি গিয়ে নবাবকে বুঝিয়ে বলচি আপনার এখন যাওয়া সম্ভব নয়। আজ তাহলে আসি মা।

কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঘসেটি ছুটিয়া রাজার কাছে গেলেন

ঘসেটি। কি করব রাজা?

রাজবল্লভ। রায়দুর্ল্লভ যখন এসেচে, তখন না যাওয়া নিরাপদ নয়।

ঘসেটি। যদি তবুও না যাই?

রাজবল্লভ। প্রাসাদ অধিকার করবে!

ঘসেটি। চুপ! বেগম আবার আসচে।

লুৎফা আবার প্রবেশ করিলেন

একি! তুমি যে ফিরে এলে?

লুৎফা। আপনি না গেলে সেনাপতি নাকি নিজেও যেতে পারবেন না, আমাকেও যেতে দিতে পারবেন না—নবাবের আদেশ।

ঘসেটি। মাসীর প্রতি বোনপোর অন্তরের টান!

রায়দুর্ল্লভ। মাতৃস্থানীয়া বেগমসাহেবা মার্জ্জনা করবেন।

বলিতে বলিতে রায়দুর্ল্লভ প্রবেশ করিলেন

নবাবের আদেশে মহামান্য বেগমসাহেবা আপনাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে

এসেচেন। আমার অনুরোধ আপনি আপনার পুত্রবধূকে নিয়ে শিবিকায় আরোহণ করুন।

ঘসেটি। নবাবের আদেশ, বেগবের মিনতি, আপনার অনুরোধ, সবই যদি আমি অগ্রাহ্য করি।

রায়দুর্লভ। আপনার প্রাসাদ আমাকে অধিকার করতে হবে, অধিবাসীদের বন্দী করতে হবে, আর...

ঘসেটি। আর ধন-রত্ন রাজকোষে জমা দিতে হবে ?

রায়দুর্লভ। নবাব আমাকে সেই আদেশই দিয়েচেন।

ঘসেটি। আর যদি আপনার সঙ্গে যেতে সম্মত হই ?

রায়দুর্লভ। আপনার প্রাসাদ রক্ষার সুব্যবস্থা করা হবে।

ঘসেটি। কাউকে বন্দী করবেন না ?

রায়দুর্লভ। না।

ঘসেটি। ধন-রত্ন হস্তগত করবেন না ?

রায়দুর্লভ। স্পর্শও করব না !

ঘসেটি। বেশ, আমি যেতে প্রস্তুত।

লুৎফা। আপনার কোন অসুবিধা হবে না, মা। দিন-কতক সেখানে থেকে আবার আপনার প্রাসাদে ফিরে আসবেন।

ঘসেটি। চলুন সেনাপতি।

রায়দুর্লভ পথ দেখাইয়া দিলেন। ঘসেটি বেগম ও লুৎফা বাহির হইয়া গেলেন। রায়দুর্লভ দৌড়িয়া রাজবল্লভের কাছে গিয়া কহিলেন :

রায়দুর্লভ। রাজা রাজবল্লভ !

রাজবল্লভ। (চাপা গলায় কহিলেন) প্রচুর পুরস্কার পাবে !

রায়দুর্লভ। সুদিনে এ অধীনকে স্মরণ রাখবেন !

তৃতীয় দৃশ্য

কাসিমবাজার ইংরেজের কুঠি। প্রকাণ্ড হল-ঘর। ইংরেজী কায়দায় সজ্জিত। একটা উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। বহু ইংরেজ নর-নারী নিমন্ত্রিত। ওয়াটস্ সাহেব ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা অতিথিদের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিতেছেন। হলের মাঝখানে একটি আসরে নাচের ব্যবস্থা হইয়াছে। আলেয়া সেই স্থানে নাচিতেছে। মঞ্চের পুরোভাগে মীরজাফর, জগৎশেঠ, আমীরচাঁদ, রাজবল্লভ, ডাক্তার ফোর্থ, পাদরী ট্রুং প্রভৃতি বসিয়া আছেন।

আলেয়া নাচিতেছে ও গান করিতেছে

ম্যয় প্রেম নগরকো জাউঙ্গা
সুন্দর দিলবর দেখনকো
ফুল চড়াউঁ অঙ্গ অঙ্গ মে
মন রঙ্গ'ঙ্গি পিয়া রঙ্গ মে
পিয়া নাম মেরি, গলে কি হার কর্
পীতম মম বাহ্ লাউঙ্গী ॥

ওয়াটস্। Now Gentlemen! Let us proceed. কাজ, আমরা এখন কাজ করিতে চায়।

আমিরচাঁদ। কি কাজ করা হবে তাই আগে স্থির হোক সাহেব।

ওয়াটস্। We are up to anything. অর্থাৎ যাহা করা উচিত, তাহাই করিবে।

ডাক্তার ফোর্থ। We must not submit to the tyranny of the Nabob.

ওয়াটস্। অর্থাৎ, নবাবের…জুলুম…আমরা কেহ সহ্য করিবে না।

পাদরী ট্রুং। Woe unto them who are oppressed and yet do not find means to get rid of the oppressor.

ওয়াটস্। অর্থাৎ দুঃখ তাহাদের চিরদিন ভোগ করিতে হইবে, যাহারা অত্যাচার ভোগ করিবে, অত্যাচারীর উচ্ছেদ কামনা করিবে না।

ডাক্তার ফোর্থ। Excuse me, Father Strong! Was that a quotation from The Holly Bible?

ওয়াটস্। Gentlemen! We should keep The Bible aside when we deal with the heathens. My dear জাফর আলি খাঁ, আপনি আমাদের জন্য কি করিতে পারেন?

আলেয়া নাচিতে নাচিতে মীরজাফরের কাছে আসিল

মীরজাফর। আপনারা বন্ধুলোক, আপনারা যে সাহায্য চাইবেন, আমি তাই করব।

ডাক্তার ফোর্থ। He can do a lot of things for us.

আমিরচাঁদ। জাফর আলি খাঁ যেমন অমায়িক, তেমনি শক্তিমান। অথচ এই পদস্থ কর্ম্মচারীকে আলিবর্দ্দী একদিন অপমান করেছিলেন। করেন নি খাঁসাহেব?

মীরজাফর। সেই পদচ্যুতি, সেই বহিষ্কৃতি, আজও আমার মর্ম্মপীড়ার কারণ হয়ে রয়েচে।

আলেয়া একটা গানের তান ধরিল, সকলে তাহার দিকে চাহিল

আলেয়া।

ম্যয় প্রেম নগরকো জাউঙ্গী
সুন্দর দিলবর দেখনকো—

ওয়াটস্। আচ্ছাসে নাচনা, আচ্ছাসে গাহনা, রাজা, উজীর, আমির লোগোঁসে বহুৎ ইনাম মিলেগা। উধার যাকর my dear. They are all my guests.

আলেয়া তান দিতে দিতে অন্য দিকে চলিয়া গেল

আলেয়া।

ফুল চরাউঁ অঙ্গ অঙ্গ মে
মন রঙ্গ্‌ঁঙ্গি পিয়া রঙ্গ মে—

রাজবল্লভ। আচ্ছা ওয়াটস্ সাহেব!

ওয়াটস্। Always at your service রাজা। আমাকে কি করিতে হইবে?

রাজবল্লভ। নবাবের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ কি, তা আমরা অবশ্যই বলব। কিন্তু তার আগে আমরা জানতে চাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এমন কি অভিযোগ রয়েচে যার জন্যে তাঁরা নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে চান?

ওয়াটস্। রাজা! আপনি যদি বুঝিয়া থাকেন যে আমরা…আমরা that we want to foment a rebellion in this land…আমরা বিদ্রোহ করিতে চায়, তাহা হইলে…আপনি…ভুল বুঝিয়াছেন। We want peace, আমরা শান্তি চায়। We have come to trade in this land and not to rule over it. আমরা রাজ্য চায় না, বাণিজ্য চায়।

রাজবল্লভ। বাণিজ্য ত তোমরা চুটিয়ে চালাচ্ছ সাহেব।

ওয়াটস্। Excuse me Rajah, I didn't follow what you said.

ডাক্তার ফোর্থ। He says, who stops us from carrying on our trade here?

ওয়াটস্। নবাব আমাদের বহু কোঠী বন্ধ করিয়াছেন। His officers have seized many of our boats! কোঠী বন্ধ, নৌকা আটক আউর বহুৎ জুলুম। আপনি জানে না রাজা? আজ আপনি

আমাদের দোস্ত···But didn't you do the same things when you were in charge of Dacca ? ঢাকায় আপনি যাহা করিতেন গোটা বাংলায় নবাব আজ তাহাই করিতেছেন।

ওয়াটস্ উত্তেজিত হইয়া অন্যদিকে সরিয়া গেলেন

জগৎশেঠ। সাহেবের মুখে আজ যেন খৈ ফুটছে।

রাজবল্লভ। নবাব ওদের আবেদন শোনেন নি বলে ওরা ভাঁর চটে আছে।

মীরজাফর। আরো চটিয়ে দিন রাজা সাহেব, আরো চটিয়ে দিন।

রাজবল্লভ। আচ্ছা ওয়াটস্ সাহেব।

ওয়াটস্ সাহেব রাজবল্লভের সামে গিয়া দাঁড়াইলেন। আলেয়া রাজবল্লভের পিছনে

ওয়াটস্। If we are not allowed to carry on our trade peacefully, what is the good of our staying over here ? বাণিজ্য না হইলে এ-দেশে থাকিয়া আমরা কি করিবে ? নবাবের ঘোড়ার ঘাস কাটিবে ?

ডাক্তার ফোর্থ। And the Nabob has no right to molest us nor to stop our activities in the field of trade and commerce.

ওয়াটস্। অর্থাৎ নবাবের কোনো···কোনো···এখ্তিয়ার নাই আমাদের বাণিজ্য বন্ধ করিতে। We received the Firman of Free Trade from the hands of the Emperor himself. বাদশা নিজে হুকুম দিলেন, নবাব তাহা খারিজ করিবে!

আলেয়া আবার একটি তান ধরিল :

আলেয়া।

ম্যায় প্রেম নগরকো জাউঙ্গী

ওয়াটস্। Ah ! this girl must be in love with one of us here ! গান উহারা শুনিবে, নাচ উহারা দেখিবে,...There are some very handsome young men over there.

আলেয়া একটি ঘুর দিয়া দাঁড়াইল। কহিল :

আলেয়া। আমি যে, তোমারই প্রেমে মজিচি সাহেব।

ওয়াটস্। Look here father ! She says, she is in love with me.

ফাদার ষ্টং। But every man is tempted when he is drawn away of his own lust, and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin : and sin when it is finished, bringeth forth death ! So beware, my son, beware !

আমিরচাঁদ। নবাব বয়েসে নবীন, তাই বুঝতে পারেন না কোম্পানী বাণিজ্য করচে বলেই দেশের ধনবৃদ্ধি হচ্ছে।

ওয়াটস্। আমরা মাল খরিদ করি। প্রজা টাকা পায়। প্রজা টাকা না পাইলে খাজনা দেয় না, নবাবীও চলে না।

জগৎশেঠ। সে সব আমরা বুঝি সাহেব, কিন্তু নবাব বোঝেন না।

ওয়াটস্। বুঝিবে না ত কি করিবে ?

রাজবল্লভ। জমিদারের কান ধরে আদায় করে নেবেন।

ওয়াটস্। টাকা জমিদার কোথায় পাইবে ?

মীরজাফর। টাকা দিতে না পারে, এই শেঠজীর 'বৈকুণ্ঠে' বাস করবে।

ওয়াটস্। বৈ-কু-ণ্ঠ ! Is it very comfortable to live there ? খুব মজাসে থাকা যাইবে ?

রাজবল্লভ। শেঠজীকে বলুন না আপনাকে দিনকত সেখানে রাখতে।

ডাক্তার ফোর্থ। To business, Gentlemen! To business!

রাজবল্লভ। সাহেব তা হলে বলচেন আমাদের মঙ্গলের জন্যই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ-দেশে বাণিজ্য করচেন। তাই আমাদেরও উচিত সর্ব্বপ্রকারে তাদের সাহায্য করা?

ওয়াটস। Right you are!

রাজবল্লভ। কিন্তু ধরুন এই খাঁসাহেব যদি বলেন যে ব্যক্তিগত লাভের কোন সম্ভাবনা না থাকলে তিনি নবাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বিপদ বরণ করে নেবেন না। অবশ্য উনি বলেন নি। কিন্তু যদি বলেন?

ওয়াটস। I have referred his case to the Committee at Calcutta…ক্যালকাটার কমিটিতে ওঁর দাবী আমি পেশ করিয়াছে।

জগৎশেঠ। আর আমার দাবী সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই ত করেন নি।

আমিরচাঁদ। আপনার কাম্য কি থাকতে পারে শেঠজী? আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য!

জগৎশেঠ। অর্থের অভাব তোমারও নেই আমিরচাঁদ। তবুও তুমি হ্যাংলা কুকুরের মত ল্যাং ল্যাং করে ইংরেজদের পিছু পিছু ফিরচ!

রাজবল্লভ। আঃ শেঠজী, ভাষা আপনার সংযত নয়।

আমীরচাঁদ। শেঠজীর যদি কোন দাবী থাকে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে!

ওয়াটস্। And to his entire satisfaction.

রাজবল্লভ। আমার কথাও আপনাদের বিবেচনা করতে হবে।

ওয়াটস্। Haven't we already done so, Rajah? কিসেন্ বল্লভের কি হইত ভাবিয়া দেখুন।

রাজবল্লভ। আর কিছুই কি আশা করতে পারি না?

ডাক্তার ফোর্থ। Gentlemen! I am a medical practitioner. I always try to find out the cause of a disease in a man. Excuse me gentlemen, if I say, you are al

suffering from a malady of a hopeless character. Numerous are you complaints. You say, you are not happy. You say, you are made to do things which you would not have done by yourselves. You say, you want wealth, you want power, prestige, position. And you want all these as gifts ! Further, I find, evry one of you has an eye on the throne of Bengal. Thousand pities gentlemen, you do not realise what you are crying for. You are diseased in your mind and soul. And I tell you, gentlemen, you won't have peace and happiness unless you get yourselves thoroughly cured by us, Britishers.

ওয়াটস্। Gentlemen। ডক্টর ফোর্থ আপনাদের ভালো কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,আপনাদের···জবর···বেমারি···হইয়াছে। আপনারা জানিতে চাহেন উহা কি ?

রাজবল্লভ। জানিতে চাহি সাহেব।

ওয়াটস্। Very well. The Doctor says···

জগৎশেঠ। বাংলায় বলুন সাহেব।

ওয়াটস্। Excuse me, ডক্টর ফোর্থ বলিয়াছেন, আপনাদের মন পীড়িত, আপনাদের soul, I mean আত্মা···আত্মা পীড়িত।

রাজবল্লভ। সে আর বেশী কথা কি সাহেব, অন্তরাত্মা আমাদের খাঁচা-ছাড়া হতে চলেচে !

ওয়াটস্। আপনারা বিচারে ভুল করেন। আপনারা···বহুত দূরে কি আছে দেখিতে পান না। আপনারা সকলেই নবাব হইতে চাহেন; ভাবিয়া দেখেন না that there is only one throne in Bengal.

সিংহাসন আছে এক। রাজাবল্লভ উহাতে বসিবেন ত জাফর আলি তাহার গলা কাটিবেন ; জাফর আলি নবাব হইলে শেঠরাজা গোসা হইবেন ; শেঠরাজা গদি পাইলে ওমিচাঁদ বলিবে আমিই বা কম্‌তি আছি কি ! আপনারা কি করিবেন বলুন !

রাজবল্লভ। আপনাদের কে বল্লে যে এই-ই আমাদের মনোভাব ?

মীরজাফর। রাজা রাজবল্লভ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর বিরুদ্ধে আমি কোন দিনই অস্ত্র ধারণ করব না।

রাজবল্লভ। আর সিংহাসনের প্রতি আমার কোন লোভই নেই !

আমিরচাঁদ। আমিরচাঁদের জন্য তোমরা কিছু ভেবো না সাহেব। আমিরচাঁদ গোলাম হোয়েই থাকতে চায়, নবাব হতে চায় না।

ওয়াটস্‌। আপনারা সত্য বলিলেন ?

রাজবল্লভ। সত্য-মিথ্যা সময়েই জান্‌তে পারবেন সাহেব।

ওয়াটস্‌। সময় আসিয়াছে রাজা।

মীরজাফর। আপনি আমাদের কি করতে বলেন ?

ফাদার হুং। Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners ; and purify your hearts, ye double-minded.

ওয়াটস্‌। ফাদার ভালো উপদেশ দিয়াছেন। শয়তানকে বাধা দিন, সে পলাইয়া যাইবে। মনকে সাফাই করুন, শান্তি পাইবেন।

রাজবল্লভ। শয়তান কে ?

ওয়াটস্‌। যে পাপ করে, পীড়ন করে, জুলুম করে। আপনারা জানেন এমন লোক বাংলায় আছে।

রাজবল্লভ। আপনারা তাকে বাধা দেবেন ?

ওয়াটস্। আলবৎ! ক্যালকাটায় কি হইতেছে? নবাব বলিলেন, ফোর্ট তোড়। আমরা বলিল, সেটি হইবে না! নবাব ডর দেখাইলেন ক্যালকাটা তিনি attack করিবেন। আমরা কামান বসাইলাম। এখন আমি আপনাদের বলিতেছি, war is imminent…যুদ্ধ লাগিল। নবাব ক্যালকাটায় যাইবেন! তখন? তখন Our brave soldiers will give him a tough fight. ভারি যুদ্ধ হইবে। And Murshidabad will be left at your mercy, মুর্শিদাবাদে আপনারা যাহা খুশী তাহাই করিতে পারিবেন।

মীরজাফর লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন :

মীরজাফর। বলুন, কি করতে হবে? আমি প্রস্তুত।

ওয়াটস্ তাহার করমর্দন করিতে করিতে কহিলেন :

ওয়াটস্। Oh! You are the bravest of the lot. I wish you every success Mr. Jafarali Khan. রাজাবল্লভ আপনি কি করিবেন? ঘসেটি বেগম কি করিতে পারেন? বলুন, বিলম্ব করিবেন না।

রাজবল্লভ। ঘসেটি বেগম নবাবের প্রাসাদে বন্দীর মতোই রয়েছেন।

ওয়াটস্। You will set her free. আপনারা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিবেন।

রাজবল্লভ। আপনারা কলিকাতায় কি করেন, তাই দেখে আমরা কাজ করব সাহেব।

ওয়াটস্। শেঠজী কি করিবেন?

জগৎশেঠ। জগৎশেঠ বিপদকালে বান্ধবদের ত্যাগ করে না।

ওয়াটস্। ক্যালকাটায় আমরা আজ লোক পাঠাইবে। আমিরচাঁদ নিজে যাইবেন। নবাব যাহাতে ক্যালকাটা হইতে ফিরিয়া আসিতে না

পারেন, আমরা তাহাই করিব। আর যদি ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে দেখিবেন মুর্শিদাবাদ গদিতে দোসরা নবাব বসিয়াছে।

রাজবল্লভ। সাহেব দেখচি মনে মনে লঙ্কা ভাগ করচেন!

ওয়াটস্। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন। আপনাদের কি অভাব আছে? বিচার করিয়া দেখুন। আপনাদের ফৌজ চাই, মিঃ জাফর আলি খাঁ যোগাইবেন; আপনাদের টাকা চাই, শেঠ জগতের টাকশাল আছে; আপনাদের সল্লা দিবার লোক চাই, রাজাবল্লভ আছেন। ব্যস্! আর কি চাই? মুর্শিদাবাদ আপনাদের হইবে, বাংলা বিহার ওড়িসা আপনাদের হইবে—আর আমরা···আমরা আপনাদের প্রজা হইয়া মজাসে বাণিজ্য করিবে।

মীরজাফর। এই তরবারি স্পর্শ করে আমি শপথ করচি, লাঞ্ছনার প্রতিশোধ এবার আমি নোব।

জগৎশেঠ। উদ্ধত সিরাজকে শাস্তি দিতে আর আমরা দ্বিধাবোধ করুব না।

রাজবল্লভ। দেশে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করব।

ওয়াটস্। আপনারা একদিল আছেন?

রাজবল্লভ। আমরা সকলেই একমত।

ওয়াটস্ সকলের করমর্দ্দন করিলেন

ফাদার ট্রং। For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.

আমিরচাঁদ। আপনি এঁদের আশীর্ব্বাদ করুন ফাদার, আশীর্ব্বাদ করুন।

ফাদার ট্রং। Be sober, be vigilant; because your adversary, the devil as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. But the God of all

grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion for ever and ever. Amen !

ফাদারের কথা শেষ হইতে না হইতে বাহিরে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল

ওয়াটস্। What's that !

ডাক্তার ফোর্থ। A canon roars !

জগৎশেঠ। এ ত বড় ভয়ের কথা।

মীরজাফর। শওকতজঙ্গ কি পূর্ণিয়া থেকে এসে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেছে ?

আবার কামানের শব্দ হইল

ডাক্তার ফোর্থ। They are advancing towards us !

হল-ঘরে যত নর-নারী ছিল সকলে ওয়াটস্ প্রভৃতির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

ওয়াটস্। Steady ! Steady all of you ! রাজা, কাহার কামান বলিতে পারেন ?

রাজবল্লভ। কেমন করে বলব সাহেব ?

জগৎশেঠ। সব কামানই একরকম শব্দ করে।

আমিরচাঁদ। আর একই রকম করে মানুষ মারে শেঠজী।

আবার কামানের শব্দ হইল

ওয়াটস্। বাংলা দেশে লড়াইয়ের কানুন কেহ জানে না। There can be no war unless there is a formal declaration !

একজন সৈনিক। সাহেব ! সর্ব্বনাশ হয়েচে। নবাবের সৈন্য এসে পড়েচে। সঙ্গে রয়েচেন নবাব নিজে।

ওয়াটস্। What !

ডাক্তার ফোর্থ। The Nabob himself!

অস্ফুট কলরব ধ্বনি হইল

ফাদার ট্রং। The Satan let loose! The Satan let loose!

ডাক্তার ফোর্থ। To Arms! To Arms, Britain's brave lads!

ইংরেজ নর নারী চঞ্চল হইয়া উঠিল। Rule Britania বাদ্য বাজিল

ওয়াটস্। To Arms! To Arms!

রাজবল্লভ। সাহেব তুমিও কি ক্ষেপে গেলে!

ওয়াটস্। কি করিবে! মৃত্যুকে আমরা ভয় করে না।

রাজবল্লভ। স্থির জেনো সাহেব, বাধা দিলে তোমাদের একটি লোকও জীবিত থাকবে না! নবাব কাশিমবাজার কুঠির চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করে দেবেন।

আবার কামানের শব্দ

ওয়াটস্। He mean to bombard this factory!

রাজবল্লভ। এখুনি লোক পাঠিয়ে দাও। নবাবকে জানাও তোমরা যুদ্ধের কোন আয়োজনই কর নাই। তবু কেন শান্তিকামী প্রজাদের উপর নবাবের এই ক্রোধ!

ওয়াটস্। You are perfectly right Rajah! Let the world know who is the aggressor and who are the sufferers. সকলে জানুক নবাব কিরূপ অত্যাচারী, বুঝুক তাহার রাজ্যে কেমন জুলুম হয়!

রাজবল্লভ। তোমার লোকদের শান্ত কর সাহেব।

ওয়াটস্। Steady lads! Every one to his place, এখন রাজা? এখন কি করিতে হইবে?

রাজবল্লভ। তোমরা আবার বুদ্ধির বড়াই কর! এতগুলো লোক ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে নবাব যে সন্দেহ করবেন। নবাবকে বুঝতে দাও আজ তোমাদের উৎসব, আমরা তোমাদের নিমন্ত্রিত অতিথি। নাচ হোক্, গান হোক্।

ওয়াটস্। Where is that the pretty nautch-girl? Hullo my love! Come here,

রাজবল্লভ। না, না। শুধু ও নাচলে চলবে না। তোমরা মেয়ে-পুরুষ হাত ধরাধরি করে নাচ।

আমিরচাঁদ। তাই কর সাহেব, তাই কর। রূপ-তরঙ্গে সিরাজ তলিয়ে যাবে।

জগৎশেঠ। যুদ্ধের কথা ভুলে যাবে।

ওয়াটস্। Ladies and gentlemen, let us have a dance.

নাচের বাদ্য বাজিতে লাগিল। ইংরেজ নর-নারীরা নৃত্য সুরু করিল

জগৎশেঠ। রাজা, ওরা ত নাচ সুরু করল! আমরা এবার সরে পড়ি।

রাজবল্লভ। নবাবকে আসতে দিন শেঠজী। এখন পালালেই বিপদ।

মীরজাফর। আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি; নবাব ত আমাদের নিষেধ করেন নি।

আলেয়া। আমার কি হবে শেঠজী?

জগৎশেঠ। তোমার ভয় কি সুন্দরী। তুমি সুরূপা, সাত খুন মাপ তোমার!

আলেয়া। নবাব যদি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান?

কামানের গোলা আসিয়া দেয়ালের একটা অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। নর-নারীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। নাচ ও গান বন্ধ হইয়া গেল।

ওয়াটস্। Look at that Rajah! নবাবের জুলুম দেখুন!

রাজবল্লভ। নাচ চালাও সাহেব। নাচ চালাও।

আবার বাজনা বাজিল। নাচ সুরু হইল। ওয়াটস্ ছুটিয়া আসিয়া রাজবল্লভকে কহিল :

ওয়াটস্। You are always right Rajah! They have stoped firing at us. উহারা আর গোলা ছুঁড়িবে না।

রাজবল্লভ। যুদ্ধের রীতি আমরাও জানি সাহেব।

রায়দুর্লভ জনকয়েক সৈনিক লইয়া প্রবেশ করিল

রায়দুর্লভ। নবাবের আদেশ, যার হাতে যে অস্ত্র আছে সব আমার সামনে রাখতে হবে।

ওয়াটস্। We carry no weapons when we dance. হাতিয়ার লইয়া আমরা জলসায় আসে না।

রায়দুর্লভ। ভালো। যে যেখানে আছেন স্থির হয়ে দাঁড়াবেন কি? নবাব এখনই আপনাদের দেখা দেবেন।

মীরজাফর। সেনাপতি রায়দুর্লভ!

রায়দুর্লভ। আদেশ করুন সিপাহসালার।

মীরজাফর। নিশীথে নিরস্ত্র নর-নারীকে আক্রমণ করেই কি আপনি বীরের খ্যাতি লাভ করতে চান্?

রায়দুর্লভ। আমি নবাবের ভৃত্য। তাঁর আদেশ পালনই আমার কাজ।

নকীব। (বাহির হইতে) নবাব মনসুরোল-মোলক-সিরাজদ্দৌলা-শাহকুলীখাঁ-মীরজা-মোহম্মদ-হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর!

রায়দুর্লভের সহচর। নবাব মনসুরোল-মোলক-সিরাজদ্দৌলা-শাহকুলী-খাঁ-মীরজা-মোহম্মদ--হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর!

প্রবেশদ্বার হইতে সকলে সরিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়াইলেন। নবাব দ্রুত পদবিক্ষেপে প্রবেশ করিয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। যে যেখানে ছিল, সকলে কুর্নিশ করিল। নবাব চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। গম্ভীর স্বরে হাঁকিলেন :

সিরাজ। ওয়াটস্!

ওয়াটস্ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখান হইতেই কুর্ণিশ করিলেন

ওয়াটস্। Your Excellency!

নবাব দ্রুত তাহার সামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সিরাজ। ড্রেক সাহেবকে তুমি কি খবর পাঠিয়েচ?

ওয়াটস্। স্মরণ হইতেছে না!

সিরাজ। এতবড় স্পর্দ্ধা তোমার যে, আমার রাজ্যে, আমারই আশ্রয়ে বাস করে, আমারই দেশে ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে, আমার আদেশ তোমরা অবহেলা কর। আমার অনুমতি না নিয়ে কাশিমবাজার কুঠিতে তুমি বহু অস্ত্র আমদানি করেচ, ড্রেক্ জানিয়েচে কলকাতার দুর্গ সংস্কার কিছুতেই স্থগিত রাখবে না। তোমরা ভেবেচ এই ঔদ্ধত্য আমি নীরবে সহ্য করব?

ওয়াটস্। মিঃ ড্রেক কি করিয়াছেন আমি জানি না Your Excellency!

সিরাজ। না জানলেও তোমাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কেন না তোমাদের কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবেই আমার দরবারে তুমি ঠাঁই পেয়েচ। তোমাকে যে সম্মান দেখানো হয়েচে, তা শুধু সেই কারণে। নইলে তোমার ব্যক্তিগত চরিত্রের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে আমি তোমার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গাধায় চড়িয়ে এ-দেশ থেকে বার করে দিতাম।

ওয়াটস্ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নবাবের দৃষ্টি আমিরচাঁদের উপর পড়িল।

আমিরচাঁদ!

আমিরচাঁদ ছুটিয়া আসিয়া কুর্ণিশ করিল

পাঞ্জাব থেকে বাংলায় এসে শাঠ্য আর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে তুমি যেমন নিজের, তেমি আমাদেরও সর্ব্বনাশের সূচনা করচ। সাবধান!

আমিরচাঁদ। আমি নবাবের গোলাম জাঁহাপনা।

সিরাজ। সিপাহসালার জাফর আলি খাঁ!

মিরজাফর কুর্ণিশ করিলেন

নবাবের সিপাহসালার আপনি। ওয়াটসের নিমন্ত্রণ রক্ষার আকুলতায় রাজধানী ছেড়ে আসবার আগে আপনি নবাবের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক মনে করেন নি।

মীরজাফর। জাঁহাপনা, কাশিমবাজারকে আমরা রাজধানীরই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি।

সিরাজ। আপনি আমার আত্মীয়। আমি আশা করি আমার বিপদকে আপনি নিজের বিপদ বলেই মনে করবেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, আমি যখন কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম হয়ে আপনার সাহায্য কামনা করি, আপনাকে তখন কাছে পাই না। অনুমানে হয় ত আপনি বুঝেছেন কলকাতার কুঠিয়ালদের শাস্তি দেবার উদ্দেশেই আমি রাজধানী থেকে বেরিয়েছি। আমার অনুরোধ যে, এই অভিযানে আপনি আমার সঙ্গে থেকে আমার শক্তিবৃদ্ধি করবেন।

রাজবল্লভ। জাঁহাপনা!

কুর্ণিশ করিলেন

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভ! আপনার মত উদার হিন্দু আমি আর একটি দেখি নি। হিন্দু হয়ে মুসলমানের এবং খৃষ্টানেরও আতিথ্য গ্রহণ করে আপনি উদারতার পরিচয় দিয়ে এসেচেন!

রাজবল্লভ নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিয়া মাথা নত করিলেন

আপনি কি বলতে চান বলুন।

রাজবল্লভ। কিছু বলবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, জাঁহাপনা। আমি শুধু আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চেয়েছিলাম।

সিরাজ। আপনাকেও আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে হবে। পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে বহুদিন দেখেন নি। একবার দেখে আসবেন চলুন।

নবাব জগৎশেঠের দিকে চাহিলেন। জগৎশেঠ সেলাম করিলেন

শেঠজী অবশ্য সুদের টাকার তাগিদ দিতেই এসেছিলেন! শেঠজীর বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছুই নেই। আর থাকলেও বলব না, যেহেতু টাকার আমারও দরকার! শেঠজী মুর্শিদাবাদেই থাকবেন।

জগৎশেঠ কুর্নিশ করিলেন

জগৎশেঠ। বাংলার নবাবের আদেশ পালন করে জগৎশেঠরা চিরকালই ধন্য। নবাবের প্রয়োজন আমি নিশ্চিতই পূর্ণ করব। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে জাঁহাপনা!

সিরাজ। বলুন!

জগৎশেঠ। সিপাহসালার জাফর আলি খাঁ, আর রাজা রাজবল্লভকে কলকাতায় নিয়ে গেলে রাজধানী মুর্শিদাবাদ কি একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে না? খবর পেয়ে শওকতজঙ্গ যদি রাজধানী আক্রমণ করেন?

সিরাজ। হুঁ। শেঠজী গুরুতর প্রশ্ন তুলেচেন।

রাজবল্লভ। জাঁহাপনার আদেশ পালন করতে আমরা বাধ্য। কিন্তু রাজধানীর নিরাপত্তাও আমাদের বিচার্য্য।

সিরাজ। তাই ত! বিনা মন্ত্রণায় কিছুই করা ঠিক না। গোলাম হোসেন!

গোলামহোসেন ছুটিয়া আসিল

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা!

পায়ের কাছে বসিয়া হাত জোড় করিয়া নবাবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

সিরাজ। কোথায় থাকিস উল্লুক?

গোলামহোসেন। পায়ের তলায় রয়েছি জনাব!

সিরাজ। বল্ ত বান্দা, সিপাহসালার আর রাজা রাজবল্লভকে কলকাতায় নিয়ে গেলে মুর্শিদাবাদের কোন ক্ষতি হবে কিনা?

গোলামহোসেন মীরজাফর আর রাজা রাজবল্লভকে দেখিল। তারপর কহিল

গোলামহোসেন। এ যে রাজনীতি জাঁহাপনা।

সিরাজ। এতদিন দরবারে রয়েছিস, রাজনীতি তুই আর বুঝিস না? —জানলেন শেঠজী, শুনুন রাজা, বহুত বুদ্ধি রাখে এই বান্দা।

গোলামহোসেন। জনাব, এক সময়ে একদল চোরের সঙ্গে আমায় থাকতে হ'তো। নগরে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় প্রাণী কি, তাই নিয়ে চোরের দলে একদিন তুমুল তর্ক।

সিরাজ। কি সাব্যস্ত হ'লো?

গোলামহোসেন। সাব্যস্ত হ'লো শেয়াল আর প্যাঁচা না থাকলে নাগরিকদের বড়ই ক্ষতি হয়।

সিরাজ। বটে!

গোলামহোসেন। শেয়াল ধূর্ত্ত, গর্ত্তে লুকিয়ে থাকে; পেচক অশুভ, আঁধার ছেড়ে আলোয় আসতে চায় না। কিন্তু তবুও শেয়াল প্রহর ঘোষণা ক'রে আর পেচক অমঙ্গলের আভাস দিয়ে নাগরিকদের উপকার সাধন করে। চোরের দল সেই থেকে শেয়াল আর প্যাঁচার পুজো দিতে লাগল।

পিছন হইতে আলেয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সিরাজ তাহার দিকে চাহিলেন। আলেয়া কুর্ণিশ করিল।

সিরাজ। ওয়াটস্।

ওয়াটস্। Your Excellency!

সিরাজ। তুমি আমাদের বন্দী।

ওয়াটস্। Your Excellency!

সিরাজ। তোমাকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যাব। আর তোমার এই কুঠিতে যত ইংরেজ বীর রয়েচে, সবাইকে বন্দীর মত আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যেতে হবে—শুধু পাদরী ষ্ট্রং মেয়েদের নিয়ে এখানে থাকতে পারবেন।—রায়দুর্ল্লভ!

রায়দুর্ল্লভ। জাঁহাপনা!

সিরাজ। এঁদের কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। পেছনে শত্রু রেখে যুদ্ধযাত্রা কোন কাজের কথা নয়।

আলেয়ার দিকে ফিরিয়া

তোমাকে তিরস্কার করা হয় নি সুন্দরী; পুরস্কারই তোমার প্রাপ্য।

গলা হইতে মুক্তার মালা খুলিলেন।

জগৎশেঠ। জাঁহাপনা ও মালা অত্যন্ত মূল্যবান!

সিরাজ হাতের মালার দিকে চাহিলেন, তারপর জগৎশেঠের দিকে। হাসিয়া কহিলেন:

সিরাজ। শেঠজি! আপনি মুক্তোর মূল্য যাচাই করেন, আর আমি পরখ করি নারী রত্ন।

আলেয়ার হাতে মালা দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। আলেয়া মালা বুকে চাপিয়া ধরিল। যবনিকা পড়িল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দরবার কক্ষ। সিরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট। কর্ম্মচারীরা যথাস্থানে উপবিষ্ট।
সভাসদদের মাঝে মীরজাফর, মোহনলাল, মীরমদন, রায়দুর্ল্লভ একদিকে—
অন্যদিকে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, ওয়াটস্, মঁসিয়ে লা দণ্ডায়মান।
গোলামহোসেন যথারীতি নবাবের পায়ের কাছে বসিয়া আছে।

সিরাজ। ওয়াটস্!

ওয়াটস্। Your Excellency.

সিরাজ। কলকাতা জয়ে যখন আমরা যাত্রা করি, তখন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলে। সুতরাং কলকাতা জয়ের ইতিহাস তুমি জান। তুমি জান যে কলকাতা জয় করে সেই নগরের নাম আমরা আলিনগর রাখি।

ওয়াটস্। জানে Your Excellency.

সিরাজ। আলিনগরে তোমাদের কোম্পানীর সঙ্গে যে সন্ধি হয়, তার সব সর্ত্তও তোমাদের জানা আছে। তোমাদের কোম্পানী সন্ধির সকল সর্ত্ত যাতে রক্ষা করে তারই জন্যে প্রতিভূরূপে তোমাকে মুর্শিদাবাদে রাখা হয়েচে। কোম্পানী সন্ধি-সর্ত্ত রক্ষা না করলে, যুদ্ধঘোষণার আগেই, তোমাকে আমরা তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে পারি, জান?

ওয়াটস্। জানে Your Excellency.

সিরাজ। তুমি প্রস্তুত হও।

ওয়াটস্। আমি জানিলাম না আমাদের অপরাধ!

সিরাজ। তোমাদের অপরাধ, সভ্যতার, শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করেচে। স্পর্দ্ধা তোমাদের আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেচে। শুধু শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় আমি এতদিন তোমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে এসেচি। কিন্তু ভদ্রতার অযোগ্য তোমরা!

ওয়াটস্। আপনার অভিযোগ বুঝিতে পারিলাম না!

সিরাজ। মুন্সীজি, য়্যাডমিরাল ওয়াটসনের পত্র!

মুন্সীজী একখানি পত্র বাহির করিলেন

সিরাজ। এই পত্র সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?

মুন্সী পত্র ওয়াটস্‌কে দিলেন। ওয়াটস্ পড়িতে লাগিলেন।

শেষের দিকে কি লেখা আছে?

ওয়াটস্। I now acquaint you, that the remainder of the troops, which should have been here long since (and which I hear the Colonel told you he expected) will be at Calcutta in a few days; that in a few days more I shall despatch a vessel for more ships and more troops and that I will kindle such a flame in your country as all the water in the Ganges shall not be able to extinguish.

সিরাজ। মুন্সীজী, এই পত্রের মর্ম্ম সভাসদদের বুঝিয়ে দিন।

মুন্সী পত্র লইয়া বাংলা তর্জ্জমা শুনাইলেন।

মুন্সী। কর্ণেল ক্লাইভ যে সৈন্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই কলিকাতায় পৌছিবে। আমি সত্বর আর একখানা জাহাজ মাদ্রাজে পাঠাইয়া সংবাদ দিব যে, আরো সৈন্য এবং আরো জাহাজ বাংলায় আবশ্যক। বাংলায় আমি এমন আগুন জ্বালাইব, যাহা গঙ্গার সমস্ত জল দিয়াও নিভানো যাইবে না।

সিরাজ। ওয়াটস্! এ ভীতি প্রদর্শনের অর্থ কি?

ওয়াটস্। Admiral এ-কথা লিখিয়াছেন কেন, আমি বুঝি না।

সিরাজ। বুঝিয়ে আমি দিচ্ছি। মুন্সীজি, ওয়াটসের পত্র!

মুন্সীজী পত্রখানা বাহির করিলেন।

আপনিই পড়ুন, ওর হাতে দেবেন না। আচ্ছা, ওকে একবার দেখিয়ে নিন।

ওয়াটস্ পত্র দেখিল।

বলতে পার যে, তোমার হাতের লেখা নয়?

ওয়াটস্। হাঁ, আমি লিখিয়াছে।

সিরাজ। পড়ুন মুন্সীজি!

মুন্সী। It is impossible to rely upon the Nabob and it will be wise to attack Chandernagore. নবাবের উপর নির্ভর করা অসম্ভব। চন্দননগর আক্রমণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সিরাজ। তোমাদের অভদ্রতার, ঔদ্ধত্যের, আরো পরিচয় চাও? জেনে রাখ, তাও আমি দিতে পারি। আমার সভাসদরা, আমার স্বদেশীয়রা তারস্বরে ঘোষণা করে—আমি নির্ব্বোধ, অত্যাচারী, বিলাস-সর্ব্বস্ব! কিন্তু আমি যে সকলের শয়তানির সন্ধান রাখি, তার সামান্য পরিচয় আজ দিয়ে রাখলাম। তুমি ওয়াটস্, তুমি আমারই দরবারে স্থান পেয়ে আমার সভাসদদের আমারই বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর,কলকাতায় ইংরেজদের উপদেশ দাও আমারই আদেশ লঙ্ঘন করে কাজ করতে। জান এর শাস্তি কি?

ওয়াটস্। Punish me, Your Excellency, if you will. I can only say that I have done my duty.

সিরাজ। এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার দরবার ত্যাগ কর। ভবিষ্যতে আর কখনো এ-দরবারে তুমি স্থান পাবে না। তোমার কোম্পানী যদি সদ্ব্যবহার দিয়ে আমাকে আবার খুসি করতে পারে, তা হ'লে কোম্পানীর

প্রতিনিধি হিসাবে কোন সচ্চরিত্র ইংরেজকে আমি দরবারে স্থান দোব, তোমাকে নয়—আর তাও এখন নয়। যাও।

ওয়াটস্। Farewell, Your Excellency!

নবাবকে কুর্ণিশ করিয়া ওয়াটস্ বাহির হইয়া গেলেন।

রাজবল্লভ। জাঁহাপনা!

সিরাজ। একটু অপেক্ষা করুন রাজা!—মঁসিয়ে লা!

মঁসিয়ে লা। At your command, Your Excellency.

সিংহাসনের সামনে গিয়া কুর্ণিশ করিলেন

সিরাজ। তোমাদের কাছে আমি লজ্জিত। তোমরা, ফরাসীরা, বহুদিন থেকেই বাংলাদেশে বাণিজ্য করচ। আমার সঙ্গে কখনো তোমরা অসদ্ব্যবহার কর নি। ইংরেজের সঙ্গে তোমাদের বিবাদ আজকার নয়, আর এ-দেশের কোন ব্যাপার নিয়েও নয়। সাগরের ওপারে তোমরা পরস্পর পরস্পরের টুঁটি চেপে মারলেও আমার কিছু বলবার থাকে না। আমার রাজ্যে তোমরা শান্ত হয়ে থাক, এই আমার কামনা। ইংরেজরা আমার সম্মতি না নিয়ে চন্দননগর অধিকার করেচে, সমস্ত ফরাসী বাণিজ্য কুঠি তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক এই মর্ম্মে দাবী উপস্থিত করেচে। তোমরা প্রতিকারের আশায় আমার কাছে উপস্থিত হয়েচ।

মঁসিয়ে লা। We have always sought for your protection, Your Excellency.

সিরাজ। কলকাতা জয়ে আর পূর্ণিয়ার শওকতজঙ্গের সঙ্গে সংগ্রামে আমার বহু লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হয়েচে। আমার মন্ত্রীমণ্ডলও যুদ্ধের পক্ষপাতী নন। এরূপ অবস্থায়, তোমাদের প্রতি আমার অন্তরের পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও, আমি তোমাদের জন্যে ইংরেজের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হতে পারি না। আমার এই অক্ষমতার জন্যে তোমরা আমাকে ক্ষমা ক'রো।

সভা কিছুকাল স্তব্ধ রহিল। ম'সিয়ে লা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া নবাবের দিকে চাহিলেন, ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন :

ম'সিয়ে লা। Your Excellency! you refuse us your help, your protection—though with great reluctance. I appreciate your feelings. I understand the predicament you are in. I am sorry for you. And I am sorry for ourselves. We have no other choice than to leave this land, which we have learned to love. Allow me, Your Excellency, to warn you, that you are in a great danger. On our departure from this land, the smothered flame will burst forth and will destroy your kingdom and people.

সিরাজ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন। ম'সিয়ে লা'র সামনে দাঁড়াইয়া কহিলেন :

সিরাজ। আমার বিপদ সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করে তুমি আমার প্রতি তোমার অন্তরের প্রীতিরই পরিচয় দিয়েচ। তোমার কথা আমার চিরদিনই মনে থাকবে। প্রয়োজন হ'লে আমি তোমাকে স্মরণ করব। তখন যেন আমাকে ভুলো না বন্ধু।

ম'সিয়ে লা। I know we shall never meet!

দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন।

Farewell, Your Excellency.

কুর্নিশ করিয়া চলিয়া গেলেন। সিরাজ তাঁহার পিছু পিছু খানিকটা অগ্রসর হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর দ্রুত ফিরিয়া রাজা রাজবল্লভের নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন :

সিরাজ। আপনি যেন কি বলবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, রাজা?

রাজবল্লভ। এখন সে কথা নিরর্থক।

সিরাজ হাসিয়া বলিলেন :

সিরাজ। জানেন ত! আমাকে কোন কথা বলেই লাভ নেই—সর্ব্ব-চিকিৎসার বাইরে আমি!

সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন

রাজবল্লভ। ওয়াটস্ সাহেবকে ওরকম করে বিদায় না দিলেও চল্‌ত।

সিরাজ ফিরিয়া আসিলেন

সিরাজ। ওয়াটস্-ক্লাইভ-ওয়াটসন্ কোম্পানীর কথা থাক, ইংরেজ-ফরাসী-পর্ত্তুগীজ প্রসঙ্গ পরিহার করুন। নিজেদের কথা বলুন রাজা, নিজেদের কথা ভাবুন।

জগৎশেঠ। ভাবা যখন উচিত ছিল, তখন যে কিছুই ভাবেন নি জাঁহাপনা!

সিরাজ দ্রুত তাহার দিকে ফিরিলেন

সিরাজ। সে অপরাধ কি বার বার আমি স্বীকার করি নি! আপনাদের সকল অভিযোগ অবনত মস্তকে আমি গ্রহণ করিচি। কখনো কোনো কটূক্তির প্রতিবাদ করিনি। আপনাদের স্পর্দ্ধা নিয়ে কখনও প্রশ্নও তুলি নি। আপনারা সারা দেশে আমার দুর্ণাম রটিয়েচেন, কর্ম্মচারীদের মনে অশ্রদ্ধা এনে দিয়েচেন, আত্মীয়-স্বজনের মন দিয়েচেন বিষিয়ে। আর কত হেয় আমাকে করতে চান আপনারা?

জগৎশেঠ। আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করে আমাদের লাভ?

সিরাজ। স্বার্থসিদ্ধি!

জগৎশেঠ। স্বার্থের সন্ধানে আমরা যদি নিযুক্ত থাক্‌তাম…

সিরাজ। বলুন, তা হ'লে?

জগৎশেঠ। তা হ'লে বাংলার সিংহাসনে এতদিনে অন্য নবাব বসতেন।

সিরাজ। এত বড় কথা আমার মুখের ওপর বলতে আপনার সাহস হয়!

জগৎশেঠ। আপনার উপদ্রবই আমাদের মনে এই সাহস এনে দিয়েচে।

সিরাজ। আমার উপদ্রব নয় শেঠজী, আমার সহিষ্ণুতাই আপনাদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে!

মীরজাফর। জাঁহাপনা, মানী-লোকের মানহানি করে আপনি আমাদের সকলেরই অপমান করেচেন।

সিরাজ। সকলে মিলে আপনারাই কি আমার কম অপমান করেচেন!

রাজবল্লভ। আমরা কেউ মিথ্যা কলঙ্ক রটাই নি।

সিরাজ। সত্যাশ্রয়ী রাজা! বলুন, সিংহাসনে আরোহণ করবার পরে, এই এক বছরের মধ্যে, কি অনাচার আমি করিচি? বলুন কটা রাত আমি নিশ্চিন্তে কাটিয়েচি, কটা দিন আপনারা আমাকে বিশ্রামের অবসর দিয়েচেন? বলুন।

রাজবল্লভ। আপনার দৈনন্দিন জীবনযাপন-প্রণালী আমাদের কণ্ঠস্থ থাকবার কথা নয়।

সিরাজ। অথচ কবে, কোথায়, কখন্, কোন্ অনাচার আমি করিচি, তা আপনারা নির্ভুল বলে দিতে পারেন!

রাজবল্লভ। পারি এই জন্যই যে পাপ কখনও চাপা থাকে না!

সিরাজ। পাপ যে চাপা থাকে না, হোসেনকুলী প্রাণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

রাজবল্লভের সম্মুখে গিয়া

নিজের জীবন দিয়ে কি আবার তা বুঝ্‌তে চান?

রাজবল্লভ মাথা নীচু করিলেন

শেঠজী, জাফর আলি খাঁ, আপনাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখুন!

মীরজাফর। এই তরবারি স্পর্শ করে আমি শপথ করচি জাঁহাপনা,

আপনি যদি মানী-লোকের এইরূপ অপমান করেন, তা হ'লে আপনার স্বপক্ষে কখনো অস্ত্র ধারণ করব না।

মোহনলাল। আজ পর্য্যন্ত ক'দিন তা ধারণ করেছেন, সিপাহসালার ?

মীরজাফর। পূর্ণিয়ার যুদ্ধে অপদার্থ শওকতকে হত্যা করে বুঝি এই স্পর্দ্ধা তোমার হয়েচে মোহনলাল ?

মীরমদন। কোনো যুদ্ধে কৃতিত্ব না দেখিয়েও আমি জিজ্ঞাসা করচি, কলকাতা জয় থেকে সুরু করে পূর্ণিয়া বিজয় পর্য্যন্ত কবে সিপাহসালার নবাবকে সাহায্য করেচেন ?

মীরজাফর। জাঁহাপনা! নীচের এই স্পর্দ্ধা!

মোহনলাল। নীচপদস্থ কর্ম্মচারীদের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের কাজের সমালোচনা করা উচিত নয়, এ-কথা যেমন আপনাদের সব সময়েই মনে থাকে, তেমন এ-কথাও মনে রাখা কি উচিত নয় যে, নবাবের কাজের সমালোচনাও সব সময়ে শোভন নয় ?

মীরমদন। এ রাজ্যের সকল প্রধান প্রধান সেনাপতি, আমীর ওমরাহ, রইস রাজা, মনে করেচেন নবাব একেবারে অসহায়; সিংহাসন রক্ষা ত নয়ই—আত্মরক্ষার শক্তিও তাঁর নেই। আমরা নবাবের নিমক বৃথাই খাই না, এ কথা তাঁদের মনে রাখা উচিত।

মীরজাফর। এই সব অর্ব্বাচীনকে দিয়েই যখন নবাবের কাজ চলবে, তখন চলুন রাজা রাজবল্লভ, চলুন শেঠজী, চলুন দুর্লভরায়, এই দরবার আমরা ত্যাগ করি। নবাব থাকুন তাঁর কর্ম্মক্ষম, শক্তিমান, পরম বিচক্ষণ মন্ত্রী আর সেনাপতিদের নিয়ে। গোলামহোসেন, মোহনলাল আর মীরমদন যখন রয়েচে, তখন আর ভাবনা কি ? চলুন !

রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, দুর্লভরায় প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

সিরাজ। দাঁড়ান।

সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন

দরবার ত্যাগ করতে হ'লে নবাবের অনুমতি নিতে হয়, এ কথাও আপনাদের মনে করিয়ে দিতে হবে ?

মীরজাফর। দরবার ত্যাগ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি জাঁহাপনা।

সিরাজ। বাধ্য হয়ে দরবার ত্যাগ করতে হবে আপনাদের তখন, যখন আপনাদের বন্দী করা হবে। মুন্সীজি, সিপাহসালারের কাছে ওয়াটস্ যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্র।

মুন্সীজী পত্র বাছিতে লাগিলেন

মীরজাফর। আমার কাছে ওয়াটস্ পত্র লিখেছিলেন !

সিরাজ। হাঁ, নবাবের সিপাহসালার ! খোজা পিক্রর মারফৎ ওয়াটস্ এই পত্রখানি আপনারই উদ্দেশে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের হস্তগত হয়েচে। দেখতে চান ?

মীরজাফর। নবাবের অনুগ্রহ।

সিরাজ। সভাসদদের শুনিয়ে দোব ?

মীরজাফর। পত্রের বিষয় ত আমি অবগত নই, জাঁহাপনা।

সিরাজ। সবাইকে শুনিয়ে আপনাকে লজ্জা দেব না। কেন না আপনি আমার সিপাহসালার। পত্রখানা আপনাকে দেখতেও দোব না, কেন না তা হ'লে যে উদ্দেশ্যে এই পত্র প্রেরিত হয়েছিল, তাই সিদ্ধ হবে !

মীরজাফর। জাঁহাপনা তা হ'লে কি করবেন স্থির করেচেন ?

সিরাজ। রাজদ্রোহে লিপ্ত প্রজা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত বিবেচনা করেন ?

মীরজাফর কোন কথা কহিলেন না

রাজা রাজবল্লভ কি বলেন ?

রাজবল্লভ। আমারও কোনো গোপন-লিপি কি জাঁহাপনা আবিষ্কার করেচেন ?

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভকে আমরা চিনি। তিনি কাঁচা কাজ করেন না। জাফর আলি খাঁ!

মীরজাফর। নবাব কি প্রকাশ্য দরবারেই আমার বিচার করতে চান?

নবাব তাঁহার দিকে চাহিলেন। তিনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন।

সিরাজ। জাফর আলি খাঁ! আজ বিচারের দিন নয়, সৌহার্দ্য স্থাপনের দিন! অন্যায় আমিও করেচি, আপনারাও করেচেন। খোদাতাল্লার কাছে কে বেশী অপরাধী তা তিনিই বিচার করবেন। আজ আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা যে, আমাকে শুধু এই আশ্বাস দিন যে, বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না।

রাজবল্লভ। এই দুর্দিনের জন্য কে দায়ী জনাব?

সিরাজ। আবারও বিচার রাজা!

রাজবল্লভ। বিচার নয় জাঁহাপনা। আমি বলতে চাই যে, এখনও সময় আছে। এখনও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে আপোষে নিষ্পত্তি সম্ভবপর।

সিরাজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে আপোষ! রাজা, ওয়াটসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও কি আপনারা তাদের মনোভাব বুঝতে পারেন নি? কলকাতায় সৈন্যসমাবেশ, চন্দননগর আক্রমণ, কাশিমবাজার অভিমুখে অভিযান, সবই কি শান্তিস্থাপনের প্রয়াস?

জগৎশেঠ। নবাব যদি কলকাতা আক্রমণ না করতেন, তা হ'লে এসব কিছুই আজ হ'ত না!

সিরাজ। কলকাতার দুর্গকে তারা যদি দুর্ভেদ্য করে তুলতে না চাইত, তা হ'লে আমাকেও কলকাতা আক্রমণ করতে হ'ত না। বাংলাদেশ অরাজক ছিল না। কোম্পানীর দুর্গ প্রতিষ্ঠারই কি প্রয়োজন ছিল বলতে পারেন?

মীরজাফর। আপনি আমাদের কি করতে বলেন জাঁহাপনা!

সিরাজ। সবার আগে বলি—বাংলার মান, বাংলার মর্য্যাদা, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে আপনারা আপনাদের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সর্ব্বরকমে আমাকে সাহায্য করুন। আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে যদি এই বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাই, তা হ'লে একদিন আপনারা আমার বিচারে বসবেন। সেদিন যে দণ্ড আপনারা দেবেন, আমি মাথা পেতে নোব। আমাকে অযোগ্য মনে করে আর কাউকে যদি এই সিংহাসনে বসাতে চান, আমি হৃষ্টমনে সিংহাসন ছেড়ে দোব।

সকলে নীরবে রহিলেন।

জাফর আলি খাঁ, আপনি শুধু সিপাহসালার নন, আপনি আমার পরম আত্মীয়। বিপদে আপন-জন জেনে বুকে ভরসা নিয়ে যার কাছে দাঁড়ানো যায়, সেই না আত্মীয়। লোভে পড়ে, অথবা মোহের বশে, মানুষ অনেক সময় অনেক অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে লোভ মোহ জয় করে যে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে, সেই ত পুরুষ! সে পৌরুষ আপনার আছে, আমি জানি।

একটু চুপ করিয়া সকলের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন :

রাজা রাজবল্লভ, ভাগ্যবান জগৎশেঠ, শক্তিমান রায়দুর্লভ, বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়—মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুল্‌বাগ এই বাংলা। অপরাধ আমি যা করিচি, তা মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছেই করিচি—আঘাত যা পেয়েচি, তাও মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছ থেকেই পেয়েচি। পক্ষপাতিত্বের অপরাধে কেউ আমরা অপরাধী নই। সুতরাং আমি মুসলমান বলে আমার প্রতি আপনারা বিরূপ হবেন না।

আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। আবার বলিলেন :

বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্য্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আল্পনা, জাতির সৌভাগ্য-সূর্য্য আজ অস্তাচলগামী; শুধু সুপ্ত সন্তান-শিয়রে রুদ্ধমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাঁকে আশা দেবে? কে তাঁকে ভরসা দেবে? কে শোনাবে জীবন দিয়েও রোধ করব মরণের অভিযান?

মীরজাফর। জাঁহাপনা, জনাব!

সিরাজ। আপনি! হাঁ আপনি সিপাহসালার, আপনিই তা পারেন।

মীরজাফর। আমি শপথ করচি জাঁহাপনা, আজ থেকে সর্ব্বসময়ে, সর্ব্বক্ষেত্রে, আপনার সহায়তা করব।

মোহনলাল। আমিও শপথ করচি সিপাহসালারের সকল নির্দ্দেশ মাথা পেতে নোব।

মীরমদন। তাঁর আদেশে হাসিমুখেই মৃত্যুকে বরণ করব।

সিরাজ। আমি আজ ধন্য! আমি ধন্য!

গোলামহোসেন। জনাব, পলাশীর কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছিলেন!

সিরাজ। হাঁ, পলাশী! সিপাহসালার, পলাশী-প্রান্তরে আমাদের সৈন্য সমাবেশ করতে হবে। ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানীর ফৌজ সেই পথেই এগিয়ে আসচে। আপনার আদেশ পালন করবার জন্য রায়দুর্ল্লভ, ইয়ারলতিফ, মোহনলাল, মীরমদন, সিনফ্রে, সবাই নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমিও আপনার আদেশবহ হয়ে থাকব। আপনাদের আর আমি দরবারে আবদ্ধ রাখব না। আপনারা পলাশী যাত্রার আয়োজন করুন গিয়ে!

প্রথমে সৈন্যাধ্যক্ষগণ এবং পরে সভাসদগণ দরবার ত্যাগ করিলেন। রহিলেন শুধু সিরাজ আর গোলামহোসেন। সিরাজ চারিদিকে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে

সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন, সামে ঝুঁইয়া পড়িয়া সিংহাসনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ঘাড় ঘুরাইয়া অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিলেন :

সিরাজ। গোলামহোসেন !

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা।

সিরাজ। সিংহাসন কি টল্‌ছে ?

গোলামহোসেন। না, জাঁহাপনা।

সিরাজ। ভালো করে দ্যাখ ত।

দুইজনেই সিংহাসন দেখিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে ঘসেটি বেগম প্রবেশ করিলেন, দাঁড়াইয়া দেখিলেন। তারপর কহিলেন :

ঘসেটি। ওখানে কি দেখচ মূর্খ, বিবেকের দিকে চেয়ে দ্যাখ !

সিরাজ। কে !

দ্রুত ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ঘসেটিকে দেখিলেন। হাসিয়া কহিলেন :

ও আপনি !

ঘসেটি কাছে অগ্রসর হইলেন

কাজ আছে ? তা স্মরণ করলেই ত দেখা করতাম।

ঘসেটি। নবাবের অবসরের বড়ই অভাব, না ?

সিরাজ। বিপদ এম্নি ঘনিয়ে আস্‌চে যে, একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়িচি।

ঘসেটি। এখনও বিপদ ? ঘসেটি বেগম তোমার বন্দী, শওকতজঙ্গ রণক্ষেত্রে নিহত, প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোথাও নেই, এখনও বিপদের ভয় !

সিরাজ। কোম্পানীর ফৌজ কাশিমবাজার অভিমুখে অভিযান করেচে।

ঘসেটি। করেচে !

সিরাজ। সেই সংবাদই পেয়েচি।

ঘসেটি। তা হ'লে মুর্শিদাবাদেও তা'রা আসবে ?

সিরাজ। তেমন দুর্দ্দিন কে কামনা করে মা!

ঘসেটি। দুর্দ্দিন না সুদিন?

সিরাজ। সুদিন!

ঘসেটি। সুদিন নয়? ঘসেটির বন্ধন মোচন হবে, সিরাজের পতন হবে, সুদিন নয়?

সিরাজ। আপনি বুঝতে পারচেন না, আপনি কি বল্‌চেন!

ঘসেটি। বেশ বুঝতে পারচি। অন্তরে যে কথা দিন-রাত গুমরে গুমরে মরছে, তাই আজ ভাষায় প্রকাশ করচি। মাসীকে তুমি গৃহ-হারা করেচ, মাসীর সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েচ, মাসীকে দাসী ক'রে রেখেচ। মাসী তা ভুলবে?

সিরাজ। অকারণে অভাগাকে আর তিরস্কার করবেন না।

ঘসেটি। অকারণে!

সিরাজ। নয় কি?

ঘসেটি। মতিঝিল কে অধিকার করেচে? আমার সঞ্চিত সম্পদ কে হস্তগত করেচে? কে আমার পালিত-পুত্রকে সিংহাসন থেকে দূরে রেখেচে? তুমি নও, দস্যু?

সিরাজ। মতিঝিল আপনারই রয়েচে মা।

ঘসেটি। তা হ'লে সেখানে যাবার অধিকার কেন আমার নেই?

সিরাজ। রাজনীতিক কারণে।

ঘসেটি। তোমার রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ? আমার রাজ্য নাই, তাই আমার কাছে রাজনীতিও নাই—আছে শুধু প্রতিহিংসা। এই প্রতিহিংসা আমার পূর্ণ হবে সেইদিন—যেদিন তোমার এই প্রাসাদ অপরে অধিকার করবে, তোমাকে ঐ সিংহাসন থেকে ঠেলে ফেলে শওকতজঙ্গের মতো কেউ সেদিন তোমাকে...

লুৎফা ছুটিয়া আসিল

লুৎফা। মা, মা, তোমার মুখের ও-কথা শেষ ক'রো না মা!

ঘসেটি। নবাব-মহিষী!

লুৎফা। নবাব-মহিষী নই মা, তোমার কন্যা!

ঘসেটি। নবাব-মহিষী নও? আজ ভাবচ খুবই বিনয় করলে, কিন্তু দুদিন বাদে ওই কথাই সত্য হবে। এই আমার মত জীবন যাপন করতে হবে!

লুৎফা। নবাব!

ঘসেটি। নবাব-মহিষী এই বাঁদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করচেন নবাব। বাঁদীকে দণ্ড দিয়ে মহিষীকে খুসি করুন!

লুৎফা। জাঁহাপনা, ওঁকে ওঁর প্রাসাদে ফিরে যেতে দিন।

সিরাজ। দোব লুৎফা—সময় এলেই পাঠিয়ে দোব।

ঘসেটি। এখনো আশা—সময় আসবে?

লুৎফা। অমন করে ওকথা বলো না মা। বুক আমার কেঁপে ওঠে।

ঘসেটি। তোমার বুক কেঁপে ওঠে! আর আমার বুক যে জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, তা কি তোমরা বুঝেচ, না কখনো বুঝতে চেয়েচ? অনাথা বিধবা আমি, নিজের গৃহে দুঃখকে সাথী করে পড়েছিলাম, অত্যাচারের প্রতিকারে অক্ষম হয়ে ডুকরে কেঁদে সান্ত্বনা পেতাম। তোমরা তাতেও বাদ সাধলে, ছল করে ধরে এনে পাপ-পুরীতে বন্দিনী করে রাখলে। তোমাদের আমি ক্ষমা করব!

সিরাজ। আর আমরাই বুঝি ক্ষমা করব বিদ্রোহিনীকে! মায়ের মত সম্মান দিয়ে মায়ের বোনকে মায়ের পাশেই বসিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। তোমার তা ভাল লাগচে না! আজ ভয় হচ্ছে শেষটায় না বাধ্য হয়ে তোমাকে বন্দিনীর মতোই কারাগারে স্থান দিতে হয়।

লুৎফা। নবাব! জাঁহাপনা।

সিরাজ। ঘরে বাইরে প্রতিনিয়ত এই বাক্যজ্বালা আমি আর সইতে

পারি না লুৎফা! এমন কোন অপরাধ আমি করি নি, যার জন্যে সকলের কাছে সব সময়ে অপরাধীর মতো আমাকে করযোড়ে থাকতে হবে!

দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিলেন

ঘসেটি। অপরকে বঞ্চিত করে যে সিংহাসন পেয়েচ, সে সিংহাসন তোমাকে শান্তি দেবে ভেবেচ?

সিরাজ। আমি জানি কেমন ক'রে ওদের কণ্ঠ রোধ করা যায়, কেমন করে স্পর্দ্ধায় উন্নত ওদের শির আমার পায়ের তলায় নুইয়ে দেওয়া যায়। শুধু আমার মুখের একটি কথা, চোখের একটি ইঙ্গিত সাপেক্ষ। আমি তা'ও পারি না। পারি না শুধু আমি কঠোর নই বলে, পারি না শুধু পরের ব্যথায় আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে বলে।

ক্ষোভে দুঃখে সিরাজ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। লুৎফা তাঁহার কাছে গিয়া কহিলেন:

লুৎফা। নবাব, জাঁহাপনা, আপনার চোখে জল? আমি যে সইতে পারি না।

ঘসেটি। আজকার এ কান্না শুধুই বিলাস। কিন্তু এ কান্নার বিরাম নেই। চোখের জলে নবাব পথ দেখতে পাবেন না। বেগমকে আজীবন আমারই মত কেঁদে কাটাতে হবে। আমিনা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবে! পলাশী-প্রান্তরে রণকোলাহল ছাপিয়ে উঠবে ক্রন্দন-রোল! সিরাজের নবাবীর এই পরিণাম!

ঘসেটি চলিয়া গেলেন। নবাব তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, লুৎফা তাঁহাকে ধরিলেন

সিরাজ। বল্‌তে পার লুৎফা, বল্‌তে পার, ওই ঘসেটি বেগম মানবী না দানবী?

লুৎফা। ওকে ওর প্রাসাদে পাঠিয়ে দিন জাঁহাপনা। ওর সঙ্গে থাকতে আমার ভয় হয়। মনে হয়, ওর নিশ্বাসে বিষ, ওর দৃষ্টিতে আগুন, ওর অঙ্গ-সঞ্চালনে ভূমিকম্প!

সিরাজ। মাত্র পনেরোটি মাস আমি রাজত্ব করচি, লুৎফা। এই পনেরো মাসে আমার এম্নি অভিজ্ঞতা হয়েছে, মানুষের এম্নি নির্ম্মমতার পরিচয় আমি পেয়েচি যে, কোনো মানুষকে শ্রদ্ধাও করতে পারি না, ভালোও বাসতে পারি না।

লুৎফা। চলুন জাঁহাপনা, একটু বিশ্রাম করবেন।

সিরাজ। বিশ্রাম! বিশ্রামের অবসর হবে পলাশীর পর।

লুৎফা। পলাশী! সে কি জাঁহাপনা?

সিরাজ। তুমি এখনও শোন নি! পলাশীর মাঠে আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা।

লুৎফা। আবার যুদ্ধ! জাঁহাপনা?

সিরাজ। পনেরো মাসের নবাবী লুৎফা। তার মাঝে পুরো একটি বছর যুদ্ধে, ষড়যন্ত্রভেদে, গুপ্তচর পরিচালনায় অতিবাহিত হয়েচে। এইবার হয় ত শেষ যুদ্ধ!

লুৎফা। শেষ যুদ্ধ!

সিরাজ। যদি জয়ী হই, তা হ'লে হয় ত আর যুদ্ধ হবে না—আর যদি পরাজিত হই, তা হ'লে ত নয়ই!

লুৎফা। পলাশী!

সিরাজ। পলাশী! লাখো লাখো পলাশ-ফুলের অগ্নি-বরণে কোন-দিন হয় ত পলাশীর প্রান্তর রাঙা হয়ে থাকত, তাই আজও তার বুকে রক্তের তৃষা। জানি না, আজ কার রক্ত সে চায়। পলাশী, রাক্ষসী পলাশী!

নবাব বাহির হইয়া গেলেন। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। করুণ সুরে বাদ্য বাজিল। যবনিকা পড়িল

দ্বিতীয় দৃশ্য

আলেয়ার দ্বিতলের কক্ষ। পিছন দিকের একটি বড় জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে অষ্টমির চাঁদ যেন নারিকেল গাছের মাথা স্পর্শ করিতে চাহিতেছে। ঘরে মৃদু আলো। জানালার কাছে আসিয়া আলেয়া গান গাহিতেছে। মীরজাফরপুত্র মীরণ প্রবেশ করিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিল। গান শেষ করিয়া আলেয়া মুখ ঘুরাইয়া মীরণকে দেখিল

আলেয়ার গান

সখি, শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পীরিতি
মম জীবন-মরণের সাথী।
জনম জনম কব, মাধব, মাধব,
ওই ধ্যানে রব দিন রাতি !
আমি ওই ধ্যানে রহিব—
ভুলি গৃহকাজ, ভুলি লোকলাজ,
আমি ওই ধ্যানে রহিব,
কৃষ্ণকালি মেখে কলঙ্ক-পশরা হাসিমুখে বহিব।
শ্যাম মাথার মণি, শ্যাম মালার মণি,
(সখি) শ্যাম মোর নয়ন-তারা।
কৃষ্ণ মোর কৃষ্ণ-নয়ন তারা।
তৃষিত জীবনে শ্যাম নাম মোর শীতল সুরধুনি ধারা।
প্রাণ জুড়াইব,
ওই সুরধুনি ধারায় প্রাণ জুড়াইব।
দারুণ বিরহ-দহন জুড়াইতে শ্যাম নাম সুরধুনি-ধারা।

আলেয়া। মীরণ ! কখন এলে ?

মীরণ। এসেছি বলে খুসী হয়েচ, মনে হচ্ছে না ত।

আলেয়া। ব'স। ওই একই ধরণের কথা আর ভাল লাগে না।

মীরণ। ভালো খবরও আছে!

আলেয়া। লোভ না দেখিয়ে শুনিয়েই দাও।

মীরণ। খুব বড় একটা জলসার আয়োজন।

আলেয়া। আঃ! বাঁচালে!

মীরণ। বলিনি, তোমার জীবনে আনন্দ দিতে পারি শুধু আমি।

আলেয়া। দ্যাখ, জীবনে আজ আমি চাই শুধু উত্তেজনা। ভাববার একটুও সময় চাই না। চলতে চাই উল্কার বেগে।

মীরণ। গান শুনে তা মনে হচ্ছিল না ত।

আলেয়া। যে মন নিয়ে ওই গান গেয়েছিলাম, সেই মনই আমি বদলে ফেলতে চাই।

মীরণ। তা হ'লে আমার সঙ্গে ঝুলে পড়—আমি তোমাকে এক নতুন জগতে নিয়ে যাব।

আলেয়া। তুমি!

মীরণ। বিশ্বাস হয় না?

আলেয়া। না। তোমার চোখের কোণে নিষ্ঠুরতা নাচে। তোমার ঠোঁটে ছলনার চাপা-হাসি। তুমি নও মীরণ, তুমি নও।

মীরণ। নাই বা হলাম তোমার আদর্শ প্রেমিক। ছেড়ে দাও সে সব কথা। এখন জলসার কথাই শোন। মুর্শিদাবাদে গুরুগম্ভীর লোক আর কেউ থাকবে না। তাই বিরামহীন জলসার আয়োজন।

আলেয়া। নবাব কি তাঁর আমির-ওমরাহদের নিয়ে মক্কায় চলে যাচ্ছেন?

মীরণ। দুর্ম্মতি সিরাজের কি সে সুমতি হবে?

আলেয়া। তবে?

মীরণ। যুদ্ধে চলেচেন সবাই!

আলেয়া। আবার কার সঙ্গে যুদ্ধ?

মীরণ। ষাঁড়ের সঙ্গে। আর জান ত ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে। বাঘও ওৎ পেতে রয়েচেন।

আলেয়া। সেই বাঘের আবার বাচ্চা আছে!

মীরণ। বাঘ সিংহাসন পেলে, বাচ্চাই হবে সাহাজাদা। তখন কিন্তু তুমি তাকে উপেক্ষা করো না।

আলেয়া। সিংহকে যে নাচায়, বাঘের বাচ্চাকে সে পলুতেয় করে দুধ খাওয়ায়—উপেক্ষা করে না।

মীরণ। কথা শুনে তারিফ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু একটু ত্রুটি রয়ে গেল।

আলেয়া। পণ্ডিত আছেন, শুধরে দিন।

মীরণ। সিরাজ সিংহ নয়; শেয়াল, শেয়াল!

আলেয়া। তা হ'লে বাঘটাও আসলে ফেউ।

মীরণ। আর বাচ্চাটা?

আলেয়া। ও জাতেরই নয়, একেবারে ছুঁচো।

মীরণ। তুমি আমায় ছুঁচো বলচ!

আলেয়া। হায় অরসিক! কথা হচ্ছিল হেঁয়ালিতে, আবার বাস্তবতা কেন?

মীরণ। হেঁয়ালি নয়। সত্যই যুদ্ধ। নবাব তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পলাশী চলেচেন। আর ওদিকে থেকে আসচে ক্লাইভ, মাদ্রাজের মদ্দ বীর। চুলোয় যাক্ ও-সব কথা! ওরা পলাশীতে যুদ্ধ করবে আর মুর্শিদাবাদে আমরা চালাব হরদম নাচ-গান। রাজি?

আলেয়া। দূর! যুদ্ধের চেয়ে বড় উত্তেজনা কিসে? আমি যুদ্ধেই যাব।

মীরণ। যুদ্ধে যাবে কি!

আলেয়া। হাঁ, তাই যাব।

মীরণ। না, না, সে আমি পছন্দ করি না।

আলেয়া। না কর, সরে পড়।

মীরণ। যুদ্ধের খবরটা তোমাকে দিয়ে ত অন্যায় করিচি।

আলেয়া। তুমি না দিলেও খবর আমি পেতাম।

মীরণ। নবাব নিজে আসতেন তোমাকে খবর দিতে?

আলেয়া। অসম্ভব মনে কর কেন?

মীরণ। একগাছা মুক্তোর মালা পেয়েই এত আশা।

আলেয়া। আমি ত বানর নই যে, মুক্তোর কদর বুঝ্‌ব না।

মীরণ। তা হ'লে কথাটা বলি, তোমার নবাব যুদ্ধ থেকে ফিরতে নাও পারেন।

আলেয়া। সিন্নী চড়িয়েচ নাকি?

মীরণ। না, কোঁৎকার ব্যবস্থা হয়েছে।

আলেয়া। আহা! আমি ত সঙ্গেই থাকব, দেখি কার কোঁৎকা কে হাঁকড়ায়।

মীরণ। মুখে যত বড়াই করচ, মন ততই মুসড়ে পড়চে। শুনে রাখ সুন্দরী, পলাশীতেই সিরাজের সমাধি!

কথাটা আলেয়ার বুকে বাজিল। সে সহসা জবাব দিতে পারিল না

কি! মুখখানা যে শুকিয়ে গেল? চোখে এল জল! সন্দেহ হয়েই ছিল, আজ পেলাম প্রমাণ! নবাবের গলার মালা বুকেও জালা জাগিয়েচে!

আলেয়া চেষ্টা করিয়া হাসিয়া কহিল:

আলেয়া। ভুল করলে। যে মালা জালা দেয়, সে মালা আমরা ছুঁড়ে ফেলি।

মীরণ। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও! কি বল?

আলেয়া। তোমার জলসার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। যুদ্ধে যদি না যাই, জলসা জাঁকিয়ে তুলবো। এবার তুমি বিদেয় হও।

মীরণ। তোমার অপ্রীতি ক্ষতিরই কারণ। তাই আপাতত চল্লাম! কাল আবার দেখা হবে।

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

আলেয়া। এত সহজে তুমি যাবে, তা কিন্তু ভাবি নি।

মীরণ ফিরিয়া দাঁড়াইল

মীরণ। সহজেই যারা যায়, ফিরে আসবার সহজ পথটাই তারা খোলসা রাখে।

হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আলেয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সহচরী ললিতা প্রবেশ করিল

ললিতা। রাজা এক ঝাঁকা ফুল পাঠিয়েচেন।

আলেয়া। কোন্ রাজা?

ললিতা। রাজা রাজবল্লভ।

আলেয়া। পথে ছড়িয়ে দে। পথিকরা পায়ে দলে চলে যাক।

ললিতা। শেঠজী মিষ্টান্ন পাঠিয়েচেন।

আলেয়া। আস্তাকুঁড়ে ফেলে দে!

ললিতা। কি বলছ তুমি!

আলেয়া। যা বলচি, ঠিক বলচি।

ললিতা। তোমার শরীর কি আজ ভালো নেই?

আলেয়া। না।

ললিতা। মাথা ধরেচে?

আলেয়া। হাঁ।

ললিতা। তা আগে কেন বল নি? আর এখনই বা অমন কাঠ

হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন? এস আমার কোলে মাথা রেখে একটুখানি শুয়ে থাক! আমি তোমার মাথা টিপে দি।

আলেয়া। না, না, কিছুই তোকে করতে হবে না।

ললিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আলেয়া তাহার দিকে ফিরিয়া রহিল:

এতবড় স্পর্দ্ধা ওই মীরণের যে আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকেই অতবড় অমঙ্গলের কথা শুনিয়ে গেল!

ললিতা। কি অমঙ্গলের কথা?

আলেয়া। বল্লে, পলাশীতেই সিরাজের সমাধি!

ললিতা। ও কথার মানে কি?

আলেয়া। তুই চলে যা আমার সুমুখ থেকে। আমার কথা কেউ বুঝবে না—কেউ বুঝবে না আমার ব্যথা।

উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ললিতা তাহার পাশে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল:

ললিতা। কি কষ্ট তোমার হচ্ছে আমায় বল।

আবার মাথা তুলিয়া কহিল:

আলেয়া। আমায় একটু একা থাকতে দে। আমি এখন কাউকে সইতে পারচি না, তোকেও না।

ললিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিল। আলেয়া আবার উপুড় হইয়া পড়িল। ললিতা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আলেয়ার দেহ থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সিরাজ প্রবেশ করিলেন। স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। ডাকিলেন:

সিরাজ। আলেয়া!

আলেয়া। কে! নবাব!

দ্রুত মাথা তুলিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। নিজের চোখকে যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিল না

সিরাজ। ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?

আলেয়া জবাব দিল না। ধীরে ধীরে উঠিল। সিরাজের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে কুর্ণিশ করিল

এলাম একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে—হয়ত শেষ দেখা।

আলেয়া সিরাজের দিকে চাহিল ! অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিল :

আলেয়া। শেষ দেখা !

সিরাজ। কাল যুদ্ধে যাব। আর যদি না ফিরি !

আলেয়া দৃষ্টি নামাইল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল :

আলেয়া। এত রাতে একা আসা কি ভাল হয়েচে জনাব ?

সিরাজ চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন :

সিরাজ। কোন বাধা আছে, আমি তা ভাবি নি।

আলেয়া তাহার দিকে চাহিয়া কহিল :

আলেয়া। বাধা নেই কিন্তু বিঘ্ন আছে। আপনি ত জানেন, আপনি অজাতশত্রু নন।

সিরাজ। নিজেকে বাঁচাবার অবিরাম চেষ্টা আমি করে এসেচি। কিন্তু মজা এই আলেয়া, নিজেকে যতই বাঁচিয়ে চলতে চেয়েচি, ততই পেয়েচি আঘাত। তাই কোন চেষ্টাই আর করব না। তুমি ত আমায় বসতে বল্লে না।

আলেয়া আবার কুর্ণিশ করিল

আলেয়া। সাহস পাই নি জাঁহাপনা।

সিরাজ নিজেই গিয়া বসিলেন

সিরাজ। প্রাসাদে আর যাও না কেন ?

আলেয়া। আর ত প্রয়োজন হয় না।

সিরাজ। খোজা পিক্রুর কাছ থেকে যে পত্রখানা তুমি হস্তগত করেছিলে, তা খুব কাজে লেগেচে।

আলেয়া। শুনে সুখী হলাম জাঁহাপনা!

সিরাজ। যুদ্ধে যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করতে কেন এলাম জান?

আলেয়া। আপনি যে আমাকে অনুগ্রহ করেন, তাই বোঝাতে।

সিরাজ। না।

আলেয়া। তবে।

সিরাজ। তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে যাব বলে।

আলেয়া। নবাব কৈফিয়ৎ দেবেন সমাজ-পরিত্যক্তা সামান্যা এক নর্ত্তকীকে?

সিরাজ। আমি জানি এ নর্ত্তকী সামান্যা নয়।

আলেয়া। আমি জানি আমি সামান্যা; আর আমি গুপ্তচর, তাই আমি ঘৃণ্যাও।

সিরাজ। তুমি গুপ্তচর!

আলেয়া। আপনি ত জানেন জাঁহাপনা, আত্মগোপন করে আপনার জন্যে অনেক সংবাদ আমি সংগ্রহ করিচি। যাদের কাছ থেকে সে সংবাদ সংগ্রহ করিচি, তারা আমায় কি চোখে দেখে, বলুন ত। আপনিই কি গুপ্তচর সন্দেহে আমাকে একদিন হত্যা করতে চান নি?

সিরাজ। কিন্তু সেদিন মোহনলাল যা বলেছিল, তা আমি ভুলি নি। আলেয়া! মোহনলাল বলেছিল, ওর সব গেছে, কিন্তু ওর দেশপ্রেম যায় নি। তোমার দেশের ইষ্ট হবে জেনে তুমি ও-কাজ করেচ, আমার তুষ্টির জন্যও নয়, পুরস্কারের লোভেও নয়।

আলেয়া। মোহনলাল আমার মনের কথা কি করে জানবে জাঁহাপনা।

নবাব উঠিলেন। আলেয়ার কাছে গিয়া কহিলেন :

সিরাজ। নিজেকে তুমি এমন করে প্রচ্ছন্ন রাখতে চাও কেন?

আলেয়া। নিজের লজ্জা গোপন রাখবার জন্যে।

সিরাজ। আলেয়া! জীবনে বহু নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েচে; কিন্তু তোমার মত কাউকে দেখিনি। প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় নারী চেয়েচি, পেয়েচিও! নারীকে তখন দেখেচি শুধু ভোগের সামগ্রীর মত। আজ সে উন্মাদনা নাই। আজ নারীর কাছে আমার নানা দাবী। রাজ্য যা দিতে পারে না, প্রভুত্ব যা দিতে পারে না, পরাক্রম যা দিতে পারবে না, অথচ যা না পেলে জীবন মরুভূমির মত শুষ্ক হয়ে যায় তাই আজ আমি চাই নারীর কাছে। লোকে বলে এ লালসা। আমি জানি এ লালসা নয়। এ হচ্ছে নরের অন্তরের একান্ত স্বাভাবিক এক দাবী।

আলেয়া। এই কৈফিয়ৎ দিতেই কি আপনি এসেচেন জাঁহাপনা?

সিরাজ। হাঁ। কিন্তু কেন তা বোঝ?

আলেয়া। না।

সিরাজ। তুমি কাঁপচ কেন আলেয়া?

আলেয়া। নবাবের সঙ্গে নিভৃতে কথা কইবার অভ্যাস নেই বলে।

সিরাজ। তোমার কি ভয় হচ্চে আলেয়া?

আলেয়া। হাঁ। নিজেকে বুঝি আমি আর সামলাতে পারি না জাঁহাপনা!

সিরাজ। তোমার কি হয়েছে আলেয়া?

আলেয়া। বড্ড কষ্ট হচ্ছে জাঁহাপনা, আমাকে একটুকালের জন্য অবসর দিন। আমি নিজেকে সুস্থ করে ফিরে আসি।

নবাবের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল। নবাব বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর ডাকিলেন

সিরাজ। গোলামহোসেন!

নিঃশব্দে গোলামহোসেন প্রবেশ করিল। তাহার দু'গাল বাহিয়া অশ্রু গড়াইতেছে। নবাব তাহার দিকে চাহিয়া আরো বিস্মিত হইলেন

তোমার চোখে জল কেন গোলামহোসেন ?

গোলামহোসেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কড়িকাঠ গুণছিলাম, দু'চোখেই প'ল বালি।

দুই হাতে চোখ মুছিল

আপনি একা এখানে কেন জাঁহাপনা !

সিরাজ। এতদিন ধরে দেখচ,জাননা সর্ব্বত্রই আমি একা! চল গোলামহোসেন প্রাসাদে ফিরে চল। আলেয়াকে যা বলবার ছিল, তা বলা হয়েচে।

গোলামহোসেন। তারও বলবার কথা থাকতে পারে জাঁহাপনা !

সিরাজ। কোথায় সে!

গোলামহোসেন। এখুনি আসবে জাঁহাপনা! আমি বাইরে অপেক্ষা করচি।

গোলামহোসেন বাহিরে চলিয়া গেল। সিরাজ চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আলেয়া প্রবেশ করিয়া কুর্ণিশ করিল

আলেয়া। বেয়াদপী মাপ করবেন জাঁহাপনা।

সিরাজ। আশা করি এখন সুস্থ হয়েচ।

আলেয়া। হাঁ, আপনার দয়ায়।

সিরাজ আবার গিয়া বসিলেন

সিরাজ। সেদিন তোমার গান বড় ভালো লেগেছিল আলেয়া! অবসর সময় ভেবেছিলাম একখানা গান শুনে যাব! শোনবার অবসর যদি আর না পাই।

আলেয়া। আপনার আদেশ অমান্য করবার শক্তি আমার নেই।

সিরাজ। কিন্তু তোমার শরীর আজ অসুস্থ।

আলেয়া। হ'লই বা! কাল যুদ্ধ!

সিরাজ। আলেয়া, যদি আর ফিরে না আসি?

আলেয়া কোন কথা কহিল না। জানালার কাছে গিয়া বসিল। কিছুকাল পরস্পর পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। আলেয়া গান সুরু করিল।

আলেয়ার গান

পথহারা পাখী কেঁদে ফিরি একা
আমার জীবনে শুধু আঁধারের লেখা।
বাহিরে অন্তরে ঝড় উঠিয়াছে,
আশ্রয় যাচি হায় কাহার কাছে—
বুঝি দুঃখ-নিশি মোর, হবে না হবে না ভোর,
ফুটিবে না আশার আলোক রেখা॥

গানের শেষের দিক হইতে মঞ্চের আলো নিষ্প্রভ হইয়া মঞ্চ একবার অন্ধকার হইয়া যাইবে। গানের সুর তখনো শোনা যাইবে। ক্রমে তাহাও থামিয়া যাইবে। বাহিরে প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিবে, সেই অস্পষ্ট আলোকে দেখা যাইবে সিরাজ ও আলেয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বাহিরে আলো স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে, সেই সময় মীরমদন প্রবেশ করিবে

মীরমদন। জাঁহাপনা!

সিরাজ ও আলেয়া চমকিয়া সরিয়া বসিলেন। মীরমদন কুর্ণিশ করিয়া কহিল:

যাত্রার সময় উপস্থিত।

সিরাজ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্রুতপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। ঘরের মাঝখানে আসিয়া আলেয়ার দিকে চাহিলেন, কহিলেন:

সিরাজ। সুপ্রভাত আলেয়া! আজ আমার সুপ্রভাত!

মীরমদন পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। সিরাজ অগ্রসর হইলেন, আলেয়াও আগাইয়া

আসিল। সিরাজ বাহির হইয়া গেলেন। মীরমদন অনুগমন করিল। আলেয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে বাজনা শোনা গেল। আলেয়া আবার জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। গোলামহোসেন প্রবেশ করিল। মৃদুকণ্ঠে ডাকিল :

গোলামহোসেন। আলেয়া!

আলেয়া শুনিতে পাইল না। গোলামহোসেন আবার ডাকিল :

আলেয়া!

আলেয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া দিল। গোলামহোসেন আর ডাকিল না। ধীরে ধীরে ঘুরিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। আলেয়া এইবার মাথা ঘুরাইয়া তাহাকে দেখিতে পাইল। ডাকিল :

আলেয়া। পুরন্দর!

গোলামহোসেন তাহার দিকে ফিরিল। তাহার মুখে হাসি চোখে জল। আলেয়া তাহার কাছে আসিল

গোলামহোসেন। নবাব এই পথেই যাবেন, কিন্তু তার দেরি আছে· আলেয়া!

আলেয়া। তুমি কখন এলে?

গোলামহোসেন। নবাবের সঙ্গে।

আলেয়া। নবাব কি আবার এসেচেন?

গোলামহোসেন। আমি কাল রাতের কথা বলচি আলেয়া।

আলেয়া। সারারাত তুমি বাইরে ছিলে!

গোলামহোসেন। রাত জেগে চোখ জ্বালা করচে। আর চোখ দিয়ে জলও পড়চে।

আলেয়া। আরো কতকাল তুমি নবাবের ভাঁড় হয়ে থাকবে?

গোলামহোসেন। শুনেচি এক চোর সাধুর ভেক নিয়ে সাধু হয়ে গিছল। আমিও এই ভাঁড়ের ভেক নিয়ে ভাঁড় বনে গেছি। আগেকার রূপ নেবার সাহসও নেই, প্রয়োজনও নেই।

আলেয়া। তুমিও কি যুদ্ধে যাবে?

গোলামহোসেন। যাব বলেই ত এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

আলেয়া। সত্যি যাবে!

গোলামহোসেন। সন্দেহ হচ্ছে?

আলেয়া। না, তুমি যাবে।

গোলামহোসেন। সত্যিই যাব।

আলেয়া। তা হলে আমিও যাব পুরন্দর।

গোলামহোসেন। থাকবে কোথায়? নবাবের পাশে পাশে?

আলেয়া। না, তোমারই কাছে কাছে।

গোলামহোসেন। ঠাট্টা করেও অমন কথা ব'লো না আলেয়া, আমি কেঁদে ফেলব!

তাহার শেষ কথাগুলি কান্নায় চাপা পড়িল

তৃতীয় দৃশ্য

পলাশীর প্রান্তর। নবাবের শিবির শ্রেণী। মঞ্চের পুরোভাগে নবাবের শিবির, তাহার পর পর শিবির অর্দ্ধবৃত্তাকারে স্থাপিত।

যবনিকা উঠিবার পূর্ব্বে নবাবের রণবাদ্য এবং তারপরে ইংরেজের রণবাদ্য বাজিবে। দূরে রণকোলাহল এবং কামানের শব্দ যবনিকা উঠিবার পরও মাঝে মাঝে শোনা যাইবে। যবনিকা উঠিলে দেখা যাইবে নবাব শিবিরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করিতেছেন। আলেয়া এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবিরের দুয়ারে গোলামহোসেন, সৈন্যগণ।

সিরাজ। তুমি কেন এলে?

আলেয়া। থাকতে পারলাম না বলে। অধিকারের প্রশ্ন তোলেন ত চলে যাই।

সিরাজ। এখন কোন্ দিকে যেতে কোন্ দিকে গিয়ে কামানের গোলায় উড়ে যাবে।

আলেয়া। তা হলে অনুমতি করুন এইখানে বসে থাকি।

সিরাজ। এখানে থাকলে সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা কইতে হবে, যুদ্ধের কথা ভাবাই চলবে না। গোলামহোসেনের এতদূর স্পর্দ্ধা! কোন্ সাহসে তোমাকে নিয়ে এল!

আলেয়া। আমি যে তাকে ছাড়লাম না।

সিরাজ। তবে এখন কেন ছেড়ে দিলে?

আলেয়া। উঃ কি ভীষণ শব্দ!

দুইহাতে কান ঢাকিল

সিরাজ। এইখানে চুপ করে বসে থাক।

ধরিয়া একখানি আসনে বসাইয়া দিলেন

কথাটিও কয়ো না।

আলেয়া। শুধু ত কামানের শব্দই শুনচি, যুদ্ধ কোথায় জাঁহাপনা?

সিরাজ। ওই কামানের একটা গোলা এসে যখন শিবিরে পড়বে, তখন বুঝবে যুদ্ধ কোথায়!

আলেয়া। জাঁহাপনা, একটা গোলা আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না?

সিরাজ তাহার দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন:

সিরাজ। তা হলে খুবই খুশী হও তুমি!

আলেয়া হাসিয়া কহিল:

আলেয়া। পাখা মেলে আমরা দুজনে যখন ওই নীল আকাশে ভেসে বেড়াতে পারব না, তখন গোলার মুখে উড়ে যাওয়াই কি ভালো নয় জাঁহাপনা?

সিরাজ। এত ছেলেমানুষ ত তুমি নও।

আলেয়া। আজ যে জীবনের শেষ দিন।

সিরাজ। শেষ দিন!

আলেয়া। যুদ্ধ করবার ভার অপরের উপর ছেড়ে দিয়ে আপনি যদি এই শিবিরে কেবল আমার সঙ্গেই কথা বলেন, তা হ'লে মরণ ছাড়া আর গতি কি আছে!

সিরাজ। তুমি কি বলতে চাও?

আলেয়া। জাঁহাপনা! আপনার যুদ্ধ আপনাকেই জয় করতে হবে। আর কারুর উপর নির্ভর করলে চলবে না।

মীরমদন নক্সা হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। শিবিরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন:

মীরমদন। জাঁহাপনা! সিপাহসালারকে অবিলম্বে স্মরণ করুন।

সিরাজ। তাকে এখানে ডেকে পাঠানো আবশ্যক?

মীরমদন। ক্লাইভ লক্ষাবাগের উত্তরে উন্মুক্ত প্রান্তরে ব্যূহ রচনা করেচে। আমরা সরোবরের এদিক থেকে গোলা বর্ষণ করচি। আমার ব্যূহের মধ্যদেশে আমি, একপাশে রাজা মোহনলাল, অপর পাশে ফরাসী বীর সিন্‌ফ্রে।

বেগে মোহনলাল ছুটিয়া আসিলেন

মোহনলাল। জাঁহাপনা! আমাদের গোলাবর্ষণে আতঙ্ক হয়ে ক্লাইভ লক্ষাবাগে সৈন্য সরিয়ে নিচ্চে! সিপাহসালার যদি লক্ষাবাগ বেষ্টন না করেন, তা হলে সমগ্র ইংরেজ বাহিনী সেখানে আশ্রয় নেবে। তখন আমরা গোলাবর্ষণ করেও কিছু করতে পারব না। তাঁকে অগ্রসর হতে আদেশ দিন।

মীরমদন। চলুন রাজা, আমরা আর এখানে অপেক্ষা করতে পারি না।

তাঁহারা শিবির হইতে বাহির হইয়া গেলেন

আলেয়া। কতক্ষণ যুদ্ধ চলবে জাঁহাপনা ?

সিরাজ শুধু একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর ডাকিলেন :

সিরাজ। গোলামহোসেন !

গোলামহোসেন শিবিরে প্রবেশ করিল

একজন সৈনিককে সিপাহসালারের কাছে পাঠিয়ে দাও। সে গিয়ে বলুক আমার অনুরোধ, ইংরেজ সেনাকে আম্রবনে প্রবেশ করতে দিতে যেন তিনি বাধা দেন।

গোলামহোসেন চলিয়া গেল

সিরাজ। এ যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য্য।

আলেয়া। জাঁহাপনার জয় কিন্তু মীরজাফরের পরাজয় হলে ভাল হয়।

সিরাজ। তোমার মত বুদ্ধিমতীর মুখে একথা শোভা পায় না।

আলেয়া। নইলে এ যুদ্ধে জয়লাভ করলে মীরজাফরের শক্তি বাড়বে।

সিরাজ। মীরজাফরকে তুমি জান না ! কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেছেন, আর কখনো আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না।—আসুন সিপাহসালার

মীরজাফর ও গোলামহোসেন প্রবেশ করিলেন

মীরজাফর। জাঁহাপনা, এ যুদ্ধের সেনাপতি কে ?

সিরাজ। কেন, আপনি !

মীরজাফর। আমাকে যদি সেনাপতি জানেন, তা হলে সৈন্য পরিচালনার ভার আমারই উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকুন। বৃথা উপদেশ দিয়ে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবেন না।

মীরজাফর বাহির হইয়া গেলেন

সিরাজ। মীরজাফরের এ রুদ্রমূর্ত্তির অর্থ কি গোলামহোসেন ?

গোলামহোসেন। দুর্জ্জনের ছলের অভাব নাই। কোন্ ছলে কখন্ও বেঁকে দাঁড়াবে, মনে মনে তাই হয় ত ভাবচে।

সিরাজ। তাই বুঝেই ত আমি ওকে স্পষ্ট আদেশ দিতে পারলাম না।

আলেয়া। নবাবের ইঙ্গিতই যে আদেশ, এ-কথা বোঝবার শক্তি সকলের থাকে জাঁহাপনা।

গোলামহোসেন। আর আদেশই যারা অমান্য করতে চায়, ইঙ্গিতকে তারা ত উড়িয়েই দেবে জনাব।

সিরাজ। সব ব্যাপারেই দেখি তোমরা দুজনে এক মত।

গোলামহোসেন। ভাঁড় আর নর্ত্তকীর যে প্রায় একই কাজ—নবাবের মনোরঞ্জন!

মোহনলাল ছুটিয়া আসিলেন

মোহনলাল। জাঁহাপনা! সিপাহসালার আরো কাল বিলম্ব করলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজ-বাহিনী আমবনে আশ্রয় নিয়েচে, আমাদের গোলা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারচে না!

সিরাজ। রাজা মোহনলাল, তুমি আমার ভাইয়ের মত প্রিয়! আমার স্বার্থ তোমাকে রক্ষা করতে হবে। মীরজাফরের অপেক্ষায় না থেকে তোমরাই অগ্রসর হও।

মোহনলাল চলিয়া গেলেন

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা, আষাঢ়ের আকাশ কৃষ্ণমেঘে ছেয়ে ফেলেচে।

আলেয়া। হয় ত এখনই জল আসবে।

সিনফ্রে ছুটিয়া আসিলেন

সিনফ্রে। প্লান হইল একরকম—যুদ্ধ হইতেছে আর এক রকম।

This is not the way to victory, আমরা কামান চালাইতেছি, আর মীরজাফর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে ?

সিরাজ। থাকবে, বেশ করবে। যাও, নিজেরা পার লড়াই কর; না পার পালাও। আমাকে বিরক্ত ক'রো না।

সিনফ্রে নবাবের দিকে চাহিলেন

সিনফ্রে। Very well, your Excellency!

সিরাজ। আমাকে এরা পাগল করে তুলবে! শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ! গোলামহোসেন, আর কাউকে আমার শিবিরে আসতে দিয়ো না।

গোলামহোসেন। সেনাপতিরা কেউ যদি আসেন ?

সিরাজ। সেনাপতিদের কাজ সমরক্ষেত্রে, নবাবের শিবিরে নয়।

গোলামহোসেন বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। নবাব পায়চারি করিতে লাগিলেন

জানলে আলেয়া!

আলেয়া। আমার সঙ্গে কথা কইলে যুদ্ধের ভাবনা কখন ভাববেন, জাঁহাপনা!

সিরাজ। যুদ্ধের কথাই তোমাকে বলতে চাই।

আলেয়া। যুদ্ধের কথা!

সিরাজ। হাঁ, মন দিয়ে শোন। আমার অধিকাংশ সৈন্য রয়েচে মীরজাফর, ইয়ারলতিফ আর রায়দুর্লভের অধীনে।

আলেয়া। আপনার সৈন্য ওদের অধীনে কেন রেখেচেন ?

সিরাজ তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর কহিলেন:

সিরাজ। তোমাকে এ-সব বলা বৃথা!—গোলামহোসেন!

গোলামহোসেন প্রবেশ করিল

যুদ্ধ দেখে আলেয়া এমন ভয় পেয়েচে যে, ওর বুদ্ধি লোপ পেতে বসেচে।

আমাকে জিজ্ঞাসা করচে আমার সৈন্য আমি সেনাপতিদের অধীনে কেন রাখলাম ?

গোলামহোসেন। সে কি আলেয়া! শোন নি কথা—আপনার ধন পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞ মরেন কাঁথা বয়ে!

সিরাজ। তুমিও পরিহাস করচ গোলামহোসেন!

গোলামহোসেন। পরিহাস নয় জাঁহাপনা। প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করচি। নবাবের জায়গীর পান বলেই ত সেনাপতিরা সৈন্যরক্ষায় সক্ষম হন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, সৈন্যেরা নবাবের আদেশ পালন করে না, যুদ্ধের সময় নবাবকে সেনাপতির খোস মেজাজেরই উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

সিরাজ। তুমিও এসব কিছুই বোঝ না।

গোলামহোসেন। সত্য বলেচেন জাঁহাপনা, আমরা সরল লোক, সহজ কথাই বুঝি।

সিরাজ। কি তোমাদের সহজ কথা?

গোলামহোসেন। সহজ কথা এই যে, জয় নিশ্চিত জেনেও যে সেনাপতি শত্রুকে আক্রমণ করে না, দূরে দাঁড়িয়ে শত্রুর তারিফ করে, হয় সে উন্মাদ, নয় সে বিশ্বাসঘাতক!

সিরাজ। গোলামহোসেন!

দুই হাত গোলামহোসেনের দুই কাঁধে রাখিয়া কহিল :

সিপাহসালার মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক!

গোলামহোসেন। সে পরিচয় কি কখনো পান নি?

আলেয়া। খোজা পিক্রর কাছ থেকে যে পত্রখানি উদ্ধার করেছিলাম, জাঁহাপনা কি তা পড়েন নি?

সিরাজ একবার গোলামহোসেনের দিকে আর একবার আলেয়ার মুখের দিকে চাহিলেন।

সিরাজ। কিন্তু তার পরের কথা তোমরা ভুলে যাচ্ছ। তারপর মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেচেন আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। নইলে আমি কি তাঁকে এ যুদ্ধের সেনাপতি করতাম?

গোলামহোসেনের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলেন

আলেয়া। এমন সরল বিশ্বাসী লোকের নামেও এত দুর্নাম রটে!

গোলামহোসেন। সেটা দুঃখেরই কথা! কিন্তু তার চেয়েও দুঃখের কথা আলেয়া যে, বাংলার নবাবের এই সারল্যই বাংলার অপরিসীম দুঃখের কারণ হয়ে রইল।

সিরাজ। গোলামহোসেন!

গোলামহোসেনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্থির হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন

নবাবের বান্দা যে বুদ্ধি রাখে, নবাব তারও অধিকারী নন। না?

গোলামহোসেন কোন কথা কহিল না।

হাত-পা যার বাঁধা, তার নীরবে মার খাওয়া ছাড়া আর কি গতি আছে গোলামহোসেন!

গোলামহোসেন। জনাব, আমার অপরাধ হয়েছে।

সিরাজ। তুমি যদি নবাব হতে, তা হলে আমি বুঝতে পারচি, তুমি মীরজাফরকে কড়া হুকুম দিতে! মীরজাফর সে হুকুম মানত না। তুমি তাকে বন্দী করতে। খবর পেয়ে তার সৈন্যরা করত বিদ্রোহ—তোমার শিবির আক্রমণ করে তোমাকে করত হত্যা। নবাবী তোমার মুহূর্ত্তেই শেষ হয়ে যেত। বুঝলে বুদ্ধিমান!

গোলামহোসেনের কাঁধ চাপড়াইয়া চলিয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন

আমি সব জানি, সব বুঝি। তবুও বাধ্য হয়ে মীরজাফরকে খাতির করি।

তোমরা বিরক্ত হও। নিজের উপর নিজেও আমি বিরক্ত হই। কিন্তু কি করব গোলামহোসেন, উপায় নেই!

হাঁপাইতে হাঁপাইতে একজন সৈনিক প্রবেশ করিল।

সৈনিক। জাঁহাপনা!

দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল

সিরাজ। বল সৈনিক!

সৈনিক। দুঃসংবাদ!

সিরাজ তাহার দিকে অগ্রসর হইতে না হইতে বলিলেন :

সিরাজ। মীরজাফর···

তিনি প্রশ্ন শেষ করিতে পারিলেন না

সৈনিক। সেনাপতি মীরমদন···

সিরাজ তাহার কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন

সিরাজ। মীরমদন বিশ্বাসহন্তা?

সৈনিক। সেনাপতি মীরমদন আহত···তিনি···হত জাঁহাপনা।

সিরাজ, গোলামহোসেন, আলেয়া এক সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। একটুকাল সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ভগ্নস্বরে কহিলেন :

সিরাজ। মীরমদন হত। মীরমদন হত! আর মোহনলাল? সৈনিক, মোহনলাল?

সৈনিক। রাজা আর সিনফ্রে আমবনের দিকে এগিয়ে চলেচেন।

সিরাজ। তুমি যাও সৈনিক। রাজা মোহনলালকে বল, নবাব তাঁরই মুখ চেয়ে রয়েচেন।

আলেয়া। মোহনলাল! মোহনলালও যদি···

গোলামহোসেনের দিকে চাহিয়া কথা আর শেষ করিল না

গোলামহোসেন। আলেয়া, বীরের বোন তুমি! সে কথা ভুলো না।

মীরজাফর প্রবেশ করিলেন

সিরাজ। জাফর আলি খাঁ, মীরমদন হত?

মীরজাফর। শত্রুর গোলার সাম্নে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার নাম বীরত্ব নয়, জাঁহাপনা। মীরমদনের মৃত্যুর কারণ তার ওই অবিমৃষ্যকারিতা। মোহনলালেরও ওই দশা হবে।

আলেয়া। বলতে বুকে একটু ব্যথা লাগে না, সিপাহ্সালার!

আলেয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, গোলামহোসেন তাহাকে কাছে টানিয়া লইল—মীরজাফর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল

মীরজাফর। সমর শিবিরে দুর্ব্বলা রমণীর না থাকাই উচিত—

গোলামহোসেন আলেয়াকে লইয়া বাহির হইয়া গেল

জাঁহাপনা! আমার মতে আজকার মত যুদ্ধ স্থগিত রাখাই উচিত!

সিরাজ। জয় যখন করায়ত্ত!

মীরজাফর। মীরমদনের মৃত্যু সিপাহীদের দমিয়ে দিয়েচে, জাঁহাপনা।

সিরাজ। আমাকেও সিপাহসালার, মীরমদনের মৃত্যু আমারও বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়েচে।

সৈনিক চলিয়া গেল

মীরজাফর। ভগ্নোৎসাহ সিপাহীদের নিয়ে ইংরেজকে এখন আক্রমণ করলে শুধু সৈন্য নাশই হবে, যুদ্ধ জয় হবে না। রায়দুর্ল্লভ, ইয়ারলতিফ আমার সঙ্গে একমত। কেবল উদ্ধত মোহনলাল আর ফরাসী সিনফ্রে যুদ্ধ-নীতির মোটা কথাটা বুঝতে অসমর্থ।

সিরাজ। বুঝতে আমিও বড় পারচি না, সিপাহসালার।

মীরজাফর। খুব দুর্ব্বোধ্য ত নয় জাঁহাপনা। আজ যুদ্ধ স্থগিত

রেখে সৈন্যদের বিশ্রামের অবসর দিয়ে কাল প্রাতে যদি নব-উদ্যমে আমরা ক্লাইভকে আক্রমণ করি, তা হ'লে কিছুতেই সে আমাদের গতিরোধ করতে পারবে না।

সিরাজ। আর রাত্রির অন্ধকারে ইংরেজ যদি আমাদের আক্রমণ করে?

মীরজাফর। তা হ'লে একটি লোকও আর ইংরেজ-শিবিরে ফিরে যাবে না।

সিরাজ। আমি আর ভাবতে পারি না, সিপাহসালার। আপনিই আমার ভরসাস্থল। যা ভাল বোঝেন, আপনি করুন।

মীরজাফর। আমি যুদ্ধ-বিরতির আদেশ প্রচার করি জাঁহাপনা।

মীরজাফর আর অপেক্ষা করিলেন না, শিবির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নবাব মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। শিবিরের বাহিরে গোলামহোসেন আলেয়াকে বলিল :

গোলামহোসেন। মীরজাফরের দুরভিসন্ধি বুঝলে আলেয়া? মোহনলাল আর সিনফ্রের আক্রমণে ক্লাইভ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেচে। তাই মীরজাফর ক্লাইভের অনুরোধে ক্লাইভকে স্বস্তি দেবার এই ব্যবস্থা করেচে। পলাশী-যুদ্ধের শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে গেল আলেয়া!

আলেয়া। কি সে সিদ্ধান্ত?

গোলামহোসেন। শোচনীয় পরাজয়। আর এ পরাজয়ের অর্থ কি জান? বাংলার স্বাধীনতা লোপ।

আলেয়া। হঠাৎ কামানের আওয়াজ থেমে গেল কেন?

গোলামহোসেন। যুদ্ধ আর হবে না। মীরজাফরের আদেশ। ওই মোহনলাল আর সিনফ্রে এই দিকেই আসচে!

তাহারা শিবিরের পাশে সরিয়া দাঁড়াইল

মোহনলাল আর সিনফ্রে শিবিরে প্রবেশ করিল

মোহনলাল। জাঁহাপনা! সেনাপতির এ অন্যায় আদেশ আপনি সমর্থন করচেন!

সিরাজ। কি করতে পারতাম মোহনলাল ?

মোহন। আর বেশিক্ষণ ওরা যে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত না।

সিনফ্রে। They would have surrenderd in no time, Your Excellency !

মোহনলাল। ক্লাইভকে এখুনি সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে হোতো।

সিরাজ। তুমি বল এক কথা, মীরজাফর বলেন ভিন্ন। কার কথায় আমি বিশ্বাস করি ?

মোহনলাল ও সিনফ্রে পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন

মোহনলাল। মীরজাফর সেনাপতি। তাই তার কথাই বিশ্বাসযোগ্য !

তরবারি বাহির করিয়া রাখিল

এই আমার তরবারি রইল, জাঁহাপনা। বিশ্বাসহন্তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা আমার কাজ নয়।

সিনফ্রে। And here is mine !

সিনফ্রেও তরবারি রাখিল

সিরাজ। ইচ্ছা করলেই তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে পার ?

মোহনলাল। না। নবাব আমাদের বন্দী করতে পারেন।

সিরাজ। মোহনলাল ! এত সহজেই কি সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় ? সেনাপতি আদেশ দিয়েছেন, শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম কর। আবার যখন তিনি আদেশ দেবেন, তখন যুদ্ধ কোরো !

মোহনলালের মাথা নুইয়া পড়িল

সিনফ্রে, সামরিক নিয়ম তোমার অজানা নেই। যুদ্ধকালে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে যাওয়া বীরের পক্ষে কলঙ্কের কথা। বিশ্রামের প্রয়োজন, তাই সেনাপতি বিশ্রামের অবসর দিয়েছেন।

দুই হাত দুই জনের কাঁধে রাখিয়া সিরাজ কহিলেন :

যাও, শিবিরে যাও। আমাকে অসহায় ফেলে রেখে কোথায় তোমরা যাবে ?

মোহনলাল কুর্ণিশ করিল, সিনফ্রে স্যালুট করিল। দূরে কামান গর্জ্জন করিল

মোহনলাল। জাঁহাপনা, বিশ্বাসঘাতকতার ওই পরিচয়।

সিনফ্রে। Come on Rajah, They have attacked our men—those cowards !

মোহনলালকে টানিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিল

গোলামহোসেন ও আলেয়া শিবিরে প্রবেশ করিল

সিরাজ। গোলামহোসেন ! যুদ্ধ শেষ !

গোলামহোসেন। তবে কেন আবার ওই কামান গর্জ্জন ?

সিরাজ। তবুও বলছি গোলামহোসেন, যুদ্ধ শেষ, আর আমার নবাবীও শেষ।

সৈনিক ছুটিয়া আসিল

সৈনিক। জাঁহাপনা !

সিরাজ। আমি জানি কি হয়েচে।

সৈনিক। ইংরেজেরা আমাদের আক্রমণ করেচে। আর···

সিরাজ। আর যুদ্ধ বিরতির আদেশ পেয়ে আমাদের সৈন্যেরা বিশ্রামের আয়োজনে রত···

সৈনিক। হঠাৎ আক্রমণে তারা···

সিরাজ। চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে। মোহনলাল তাদের ফেরাতে পারচে না।

সৈনিক। হাঁ, জাঁহাপনা ! সেনাপতি মীরজাফর···

সিরাজ। ক্লাইভের শিবিরে।

সৈনিক। রায়দুর্ল্লভ আর ইয়ারলতিফ—

সিরাজ। দূরে দাঁড়িয়ে ইংরেজের রণনৈপুণ্য দেখচেন।

সৈনিক। রাজা মোহনলাল এই সংবাদ জানাতেই পাঠিয়েচেন!

সিরাজ। আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে, গোলামহোসেন, আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে! যাও সৈনিক, তুমি তোমার কর্ত্তব্যপালন করেচ, যথা ইচ্ছা চলে যাও। গোলামহোসেন! এখন?

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা! রাজধানী অরক্ষিত রয়েচে!

সিরাজ। এখনও আত্মপ্রবঞ্চনা গোলামহোসেন! সরল ভাষায় বল, আমাদের এখন পলায়নই উচিত।

গোলামহোসেন। সময়ে রাজধানীতে ফিরতে পারলে…

সিরাজ। দেখলে? কথা তুমিও শেষ করতে পারলে না! কেন না তুমিও জান, তুমিও বোঝ, এত আয়োজন যখন ব্যর্থ হোলো, তখন রাজধানী রক্ষার প্রয়াসও বিফলে যাবে।

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা, আমরা আবার সৈন্য সংগ্রহ করব, আবার যুদ্ধ করব; এ জন্মে না পারি জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা দিয়ে এ কলঙ্ক আমরা দূর করব!

সিরাজ। কিন্তু মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্ল্লভ, ইয়ারলতিফ, উমিচাঁদের দল কি আর জন্মগ্রহণ করবে না, গোলামহোসেন?

আলেয়া। জাঁহাপনা!

সিরাজ। ইঙ্গিতটুকু জানিয়েই নীরবে রইলে আলেয়া! সিরাজকে তুমিও চিনেচ। তুমিও বুঝেচ নারীর ইঙ্গিতে সিরাজদ্দৌলা নরকেও নেমে যেতে রাজী। রণক্ষেত্র পরিত্যাগ তোমারও অভিপ্রায়!

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা! মীরজাফর…

সিরাজ। মীরজাফর এবার আর মার্জ্জনা করবেন না, ক্লাইভকে সঙ্গে নিয়ে এখুনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন! তাই ত বলতে চাও?

গোলামহোসেন। তাও অসম্ভব নয়।

সিরাজ। অসম্ভব কিছুই নয়।

গোলামহোসেন। আর থাকবে শৃঙ্খল। কেমন?

আলেয়া। জাঁহাপনা!

সিরাজ। কেঁদ না আলেয়া। মাত্র কদিনের পরিচয়। তাই আমার দুর্ভাগ্যে তুমি কাঁদ! অতি পরিচিত যারা, দেখো, তারা কেমন দাঁত বার করে হাসে। চল গোলামহোসেন, রাজধানীতেই যাই। হাতী হয় ত তৈরীই আছে। না থাকে, পথ ত তুমি চেনই। এস আলেয়া।

আলেয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল

সিরাজ এক হাতে আলেয়াকে এবং অপর হাতে গোলামহোসেনকে ধরিয়া শিবির হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে মঞ্চের বাহিরে চলিয়া গেলেন। মঞ্চ কিছুক্ষণের জন্য শূন্য রহিল। আর্ত্তনাদের ন্যায় বাজনা বাজিতে লাগিল। দূরে ক্লাইভ, ওয়াটস্ ও ও আমিরচাঁদকে দেখা গেল। তাঁহারা মঞ্চের পুরোভাগে আগাইয়া আসিল।

ওয়াটস্। Here we are, Colonel!

ক্লাইভ। Is this the Royal Camp?

ওয়াটস্। Yes. He was last seen here with a concubine and a clown!

ক্লাইভ। A noble pair of companions for a ruling King!

আমিরচাঁদ। পাপেই পতন হোলো, পাপেই পতন হোলো।

ক্লাইভ। What does our dear Omichand say!

আমিরচাঁদ। আমার পুরস্কার সাহেব? যুদ্ধে জিতিয়ে দিলাম। মীরজাফরকে শেষ পর্য্যন্ত হাতের মুঠোর ভিতর পুরে রাখলাম। এই যে মীরজাফর এই দিকেই আসচেন, সঙ্গে রায়দুর্ল্লভ আর পুত্র মীরণ।

মীরজাফর প্রভৃতি আগাইয়া আসিলেন

ওয়াটস্। Well done, Mr. Jafarali Khan! খুব ভাল কাজ করিয়াছেন।

ক্লাইভ। Congratulations, Mr. Jafarali Khan!

আমিরচাঁদ। সেলাম জাফরআলি খাঁ।

মীরজাফর। আপনারা আমাকে লজ্জা দেবেন না। যুদ্ধ জয় করেছেন আপনারা। আপনাদের বীরত্বের তুলনা নাই।

ক্লাইভ। Proceed immediately to Murshidabad. See that Sirajudowla does not escape.

ওয়াটস। কর্ণেল বলিতেছেন আপনি মুর্শিদাবাদ চলিয়া যান, বিলম্ব করিবেন না। দেখুন সিরাজদ্দৌলা পলাইতে না পারে।

ক্লাইভ। Yes, Run on. And it is at Murshibabad that I will put you on the. throne and salute you as Nawab Nazim of Bengal, Bihar and Orissa.

আমিরচাঁদ। বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব, অধীনের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আমিরচাঁদ ও মীরজাফর পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন

ওয়াটস্। Look here, Mr. Jafarali Khan, none will now call you Colonel Clive's Ass! আর কেহ আপনাকে ক্লাইভের গদ্ধা বলিবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হীরাঝিলের দরবার কক্ষ। মৃদু আলো। জনহীন। সমস্ত প্রাসাদ যেন কাঁদিতেছে এইরূপ করুণ বাদ্য।

ধীরে ধীরে সিরাজ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে লুৎফা, তাহারও পিছনে গোলামহোসেন আর আলেয়া। সিরাজ সিংহাসনের নীচে বসিলেন, তাঁহার বাম পাশে আর একটু নীচে লুৎফা বসিলেন। গোলামহোসেন আর আলেয়া ডানদিকে দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইল

সিরাজ। তোমার বাবা বাইরে অপেক্ষা করচেন, লুৎফা। তাঁকে বল্লাম, আমাকে সৈন্য সংগ্রহে সাহায্য করতে। তিনি রাজী হলেন না।

লুৎফা। তবে এখনও কেন অপেক্ষা করচেন?

সিরাজ। আমার অনুরোধে তিনি আমাকে সাহায্য করতে যখন রাজী হলেন না, তখন···

সিরাজের কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না। লুৎফা উঠিয়া তাঁহার কাছে আসিল

লুৎফা। তখন তাঁকে আপনি কি অনুরোধ করলেন জাঁহাপনা?

সিরাজ। ওই গোলামহোসেন জানে। তখন তাঁকে আমি কি অনুরোধ করলাম গোলামহোসেন?

গোলামহোসেন মাথা নীচু করিল

সিরাজ। তুমি বলবে না?

লুৎফা। আপনিই বলুন জাঁহাপনা।

সিরাজ। ওই আলেয়াও শুনেচে। আলেয়া!

আলেয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল

কেউ বলতে চায় না লুৎফা, কারু মুখ দিয়ে সে কথা বার হতে পারে না।

নিজেকে শক্ত করিয়া লইলেন

আমি অনুরোধ করলাম, দিন কয়েকের জন্যে :তোমাদের দুজনকে আশ্রয় দিতে।

লুৎফা। জাঁহাপনা।

সিরাজের পায়ের কাছে পড়িয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সিরাজ তাহাকে তুলিয়া লইলেন। লুৎফা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল :

লুৎফা। পিতার আশ্রয়ে থাকতে হবে কেন?

সিরাজ। স্বামীর আশ্রয় দেবার আর ক্ষমতা নেই বলে!

লুৎফা। এই প্রাসাদ কি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে?

সিরাজ। হাঁ, কাল। না কাল কেন, হয় ত আজ রাতেই এই প্রাসাদ তারা এসে অধিকার করবে!

লুৎফা মুখ ঘুরাইয়া বসিল। লুৎফার পিতা ইরিচ খাঁ প্রবেশ করিলেন

ইরিচ খাঁ। লুৎফা!

সিরাজ। তোমার বাবা তোমায় ডাকচেন।

লুৎফা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিতার দিকে চাহিল।

লুৎফা। বাবা, বাংলার নবাব আপনার সামনে!

ইরিচ খাঁ কুর্ণিশ করিলেন। লুৎফা ইরিচ খাঁর সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

ইরিচ খাঁ। নবাবের অনুরোধ···

লুৎফা। নবাব অনুরোধ করেন না, আদেশ করেন বাবা!

ইরিচ খাঁ। নবাব আদেশ করেচেন কিছুদিন তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে রাখতে।

লুৎফা। আমার ওপর তাঁর কোন আদেশ নাই! তাই আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমি যাব না।

ইব্রিচ খাঁ কোন কথা কহিলেন না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

ওঁকে যেতে অনুমতি দিন নবাব।

সিরাজ। যে অনুমতি দিত, আদেশ করত, সে আর আমার মাঝে নেই লুৎফা। পলাশী প্রান্তরে লজ্জায় ঘৃণায় সে আত্মহত্যা করেচে। সারাদিন করজোড়ে···

লুৎফা। একটু অপেক্ষা করুন জাঁহাপনা।

সিরাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন

বাবা, আপনার এখানে থাকবার আর দরকার নেই।

ইব্রিচ খাঁ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি বাইরে চলিয়া গেলে লুৎফা বলিল :

সারাদিন কি করেছেন বল্লেন জনাব?

সিরাজ। সারাদিন করযোড়ে সকলকে অনুরোধ করিচি আমাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে। রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিয়েচি। কিন্তু দিনান্তে দেখেচি যারা অর্থ নিল, তারা আর ফিরল না। যারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল, তারা আর কাছে এসে দাঁড়াল না।

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা, রাত অনেক হয়ে গেছে।

সিরাজ। লুৎফা, রাত অনেক হয়ে গেছে। এবার আমাদের উঠতে হবে।

লুৎফা। কোথায় যাব?

সিরাজ। কোথায় যাব গোলামহোসেন?

গোলামহোসেন। পাটনায়।

সিরাজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাটনায়। পাটনায় মঁসিয়ে লা আছেন, রাজা জানকীরাম আছেন। তাঁরা আমাদের সাহায্য করবেন। তাঁদের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করে আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে আসব, রাজ্য পাব, সিংহাসন পাব, পাত্র-মিত্র পারিষদ সব পাব—নকীব আবার নাম হাঁকবে, বন্দী

গান গাইবে, দেশ বিদেশ থেকে আসবে নানা উপঢৌকন, আবার যুদ্ধ হবে, রাজ্যের প্রসার হবে, কীর্ত্তি···

চুপ করিলেন। তারপর কহিলেন :

আমি হয় ত পাগল হয়ে যাব। কি সব বলছিলাম!

লুৎফা। পাটনায় আমাদের সঙ্গে কে যাবে জাঁহাপনা?

সিরাজ। তুমি···আমি···আমরা······আমরা কত লোক যাব লুৎফা।

লুৎফা। সিপাহী-সৈন্য?

সিরাজ। অ্যাঁ?

লুৎফা। সিপাহী-সৈন্য?

সিরাজ। ওই গোলামহোসেন জানে! সব জানে ওই গোলামহোসেন।

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা, আমি দেখে আসি সব প্রস্তুত কি না।

গোলামহোসেন চলিয়া গেল

লুৎফা। আমি কি সত্যিই এত ছেলেমানুষ যে বুঝতে পারি না, আমাদের কেউ নেই, কিছু নেই!

সিরাজ। সত্যিই লুৎফা, আমাদের কেউ নেই, কিছু নেই!

লুৎফা। আপনি যখন কাছে আছেন, তখন আমার কিসের অভাব? চলুন আপনার হাত ধরে, এই আঁধার রাতেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। কেউ জানবে না যে বাংলার নবাব তার বেগমের হাত ধরে চিরদিনের মত বাংলা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লুৎফা আলেয়ার কাছে গিয়া কহিল :

তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

সিরাজ তাহার কাছে গেলেন

সিরাজ। যাবে তুমি?

আলেয়া। আপনাদের গলগ্রহ হয়ে আপনাদের বোঝা বাড়াব কোন্ সাহসে জাঁহাপনা?

লুৎফা। আমি তোমাকে প্রাসাদে আসতে নিষেধ করেছিলাম, হয় ত তাই প্রাসাদে আজ আমার ঠাঁই রইল না।

আলেয়া। এ প্রাসাদ আপনারই থাকবে বেগমসাহেবা।

সিরাজ। আবার যেদিন দেখা হবে, সেদিন আমাদের চিনতে পারবে আলেয়া?

ঘসেটি বেগম আসিয়া দাঁড়াইলেন

ঘসেটি। ভূতপূর্ব্ব-নবাব!

লুৎফা। এখনও নয়। এখনও ওই সিংহাসনের অধিকারী যিনি, তিনি আপনার সাম্নে দাঁড়িয়ে।

ঘসেটি। আমার মতিঝিল?

সিরাজ। আপনারই রয়েচে। এখনই সেখানে যেতে পারেন। বাধা দেবার কেউ নেই।

ঘসেটি। আমার ধন-রত্ন?

সিরাজ। সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

ঘসেটি। রাজকোষ যে শূন্য।

সিরাজ। বেগমদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সবই জমা রয়েছে!

ঘসেটি। আমাকে যদি না দেয়?

সিরাজ। রাজবল্লভ রইলেন, ওয়াটস্ রইলেন। তাঁরা আপনার বন্ধু, ব্যবস্থা করে দেবেন।

ঘসেটি। তুমি কোথায় যাবে?

সিরাজ। আমি! আমার সন্ধান আর কেউ পাবে না।

ঘসেটি। তা হলে আমার অভিশাপ ব্যর্থ হয় নি?

সিরাজ। তাই ত দেখতে পাচ্ছি।

ঘসেটি। কিন্তু এখনও ত রক্ত-স্রোতে সিরাজের সিংহাসন ভেসে যায় নি!

লুৎফা। রাক্ষসী!

সিরাজ। ছিঃ লুৎফা!

ঘসেটি। বল নবাবমহিষী! রাক্ষসী কার রক্ত পান করেচে?

লুৎফা। জাঁহাপনা! আজ আর ওর প্রতি আমার এতটুকু অনুকম্পা নাই। এমনই ওর রক্তপিপাসা যে পলাশী-প্রান্তরের সদ্য-প্রবাহিত রক্তধারাও তা নিবারণ করতে পারল না। আরও রক্ত ও চায়!

ঘসেটি। ঠিক বলেচ নবাবমহিষী, আরো রক্ত চাই!

লুৎফা। নবাব!

সিরাজ। বিচার যেদিন করা উচিত ছিল লুৎফা, সেদিন আমি কিছুই করি নি। সেদিন সকলের বিরুদ্ধ-আচরণ আমি উপেক্ষা করিচি। আজ আর তুমি বিচারের কথা তুলো না, লুৎফা!

ঘসেটি। বাঁদী হাজির। বিচার করুন বেগমসাহেবা!

লুৎফা। জাঁহাপনা, আমি জানি রাজবিদ্রোহিণীর বিচার আমার কাজ নয়। আমি জানি রাজনীতিক্ষেত্রে বেগমের আবির্ভাব অনধিকার, অসঙ্গত। কিন্তু আমি শুধু বেগম নই, নবাবের হারেমের শোভাবর্দ্ধন করার জন্য প্রাণহীন পুতুল হয়ে থাকতে আমি আর প্রস্তুত নই, জাঁহাপনা। আমি নবাবের স্ত্রী, নবাবের সহধর্ম্মিণী, নবাবের সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী। নবাব আমার ইষ্ট, আমার আরাধ্য। তাই আমার সাম্নে দাঁড়িয়ে কেউ যে নবাবের অমর্য্যাদা করবে, তা আমি সইতে পারব না, জাঁহাপনা।

সিরাজ। লুৎফা! লুৎফা!

লুৎফা। মুখ ফুটে আমি কোন দিন কোন কথা বলি নি, নবাব। এই বিদ্রোহিণী নারী যেমন প্রাসাদের বাইরে থেকে, তেম্নি প্রাসাদের ভিতরে এসেও রাজদ্রোহ প্রচার করেচে, চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে

তুলেচে, দিবা-রাত্রে কামনা করেচে নবাবের অনিষ্ট, নবাবের অমঙ্গল! স্ত্রী হয়ে আমি তা নীরবে কেমন করে সহ্য করি জাঁহাপনা?

ঘসেটি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল

ঘসেটি। এই ত কাঁদচ! এই ত বাতাসে মাথা খুঁড়ে মরচ। সুরু এই···কিন্তু শেষ আরো ভয়াবহ, বেগমসাহেবা!

অট্টহাস্য করিয়া প্রস্থান করিল

লুৎফা। নবাব!

সিরাজের কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিল

সিরাজ। কেঁদো না লুৎফা। সিংহাসনের দাবীর কথা মনে রেখেই সকলের অত্যাচার, অবিচার, উদ্ধত ব্যবহার আমরা সহ্য করচি। আজ থেকে সিংহাসনের সে দাবী আর রইল না। তাই আজ থেকে আর কিছুই আমাদের সইতে হবে না। আজ আমরা এমন জায়গায় চলে যাব, যেখানে রাজনীতির এই কোলাহল, বিদ্বেষের এই হলাহল, স্বার্থের এই নির্ম্মম সংঘাত, আমাদের জীবনের শান্তিভঙ্গ করতে পারবে না।

লুৎফা। কখন যেতে হবে জাঁহাপনা?

সিরাজ। এখনই।

লুৎফা। আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

সিরাজ। একটু দাঁড়াও। যাবার আগে সব একবার ভালো করে দেখে যাই।

সিরাজ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিলেন, সিংহাসনের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন

সিরাজ। দাদু, মিথ্যা আশ্বাস তোমায় দিয়েছিলাম। তোমার আদেশ আমি পালন করতে পারি নি। তাই তোমার প্রদত্ত আসন ত্যাগ করে আমি আজ চলে যাচ্ছি। তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর।

গোলামহোসেন প্রবেশ করিয়া কহিল

গোলামহোসেন। জনাব! বাইরে সব প্রস্তুত। আর দেরী করা ঠিক নয়।

সিরাজ তাহার দিকে চাহিলেন, তারপর তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন

সিরাজ। বান্দা বলে, নফর বলে, কত অপমান তোমাকে করিচি বন্ধু! আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

গোলামহোসেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন, গোলামহোসেনকে বান্দা বলেই জানাবেন জঁহাপনা?

সিরাজ আলেয়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন

সিরাজ। তোমাকে যা বলবার সবই বলা হয়েচে।

সেখান হইতে সরিয়া গিয়া লুৎফার হাত ধরিয়া কহিলেন:

চল, লুৎফা।

লুৎফা অবনত মস্তকে স্বামীর সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। গোলামহোসেনের সামে গিয়া সিরাজ আবার দাঁড়াইলেন। কহিলেন:

আমাদের কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসবে না, বন্ধু?

গোলামহোসেন। আপনি ত জানেন জাঁহাপনা, সকলের অগোচরে আপনাদের যেতে হবে।

সিরাজ। ভুলে যাই গোলামহোসেন, চোরের মত নিজের প্রাসাদ থেকে যে পালিয়ে যেতে হচ্ছে, তা আমি ভুলে যাই! ভুলে যাই!

একটুকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর অবনত মস্তকে পত্নীর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গোলামহোসেন যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল; আলেয়াও তাই। কিছুকাল এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গোলামহোসেন ধীরে ধীরে আলেয়ার কাছে গেল

গোলামহোসেন। এখানে থেকে আর কি হবে আলেয়া!

আলেয়া শূন্যদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল

আলেয়া। চল, কোথায় নিয়ে যাবে।

গোলামহোসেন। তোমার বাড়ী রয়েচে! চল সেইখানেই তোমাকে রেখে যাই!

আলেয়া। তুমি? তুমি কোথায় যাবে?

গোলামহোসেন। এখনও জানি না।

আলেয়া। পুরন্দর!

গোলামহোসেন। কি আলেয়া?

আলেয়া। সবই কি শেষ হয়ে গেল?

গোলামহোসেন। নবাবের কথা জান্তে চাইচ?

আলেয়া। আর কিছুকি জানবার নেই?

গোলামহোসেন। হয় ত এ জন্মের মত এই শেষ।

বহু মশালের আলো আসিয়া পড়িল। একদল লোক লইয়া মীরণ একটি দরজার কাছে দাঁড়াইল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল:

মীরণ। ওই কারা দাঁড়িয়ে। এগিয়ে চল।

সকলে আলেয়া ও গোলামহোসেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

এই যে আলেয়া। যুদ্ধ থেকে কখন ফিরলে?

আলেয়া। তোমার অনেক আগে।

মীরণ। নবাব কোথায় জান?

আলেয়া। জানি।

মীরণ। এত সহজেই কবুল করবে ভাবি নি। কোথায়?

আলেয়া। বলব না।

মীরণ। বলাতেও পারি।

আলেয়া। চেষ্টা করে ছাখ।

মীরণ। এই বান্দা, তুই বল্।

গোলামহোসেন। বান্দার কাছেও ওই একই জবাব পাবেন, প্রভু।

মীরণ। বহুদিনের আলাপ তোমার সঙ্গে আলেয়া,তাই পীড়ন করতে হাত সহজে উঠবে না। শুধু মনে রেখো, পীড়নেও মীরণ অভ্যস্ত।

আলেয়া। পীড়নের পৌরুষ করে যে পুরুষ, আলেয়া তার কোন কথায় কান দেয় না!

মীরণ। প্রচুর পুরস্কার পাবে।

আলেয়া। সেই মুক্তোর মালার চেয়েও মূল্যবান কিছু?

মীরণ। এই উল্লুক, তুই বল্!

গোলামহোসেন। বলবার যে ভাষা পাচ্চি নে হুজুর!

মীরণ। নবাব আর বেগম কোথায় লুকিয়ে আছেন?

আলেয়া। সত্যি জান্তে চাও?

মীরণ। মিথ্যের ব্যবসা করে সত্যকে বুঝি কিছুতেই স্বীকার করতে পার না।

আলেয়া। ঘসেটি বেগমের মহলে যাও, সন্ধান তাদের পাবে।

মীরণ। ঘসেটি বেগমের মহলে!

আলেয়া। নবাবকে তিনিই আটকে রেখেচেন।

মীরণ। কেন?

আলেয়া। তোমার আসবার আগে পাছে তিনি পালিয়ে যান, সেই ভয়ে।

মীরণ। তোমার এ কথা সত্য হতে পারে।

মীরণ তাহার লোকদের কহিল :

দু'তিনজন থাক এইখানে। বাকী সব চল আমার সঙ্গে।

যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল

দেখো এরা যেন না পালায়।

কতকগুলি লোক লইয়া মীরণ বাহির হইয়া গেল

গোলামহোসেন। এ আবার কি করলে?

আলেয়া। খানিকটা সময় তাঁরা পাবেন।

গোলামহোসেন। এসেই ত আবার জুলুম করবে।

আলেয়া। রেহাই কি ওরা আমায় দিত? ওরা জানে ওদের কত ক্ষতি আমি করেচি।

গোলামহোসেন। আলেয়া! আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে।

আলেয়া। মুখ ফুটে কখনো আমার কাছে তুমি কিছু চাও নি।

গোলামহোসেন। ওরা যখন তোমাকে জেরা করবে, তখন আমি যে জবাব দোব, তাতেই তুমি সায় দিয়ো।

আলেয়া। ভাবচ, আমার দোষ নিজের কাঁধেই তুলে নেবে! কিন্তু তাতে ওরা ভুলবে না।

গোলামহোসেন। ওরা তোমাকে অমানুষিক সাজা দেবে।

আলেয়া। ভাবচ কেন, তার ভাগ তুমিও পাবে। এতবড় বিপ্লবের পরও আমরা দু'জন যখন একসঙ্গে রয়েচি, তখন মৃত্যুও আমাদের আসবে এক সঙ্গে। ওই মীরণ আসচে।

মীরণ ছুটিয়া আসিল

মীরণ। রাজনীতি ছেলেখেলা নয় আলেয়া।

আলেয়া। তোমার রাজ্য নেই, তবুও সে কথা বুঝেচ।

মীরণ। নবাব ঘসেটি মহলে নেই।

আলেয়া। তা হলে বোন-পোর প্রতি তাঁর দয়া হয়েছে। ছেড়ে দিয়েছেন।

রায়দুর্লভ প্রবেশ করিলেন

রায়দুর্লভ। সাহাজাদা! আপনার পিতা মুর্শিদাবাদে এসে পৌচেছেন।

মীরণ। ক্লাইভ?

রায়দুর্ল্লভ। তিনি আসেন নি।

মীরণ। পিতা কি আমাকে স্মরণ করেচেন?

রায়দুর্ল্লভ। তিনি ভূতপূর্ব্ব নবাবের সংবাদ পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেচেন।

মীরণ। সংবাদ এরা জানে কিন্তু গোপন রাখচে।

রায়দুর্ল্লভ। এই বান্দা, বল্ নবাব কোথায়?

গোলামহোসেন। জবাব ত মীরণচাচাকে দিয়েচি—বলব না কোথায়।

রায়দুর্ল্লভ। শাহাজাদার মত নরম মন আমার নয়।

গোলামহোসেন। দুর্ল্লভরত্ন তুমি, তাও কি আর জানি না!

রায়দুর্ল্লভ গোলামহোসেনের গালে চড় মারিলেন

পলাশীর মাঠে এ বীরত্ব কোথায় ছিল হিন্দুকুলরত্ন?

রায়দুর্ল্লভ। ভূতপূর্ব্ব নবাব কোথায় তোমাকেই বলতে হবে সুন্দরী।

আলেয়া। কেন, আপনি কি জানেন না নবাব আলিবর্দ্দী বহুদিন গত হয়েচেন?

রায়দুর্ল্লভ। আলিবর্দ্দীর খবর কে তোমার কাছে জানতে চায়?

আলেয়া। ভূতপূর্ব্ব নবাবের সন্ধান আপনারাই ত করচেন।

রায়দুর্ল্লভ। নবাব সিরাজদ্দৌলা? যিনি তোমার কণ্ঠে কাশিম-বাজারে—

আলেয়া। সেনাপতি রায়দুর্ল্লভ, কণ্ঠ আপনার কেঁপে উঠচে না! কাশিমবাজারে সেদিন যাদের আপনি বন্দী করতে গিয়েছিলেন, আজ তাদেরই আদেশ হাসিমুখে পালন করচেন। এইখানে দাঁড়িয়ে কাশিম-বাজারের নাম আপনি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও পারচেন!

রায়দুর্ল্লভ। শাহজাদা, এই প্রগল্‌ভা নারীকে আমরা ভালো করেই জানি। সহজে এর কাছ থেকে কোন কথা পাওয়া যাবে না।

মীরণ। সঙ্গে আপনার সৈন্য আছে?

রায়দুর্লভ। প্রাসাদ আমরা অধিকার করিচি।

মীরণ। এদের কারাধ্যক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আর তাকে আদেশ দেওয়া হোক প্রয়োজনমত পীড়ন করে এদের স্বীকারোক্তি বার করে নিতে।

রায়দুর্লভ। আমারও সেই অভিপ্রায়।

মীরণ। একমাত্র এরাই জানে সিরাজ কোথায়।

আলেয়া। একমাত্র আমরা জানি বলেই জীবনে তোমরা তা জান্তে পারবে না।

মীরণ। জাঁক বেশি করো না আলেয়া! মরণ-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে খবরটা বলে ফেলতেও পারো।

আলেয়া। মরণ-যন্ত্রণা!

মীরণ। হাঁ, কারাধ্যক্ষের প্রতি সেই আদেশই থাকবে। যাও, এদের নিয়ে যাও।

মশালধারী লোকগুলি অগ্রসর হইল

গোলামহোসেন। চল, আমরা নিজেরাই যাচ্ছি।

আলেয়ার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। মশালধারী লোকগুলি তাহাদের ঘিরিয়া লইয়া অগ্রসর হইল

মীরণ। সিরাজ কোন পথে পালিয়েচে বলে আপনার মনে হয় সেনাপতি?

রায়দুর্লভ। হয় ত রাজমহলের পথে। মঁসিয়ে লা সেই পথে কোথাও আছে, আর পাটনায় আছেন জানকীরাম। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ওই দুটি লোক ছাড়া সিরাজকে আশ্রয় দেবার তৃতীয় লোক নাই।

মীরণ। আপনার অনুমান যদি সত্য হয়, তা হলে কাল-বিলম্ব না

করে রাজমহলের পথে কোন সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠানো উচিত। আপনি যাবেন ?

রায়দুর্লভ। শাহজাদা !

মীরণ। বলুন, রাজা।

রায়দুর্লভ। ভবিষ্যতে আমাদের সবাইকে কি আপনার আদেশ মত কাজ করতে হবে !

মীরণ। হওয়াই সম্ভব। কেন না জানেন ত পিতা রাজ্যপরিচালনায় তেমন সক্ষম নন্। আর এরই মাঝে লোকে তাঁকে ক্লাইভের গদ্দভ বলে উপহাস করতে সুরু করেছে।

রায়দুর্লভ নীরবে মীরণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। মীরণ সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর বলিলেন :

বিশ্বাসঘাতকের আত্মসম্মানবোধ। হাস্যকর ব্যাপার !

মীরণ চলিয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্ধকার কারাগার। কিছুই দেখা যাইতেছে না। শুধু চাবুকের শব্দ শোনা যাইতেছে, আর শোনা যাইতেছে কাতরধ্বনি, একটি পুরুষ কণ্ঠের আর একটি নারী কণ্ঠের

আলেয়া। আমার জন্যে ভেবো না পুরন্দর, আমি সইতে পারব।

চাবুকের শব্দ এবং পুরন্দরের কণ্ঠের ধ্বনি

গোলামহোসেন। আমিও পারব।

আবার চাবুকের শব্দ, আলেয়ার আর্ত্তনাদ

মিথ্যা ওকে পীড়ন করচ। ও কিছু জানে না, কিছুই জানে না।

আবার চাবুকের শব্দ। পুরন্দরের আর্ত্তনাদ

আলেয়া। পুরন্দর!

গোলামহোসেন। আলেয়া!

আবার চাবুকের শব্দ। একসঙ্গে দুইজনের আর্ত্তনাদ

আমাদের এরা কথা কইতেও দেবে না। আমরা এখন থেকে মনে মনে কথা কইব আলেয়া। তোমার মনের কথা আমি জানি।

আলেয়া। আমিও জানি তোমার মনের কথা।

আবার চাবুক। আবার চাবুক। আর কেহ কোন শব্দ করিল না। কারাগারের দ্বার দিয়া মশালের আলো দেখা দিল। সহচরদের সঙ্গে মীরণ অগ্রসর হইল। কারাগারের দ্বার খুলিয়া সকলে প্রবেশ করিল। মশালের আলোয় দেখা গেল শৃঙ্খলে হস্তপদ আবদ্ধ আলেয়া আর গোলামহোসেন

মীরণ। কবুল?

কারাধ্যক্ষ। না, শাহজাদা!

মীরণ। আলেয়া!

আলেয়া সাড়া দিল না

একি! মেরে ফেলেচ না কি!

কারাধ্যক্ষ। বান্দা বেটাও সাড়া দিচ্চে না।

মীরণ। ওরা মরে গেলে কে কবুল করবে, কে দেবে নবাবের খবর?

কারাধ্যক্ষ। তবে কি নামিয়ে দোব?

মীরণ। হাঁ। এখনই নামিয়ে দাও। কাল আবার সুরু করো।

কারাধ্যক্ষের আদেশে তাহার লোকেরা আলেয়া ও গোলামহোসেনের বাঁধন খুলিয়া দিল। তাহারা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। মীরণ তাহাদের নাকের কাছে হাত লইয়া দেখিল

মীরণ। মরে নি ত! এটাও মরে নি। আজকার মতো এইখানে পড়ে থাক।

মীরণ, কারাধ্যক্ষ ও তাহার লোকেরা কারাগারের বাহির হইয়া গেল। আলেয়া ও গোলামহোসেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। গোলামহোসেন প্রথমে কথা কহিল :

গোলামহোসেন। আলেয়া। আর কতদিন এ পীড়ন সইবে তুমি ?

আলেয়া। যতদিন না জানব, নবাব নিরাপদ।

গোলামহোসেন। এ কারাগারে সে খবর-কে তোমায় দেবে ?

আলেয়া। আমার মন। মন দেবে পুরন্দর!

পুরন্দর আর কোন কথা কহিল না। আলেয়া একটু পরে কহিল :

পুরন্দর, সেদিন তোমার চোখের কোণে জল দেখেছিলাম।

গোলামহোসেন। কবে ?

আলেয়া। যুদ্ধে যাবার দিন সকালে, আমার বাড়ীতে।

পুরন্দর কোন কথা কহিল না

সেদিন তার কারণ জিজ্ঞাসা করি নি।

গোলামহোসেন। আজও কোরো না, আলেয়া।

আলেয়া। তোমার মনে কি কোন ক্ষোভ রয়েচে গোলামহোসেন ?

গোলামহোসেন। না।

আলেয়া। তুমি কি কাউকে ভালোবেসেছিলে ?

গোলামহোসেন। আজ এ-কথা কেন ? কালই ত মরতে হবে।

আলেয়া। তা হলে ভালো তুমিও বেসেচ ?

গোলামহোসেন। আমি আবার ভালোবাসব! কি যে বলো তুমি! ...আর যদি বেসেই থাকি, কে তা শুনবে...কে তা বুঝবে...আর কেই বা প্রতিদানে অপদার্থকে ভালোবাসা দেবে আলেয়া! আলেয়া!

হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিল

আবার মশালের আলো দেখা গেল। আবার মীরণ ও তাহার সহচরেরা আগাইয়া আসিল। কারাগারের দ্বার খুলিল। মশালচিরা দূরে সরিয়া গেল। একটি লোককে কারাগারের মাঝে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। মীরণ কহিল :

মীরণ। এই তোমার নূতন রাজত্ব !

কারাগারের দরজা বন্ধ করিয়া মীরণ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। মীরণের অট্টহাসি থামিয়া গেল। কারাধ্যক্ষ নীরব রহিল। গোলামহোসেনের কণ্ঠ শোনা গেল

গোলামহোসেন। এবার একজন সঙ্গী পাওয়া গেল।

সিরাজ। সুদিনে সাথে সাথে ফিরেছ, দুর্দ্দিনেই কি দূরে থাকতে পার !

গোলামহোসেন। কে !

গোলামহোসেন উঠিয়া দাঁড়াইল

আলেয়া। জাঁহাপনা !

আলেয়া নবাবের কাছে ছুটিয়া আসিল

সিরাজ। মুর্শিদাবাদ আমার মায়া কাটাতে পারল না গোলামহোসেন, তাই আবার তার কোলে টেনে নিয়ে এল।

আলেয়া। আপনি ওদের বন্দী !

সিরাজ। মীরকাশেম ওদের খুশী করবার জন্তে ভগবানগোলায় আমায় বন্দী করলে, ওদের খুশী করবার জন্তে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিলে।

গোলামহোসেন। মীরকাশেম !

সিরাজ। হাঁ, একদিন আলিবর্দ্দির স্নেহ পেয়েছিল, যেমন পেয়েছিল মীরজাফর।

আলেয়া। আপনাকে বন্দী করে মীরজাফর কি করবে জাঁহাপনা ?

সিরাজ। সিংহাসনে বসাবে না নিশ্চয় !

আলেয়া। তারা কি···! না, না জাঁহাপনা, তা সম্ভব নয়।

সিরাজ। খুব সম্ভব আলেয়া।

আবার সকলেই চুপ করিয়া রহিল

আলেয়া। বেগম কোথায় জাঁহাপনা ?

সিরাজ। তাঁকেও হয় ত মুর্শিদাবাদেই পাঠিয়েচে।

আলেয়া। তাও স্থির জানা নেই।

সিরাজ। আলেয়া! আমাকে ওরা সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছে! রাজ্যের চিন্তা নেই, বেগমের চিন্তা নেই, পরিজনদের চিন্তা নেই। যে ক'দিন ওরা বাঁচতে দেয়, সেই ক'টা দিন শুধু বেঁচে থাকব। দুঃখ নেই। সত্যি বলছি গোলামহোসেন, আর আমার দুঃখ নেই।

বাহির হইতে রক্ষী হাঁকিল

রক্ষী। কারাগারে কারু কথা কইবার অধিকার নেই।

সিরাজ। শুনলে গোলামহোসেন! কারাগারে কথা কইবারও অধিকার নেই।

আলেয়া। আমরা কথা কইব। আর আমাদের কিসের ভয়?

সিরাজ। আলেয়া, তোমাকে ছেড়ে গিয়ে একটি কথাই বার বার মনে হোতো।

আলেয়া। কি জাঁহাপনা!

সিরাজ। মনে হতো নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে তুমি আমার সেবা করেচ, আমারই হিতের জন্যে কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নিতে তুমি দ্বিধাবোধ কর নি, আমারই জন্যে আজ তুমি বন্দিনী—অথচ প্রতিদান কিছুই ত তোমাকে দিতে পারি নি আলেয়া!

আলেয়া। আমার যা কাম্য ছিল, আমি তা পেয়েচি জাঁহাপনা!

সিরাজ। কি তুমি চেয়েছিলে আর কি তুমি পেয়েচ, তা তুমিই জান আলেয়া! আমার শুধু এই ক্ষোভ যে, ক'টা বছর আগে কেন তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো না। তা যদি হোতো, তা হলে নারীকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারতাম!

সকলেই চুপ করিয়া রহিল

গোলামহোসেন!

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা!

সিরাজ। একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারচি না। আমার আত্মীয়-বান্ধব পাত্র-মিত্র কেউ আমাকে ভালবাসতে পারলে না। তুমি ত পারলে!

গোলামহোসেন। আলেয়াকে সে-কথা বলিচি জাঁহাপনা। বাংলাকে ভালোবেসেই আমি বাংলার নবাবকে ভালোবেসে ফেলেচি।

সিরাজ। তোমার সেই বাংলার মর্য্যাদাও আমি রাখতে পারলাম না, গোলামহোসেন!

সিরাজ দূরে সরিয়া গেলেন

গোলামহোসেন। চেষ্টার কসুর ত আপনি করেন নি, জাঁহাপনা।

সিরাজ ফিরিয়া দেখিলেন। তারপর গোলামহোসেন কাছে আসিলেন

সিরাজ। গোলামহোসেন! বাংলাকে তোমাদের মত আমি ত ভালোবাসিনি! তবুও আজ নিজের সব দুঃখ-দুর্দ্দশা ছাপিয়েও বাংলার কথাই কেবল বার বার মনে পড়ে কেন? বাংলা কি আমাকে ভালোবেসেছিল, গোলামহোসেন?

গোলামহোসেন। আপনার ওপর ভরসা কিছু কম ছিল না।

সিরাজ। কিন্তু আমি চেষ্টার ক্রটী করি নি। তবুও কেন এ পরাজয়?

গোলামহোসেন। এ পরাজয়ের প্রয়োজন আছে। জাঁহাপনা, দাঁত থাকতে নির্ব্বোধেরা দাঁতের মর্ম্ম বোঝে না, দেশের স্বাধীনতা থাকতে অপদার্থরা স্বাধীনতারও মর্ম্ম বোঝে না। দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে যে স্বাধীনতা ভোগ করবার সুযোগ আপনি বাঙালীকে দিয়েছিলেন, বাঙালী তার মর্ম্ম বোঝে না। তা না বুঝে সিংহাসনের লোভে আত্মহারা হয়ে নিজেরাই দলাদলি মারামারি করেচে। একটা প্রচণ্ড আঘাত তার প্রয়োজন ছিল। পলাশী সেই আঘাতই তাকে করেচে।

সিরাজ। পলাশী!

গোলামহোসেন। হাঁ জাঁহাপনা, সমগ্র জাতির ললাটে লেপে দিয়েচে কলঙ্কের মসী, পলাশী।

সিরাজ। পলাশী!

গোলামহোসেন। পলাশী!

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আলেয়া পলাশীর বেদনার গান গাহিল

পলাশী! হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর মুখে,
কলঙ্ক কালিমা রাশি!
আত্মঘাতী স্বজাতির মাখিয়া রুধির কুঙ্কুম,
তোর প্রান্তরে ফুটে ঝরে গেল পলাশ-কুসুম
তোর গঙ্গার তীরে পলাশ-সঙ্কাশ
সূর্য্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি॥

ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল

তৃতীয় দৃশ্য

দরবার কক্ষ। সবই আগেকার মত রহিয়াছে। শুধু সে সভাসদেরাও নাই; মন্ত্রী-সেনাপতি, আমির-ওমরাহ নাই। আছে একটা জনতা। তাহাদের মলিন বস্ত্র, রুক্ষ চেহারা, চোখে মুখে নিষ্ঠুরতা। তাহাদের একদল ঝুঁকিয়া পড়িয়া সিংহাসন দেখিতেছে, একদল দেয়ালগিরি ঝাড় প্রভৃতি দেখিতেছে, একদল দেয়ালে হাত বুলাইতেছে

প্রথম। আরে বিলকুল পাথর।

দ্বিতীয়। নবাবের বাড়ীর সোনার চিহ্নও নেই।

তৃতীয়। হীরে জহরৎগুলো কোথায়?

চতুর্থ। সব নিয়ে সরে পড়েচে।

পঞ্চম। ভাবলাম নবাব পালিয়েচে, সোনাদানা নিয়ে জনে জনে আমরা ক্ষুদে ক্ষুদে নবাব হয়ে বসব।

তৃতীয়। একবার ডাক ত মীরণচাচাকে! লোভ দেখিয়ে সে-ই ত আমাদের আনলে।

প্রথম। হেঁই হো, মীরণচাচা!

অনেকে। হেঁই হো, মীরণচাচা!

মীরণ দৌড়াইয়া আসিল, তাহার পিছনে মহম্মদী বেগ

মীরণ। একি তোমরা ক্ষেপে উঠলে না কি!

প্রথম। সোনাদানা কোথায় চাচা?

দ্বিতীয়। বেগম-মহল কোন দিকে চাচা?

মীরণ। সব হবে, বাবা সব! একটুখানি সাম্‌লে থাক্! একটুখানি!

প্রথম। হাত যে আমাদের নিস্‌পিস্ কর্‌চে।

দ্বিতীয়। সবুর আর সইচে না।

মীরণ। সময় আসতে দাও।

তৃতীয়। আবার সময় কখন হবে?

দ্বিতীয়। সব মাল তোমরাই সাফ করেচ!

মীরণ। আমরাই যদি করব, তা হলে তোমাদের ডেকে আনব কেন?

প্রথম। ডেকে এনেচ, বেশ করেচ। এইবার দেখিয়ে শুনিয়ে দাও। লুটের মাল লুটে নি।

মহম্মদী বেগ। লুটবি কি রে!

অনেকে। যা কিছু পাব সব।

মহম্মদী বেগ। আহা, কি কথাই কইলি! আদর করে ডেকে আনলাম কি তোরা সব লুটে নিবি বলে?

প্রথম। তা হলে ডেকে কেন আনলে বাবা?

দ্বিতীয়। খয়রাত করবে বলে?

তৃতীয়। কোন কথা শুনচি না। নবাব নেই, মোহনলাল নেই, মীরমদন নেই, সৈন্য পাহারা কিছুই নেই। এই ত আমাদের সময়।

প্রথম। এর পর তোমরা কে গদীতে বসবে আর বসেই গর্দ্দানা নেবার হুকুম দেবে।

মীরণ। তোমাদের গর্দ্দানা কে নেয়? আজ ত গদীর মালিক তোমরাই বাবা সব। তোমরা দরবারে বসবে, দোষীকে সাজা দেবে, নতুন নবাবকে নবাবী করবার অনুমতি দেবে। তবে ত কাজ!

প্রথম। আরে চুলোয় যাক্ ওসব কাজ।

দ্বিতীয়। সোনাদানা কোথায় বল।

তৃতীয়। হীরে জহরৎ?

চতুর্থ। মণি মুক্তো?

পঞ্চম। বেগম বাঁদী?

প্রথম। চটপট বলে দাও, নইলে চেঁচাব।

অনেকে। আমরা লুট করব, সব লুটে নোব।

মীরণ। তোমরা বড্ড উতলা হয়ে উঠেচ।

প্রথম। তাত লাগিয়েচ, তাই ত উৎলে উঠিচি।

দ্বিতীয়। ভিতরে ভিতরে রক্ত আমাদের ফুটচে।

তৃতীয়। আমরা নিজেদের সামলাতে পারব না বলচি।

মহম্মদী বেগ। সামলাতে পারবি নে ত করবি কি শুনি?

প্রথম। আমরা লুট করব।

অনেকে। আমরা লুট করব! লুটে নোব।

মহম্মদী বেগ। তা হলে সেপাইদের ডাকব!

অনেকে। সেপাই!

মহম্মদী বেগ। হ্যাঁ, মশাইরা, সেপাই!

প্রথম। সে কথা ত ছিল না।

দ্বিতীয়। মীরণচাচা, এ বেটা যে সেপাই শোনায়।

তৃতীয়। শোন ওর কথা, মীরণচাচা।

অনেকে। মীরণচাচা, হে মীরণচাচা!

মীরণ। তোমরা মিছে চেঁচিয়ে গলা ভাঙচ। সেপাই আমাদের আছে এ কথা তোমরা শুনে রাখ। কিন্তু সেপাইদের হাতে তোমাদের ছেড়ে দিতে এখানে আনি নি।

প্রথম। তাই আগে ভালো করে বল।

দ্বিতীয়। তোমরা সব শোন। সেপাই আছে। কিন্তু তাদের হাতে আমাদের ছেড়ে দেবে না।

মীরণ। হাঁ, তা দোব না যদি আমাদের কথা তোমরা শোন।

প্রথম। শুনব না বলচ কি?

দ্বিতীয়। শুনব বলেই না এসেচি?

তৃতীয়। আমরা শুনব, আমাদের ছেলেরা শুনবে, তাদেরও ছেলেরা শুনবে!

প্রথম। তোমাদের কথা আমাদের দাদারা শুনেচে, বাবারা শুনেচে, আমরা শুনচি।

দ্বিতীয়। ওপরের চৌদ্দ পুরুষ শুনেচে আর নীচের চৌদ্দপুরুষ শুনবে।

তৃতীয়। তার জন্যে সেপাই-লস্কর দেখাবার দরকার হয় নি, হবেও না।

মীরণ। তা হলে শোন আমার কথা। শান্ত হয়ে আগে দরবার শেষ কর। তার পর তোমাদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ো।

প্রথম। এ-কথা ন্যায্য।

দ্বিতীয়। দরবারে কি সব হবে বলে দাও।

মীরণ। বলে ত দিয়িইচি!

প্রথম। আমার সব মনে আছে।

দ্বিতীয়। খুব ত মোড়লী করচিস, মনে আছে, মনে আছে! যদি কিছু ভুল হয়?

প্রথম। এই মীরণচাচা আছে, শুধরে দেবে।

তৃতীয়। হাঁ বাবা, ওই মীরণচাচা থাকা চাই।

দ্বিতীয়। থেকো মীরণচাচা, তুমি সাম্নে দাঁড়িয়ে থেকো!

মীরণ। এই মহম্মদী বেগ থাকবে।

প্রথম। ও সেপাই দেখায়!

দ্বিতীয়। বড় চোয়াড়ে চোয়াড়ে চেহারা ওর।

মীরণ। না, না, বড় ভালো লোক। ও-ই সব তোমাদের দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

তৃতীয়। তাই হবে, তুমি যখন কইচ।

মীরণ। তোমরা তা হলে দরবারের জন্য তৈরি হয়ে থাক।

অনেকে। আমরা তৈরী।

প্রথম। আমাদের সবুর সইচে না।

মীরণ। মহম্মদী বেগ!

মীরণের ইঙ্গিতে মহম্মদী বেগ তাহার অনুগমন করিল। প্রথম ব্যক্তি জনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল:

প্রথম। এবার আমাদের দরবার মিলবে! সব হুসিয়ার!

অনেকে। হুসিয়ার! হুসিয়ার!

দূর হইতে কেহ হাঁকিল:

নেপথ্যে ধ্বনি। কালকের নবাব, ভেগে-পড়া, বাংলা-হারা, সিরাজদ্দৌলা বন্দী বাহাদুর!

প্রথম। কালকের নবাব, ভেগে-পড়া, বাংলা-হারা, সিরাজদ্দৌলা বন্দী-বাহাদুর।

একটু পরেই সিরাজ চির-অভ্যাস মত দ্রুত দরবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। জনতা উচ্চহাস্য করিল

সিরাজ। তোমরা এখানে কেন?

প্রথম। (কুর্ণিশ করিয়া) ভড়কাবেন না হুজুর! আমরা আপনার দরবারি।

সিরাজ। তোমরা?

দ্বিতীয়। হাঁ, হুজুর! আমরা কেউ হাজারী, কেউ দোহাজারী!

তৃতীয়। আমাদের নেইক যদিও ঘর-বাড়ী।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

দ্বিতীয়। ওরে আসন দে। হুজুরের আসন দে।

প্রথম। হুজুর! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার কষ্ট হচ্ছে! এই! হুজুরের আসন!

সিরাজ সিংহাসনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন

তৃতীয়। হুজুর! আপনি এখন আমাদের নবাব। তাই ও আসন এখন আপনার নয়।

প্রথম। আপনার আসন আমরা নিজেরা তৈরি করিচি।

একজন লোক কাঁটার তৈরী, ঘেঁটফুলের সজ্জিত একখানা আসন লইয়া মঞ্চে স্থাপন করিল

ওই আসনে বসুন হুজুর!

সিরাজ ধীর পদবিক্ষেপে মঞ্চে গিয়া উঠিলেন, নীচু হইয়া আসনখানি দেখিতে লাগিলেন

দ্বিতীয়। বেশ করে দেখে নিন হুজুর।

তৃতীয়। কাঁটা দিয়ে তৈরী, ঘেঁটফুল দিয়ে সাজানো।

প্রথম। বসে আরামও পাবেন, জৌলুসও বাড়াবেন।

জনতা হো হো করিয়া হাসিল। সিরাজ ঘাড় ঘুরাইয়া সকলকে দেখিলেন

মহম্মদী বেগ। এইবার উপঢৌকন দাও।

সিরাজ তাহার দিকে চাহিলেন

সিরাজ। তুমি মহম্মদী বেগ! তুমিও!

মহম্মদী বেগ। হ্যাঁ, হুজুর! আমিও!

প্রথম। হুজুর! জুতোর জন্যে আপনি ধরা পড়েচেন, তাই ও-জুতো পাল্টে ফেলে এই জুতো পরুন হুজুর।

একজোড়া ছেঁড়া জুতো সিরাজের সামে রাখিল। জনতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

দ্বিতীয়। হুজুর! ফকিরের দরগায় খাবেন বলে খিচুড়ী চাপিয়েছিলেন, খাওয়া আর হয় নি। আপনার কপাল পোড়বার সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়ীও পুড়ে গেছে। তাই এই আপনার খানা!

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল

সিরাজ চোখ বুজিয়া কিছুকাল মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হাসির রোল থামিয়া গেলে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন:

সিরাজ। ভাই সব!

প্রথম। (দ্বিতীয়কে) বলে কি রে! এত অপমান করলাম, তবুও বলে ভাই!

সিরাজ। ভাই সব! তোমাদের এই পরিহাস নির্ম্মম, কিন্তু নিরর্থক নয়। আমি আজ সত্যই পরিহাসযোগ্য।

দ্বিতীয়। তাই ত আমরা সবাই হাসচি।

তৃতীয়। দাঁত বার করে হাসচি হুজুর!

সকলে হাসিল

সিরাজ। প্রজা পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই সিংহাসন আমি পেয়েছিলাম। প্রজার স্বার্থ রক্ষা করবার দায়িত্বও আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তা কিছুতে করতে পারি নি। পারি নি বলে আমি লাঞ্ছিত, পারি নি বলে আজ তোমাদের উপহাসের পাত্র!

প্রথম। আমাদের ভালো করবার ইচ্ছে তা হলে হুজুরের ছিল?

সিরাজ। আমি যদি নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে চাইতাম, তা হলে কারুর সঙ্গে আমাকে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে হত না; সকলের অন্যায় দাবী পূর্ণ করে, মান মর্য্যাদা সম্ভ্রম সব বিকিয়ে নিজের রাজ্যে নিজের প্রাসাদে আমি বিলাসের স্রোতে ভাসতে পারতাম, ডুবতে পারতাম, তলিয়েও যেতে পারতাম। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের মাঝে অনেকে তা করে গেছেন। কিন্তু আমি তা চাই নি বলেই কি তোমাদের বিচারে আমি আজ অপরাধী?

দ্বিতীয়। হুজুর কি চেয়েছেন আর কি চান নি, তা আমরা কেমন করে জানব হুজুর?

প্রথম। নবাব-আমিরের খবর আমরা কি করে পাব হুজুর।

সিরাজ। বর্গীর হাঙ্গামার কথা তোমাদের মনে আছে?

তৃতীয়। তা আর নেই হুজুর!

দ্বিতীয়। বর্গী শুনলেই বুক আমাদের কেঁপে ওঠে।

সিরাজ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় নবাব আলিবর্দ্দীর সঙ্গে সঙ্গে সমরে-শিবিরে দিবসে-নিশীথে আমিও কি ছুটে বেড়াই নি? আমারও হাতের অস্ত্র কি মারাঠা দস্যুদের উদ্ধত শির দ্বিখণ্ডিত করে নি?

প্রথম। শুনেছি বৃদ্ধ নবাব সেই জন্যেই হুজুরকে স্নেহ করতেন।

সিরাজ। আমার সেই নবীন বয়সে, অনায়াসলব্ধ বিলাসের উপকরণ তুচ্ছ জ্ঞান করে আমি যে ছুটে বেড়াতাম, তার কি কোন কারণ ছিল না ভাই সব?

দ্বিতীয়। হুজুর আমরা বোকা। বলে না দিলে কিছুই আমরা বুঝতে পারি না।

সিরাজ। বাংলার প্রজাকুল যাতে সর্ব্বহারা না হয়, তোমাদের সুখের সংসার যাতে না ভাস্কর পণ্ডিতের রোষানলে ভস্মীভূত হয়, তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যাতে না পতঙ্গের মত প্রাণবলি দিতে বাধ্য হয়, তারই জন্যে, বিশ্বাস কর ভাই সব, শুধু তারই জন্যে যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণ উপেক্ষা করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পথে-প্রান্তরে সংগ্রামস্থলে উল্কার মতো আমি ছুটে বেড়িয়েচি। তারই পুরস্কার কি ওই কণ্টক আসন? তারই পুরস্কার কি ওই ছিন্ন-পাদুকা? তারই পুরস্কার কি এই তস্করলভ্য লাঞ্ছনা?

প্রথম। জাঁহাপনা, আমরা এ-সব কিছুই করি নি!

দ্বিতীয়। কু-লোকে আমাদের দিয়ে এই সব কাজ করিয়েচে।

তৃতীয়। আমরা জাঁহাপনাকে চিরদিনই ভালোবাসি।

চতুর্থ। আলিবর্দ্দী ভালোবাসতেন বলে আরো আমরা ভালোবাসি।

সিরাজ। আমি জানি তোমরা আমায় ভালোবাস। কলিকাতা জয় করে যখন আমি ফিরে এলাম, তখন তোমরা, মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা, যে জয়োৎসব করেছিলে তা আজও আমার দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে। কুটির থেকে সৌধচূড়া আলোকমালায় সজ্জিত, রাজপথে ফুলের গালিচা, তোরণে তোরণে নহবৎধ্বনি, দৃপ্ত নর-নারীর কণ্ঠে সিরাজের জয়-নাদ! সে সবই ত তোমাদের প্রীতির পরিচয়।

প্রথম। তখন দিনরাত আমরা কেউ ঘুমোই নি জাঁহাপনা।

দ্বিতীয়। শুধু মিষ্টান্ন খেয়েই কাটিয়েচি।

সিরাজ। আজও আমি জানি, আজও যদি পলাশীর মাঠে পরাজয় স্বীকার করে আমাকে ফিরে আসতে না হোতো, তা হলে তেমনই আনন্দে তোমরা আবার আমাকে অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু কেন এই

পরাজয় ? তোমাদের মীরমদন প্রাণ দিল, মোহনলাল অগ্নি বর্ষণে শত্রুসেনা বিধ্বস্ত করল ! তবুও কেন আজ তোমরা পরাজিত ? তবু কেন তোমরা আজ বিপন্ন ?

অনেকে। হুজুর, আমরা যে দুর্ব্বল !

সিরাজ সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর কহিলেন :

সিরাজ। হাজার হাজার সৈন্য পলাশীর মাঠে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল, আর পরাজয় পেছন থেকে এসে সকলের ললাটে লাঞ্ছনার কালিমা মাখিয়ে দিয়ে গেল। কৈফিয়ৎ কে দেবে ? একা তোমাদের নবাব ? না, তোমাদের সিপাহসালারও ? কোথায় তিনি ? কোথায় তোমাদের সিপাহসালার ? কোথায় তোমাদের সেনাপতি ইয়ারলতিফ ? সেনাপতি রায়দুর্ল্লভ ? রাজা রাজবল্লভ ? ধনকুবের জগৎশেঠ ? ডাক তাঁদের এই দরবারে। দাও তাঁদের দণ্ড।

প্রথম। তাঁরা কি আমাদের ডাকে আসবেন এখানে ?

সিরাজ। আমি ত এসেচি। আমি ত তোমাদের দণ্ড গ্রহণ করবার জন্য তোমাদের সামে দাঁড়িয়েচি।

দ্বিতীয়। তুমি আমাদের রাজা।

তৃতীয়। তুমি আমাদের দেবতা।

সিরাজ। তাই যদি সত্য জান, সত্যই যদি বুঝে থাক তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, তা হলে এস ভাই সব, এস আর একবার চেষ্টা করে দেখি, পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হেলায় হারিয়ে এসেচি, বঙ্গজননীর কনক-কীরিটে আবার তা পরিয়ে দিতে পারি কি না ?

সকলে। আমরা যাব, যাব তোমার সঙ্গে।

মহম্মদী বেগ। সে চেষ্টা তোমাকে আর করতে দেব না, শয়তান।

মহম্মদী বেগ দৌড়িয়া আসিয়া নবাবের বুকে ছুরি বসাইয়া দিল

সিরাজ। ওঃ!

বুক চাপিয়া ধরিলেন। জনতা আর্ত্তনাদ করিয়া মহম্মদী বেগকে ধরিয়া ফেলিল

তুমি! মহম্মদী বেগ, তুমি!

একদল সৈন্য প্রবেশ করিল। জনতা ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। সিরাজ কহিলেন:

দিলে না! শেষ চেষ্টা ওরা করতে দিলে না! বাঁচতেও দিলে না আমাকে।

টলিতে টলিতে সিংহাসনের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, জনতার দিকে
মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন

কাউকে অভিশাপ দেব না। সুখে থাক ভাই সব। বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক।

সিংহাসনের নীচে পড়িয়া গেলেন। একখানি হাত রহিল সিংহাসনের উপর। সমস্ত দেশ যেন কাঁদিয়া উঠিল। জনতা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬